বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১১০ বছর

একুশে পদক ২০২৩ প্রাপ্তি উদ্‌যাপন

স্মরণিকা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

একুশে পদক ২০২৩ প্রাপ্তি উদ্‌যাপন স্মরণিকা

প্রকাশক

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

প্রকাশকাল

মে ২০২৩

সম্পাদক

মো. কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সম্পাদনা পরিষদ

দিবাকর সিকদার, আহ্বায়ক
ড. শওকত ইমাম খান, সদস্য
তাহমিদুন নবী, সদস্য
রাশেদুল আলম প্রদীপ, সদস্য
মো. আব্দুল মুহিত, সদস্য
মো. আছাদুজ্জামান, সদস্য
নাজমুল হায়দার, সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

দিবাকর সিকদার

মুদ্রণ

ডিএস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৩৪/ডি নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য

৩০০ টাকা / 5 $

আবক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শিল্পী : শ্যামল চৌধুরী

সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০৩৯.২০১১.০০০৭১

শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অর্জিত একুশে পদক ও সনদ

একুশে পদক ২০২৩, স্বর্ণপদক
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০১২.২০২৩.০০০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে পদক

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কে
শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ
২০২৩ সালের একুশে পদক'এ ভূষিত করছে।

০৭ ফাল্গুন ১৪২৯
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী

সনদ : একুশে পদকের
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০১২.২০২৩.০০০২৬

প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বার্তা

বাঙালির জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা সুমহান ভাষা আন্দোলন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি আপামর জনসাধারণের স্বাধীকার ও মাতৃভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে সহাস্যে কারাবরণ করেন, তবু অধিকার আদায়ে পিছপা হননি। স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে জীবন উৎসর্গকারী সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা সকল ভাষা সৈনিককে। মহান একুশের গৌরবগাঁথা আজ দেশের সীমানা পেরিয়ে পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। দেশে দেশে স্থাপিত হচ্ছে শহীদ মিনার। পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশ এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান।

একুশের চেতনাকে ধারণ করে দেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশে যারা বা যে সকল প্রতিষ্ঠান অবদান রাখছেন, তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর প্রদান করা হচ্ছে গৌরবময় একুশে পদক। ২০২৩ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একুশে পদক ২০২৩-এ ভূষিত করা হয়, যা জনগণের শিক্ষাকেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটির স্বীকৃতির অনন্য স্মারক মর্মে আমি মনে করি।

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য তথা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান, প্রত্ননিদর্শন এবং মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রহ জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়খ্যাত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল আকর্ষণ। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি যেমন-প্রস্তর ও ধাতব ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রা, শিলালিপি, তুলট কাগজ ও তালপাতায় লেখা সংস্কৃত, বাংলা ও আরবি-ফার্সি পাণ্ডুলিপি, মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র, বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্প, নকশিকাঁথা, সমকালীন ও বিশ্বসভ্যতার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, বাংলাদেশের গাছপালা, পশুপাখি, শিলা ও খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি জাদুঘরের মূল সংগ্রহ। জাদুঘরে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, দুটি মিলনায়তন, একটি সিনেপ্লেক্স ও একটি প্রদর্শনী গ্যালারি রয়েছে। ৯৩,৭৩৮টি নিবন্ধিত নিদর্শনসমৃদ্ধ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম জাদুঘর। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে চারতলা ভবনের ৪৫টি গ্যালারিতে প্রায় ৫ হাজারটি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি-বিদেশি দর্শক জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন।

শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের জন্য এক বিশাল তথ্যভাণ্ডার শতবর্ষী এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষায় গৌরবময় অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ২০২৩ সালের একুশে পদকে ভূষিত করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম খালিদ এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বার্তা

জাদুঘর সমাজের দর্পণ। জাদুঘর জাতির শেকড় সন্ধান করে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্যের বিশাল সংগ্রহভাণ্ডার। এই সমৃদ্ধ সংগ্রহের মাধ্যমে জাদুঘর জনগণের সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি করে। তাই জাদুঘরকে বর্তমানে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করে এদেশের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানতে পারছে।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক/অধ্যায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এমন আত্মত্যাগ বিরল। মায়ের ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলা প্রাঙ্গনে রফিক, শফিক, সালাম, জব্বারসহ আরও নাম না জানা অনেকে আত্মোৎসর্গ করেছিল। তাঁদের এই আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল ভাষা শহিদসহ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় প্রথম সোপান ছিল ভাষা আন্দোলনের অর্জিত সফলতা। ভাষা আন্দোলনের অর্জিত সফলতায় উজ্জীবিত হয়ে জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি পৌঁছে যায় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মোহনায়, অর্জন করে স্বাধীনতা। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একুশ হচ্ছে চেতনার উৎস।

স্বাধীনতার মহানায়ক, বাঙালি জাতির মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার। জাদুঘরের সঙ্গে জনগণের এই যে সম্পৃক্ততা তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু এক আলোচনায় জাতীয় জাদুঘর বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেন। তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি মুখর পরিবেশে পথ চলছে। প্রতিষ্ঠার একশত নয় বছর অতিক্রম করে নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে ৯৩,৭৩৮ নিদর্শন সমৃদ্ধ শতবর্ষী এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর হিসেবে পরিণত হয়েছে।

একুশের চেতনাকে চির অম্লান করে রাখার জন্য জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর একুশে পদক প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাঙালির ইতিহাস বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির ত্যাগ, স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য শিক্ষার্থীসহ সকল নাগরিকের শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একুশে পদক ২০২৩ প্রদান করেছে।

শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ২০২৩ সালের একুশে পদকে ভূষিত করায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মপ্রচেষ্টা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আবুল মনসুর

সভাপতি
পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শুভেচ্ছা বার্তা

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি বাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদের রক্ত ভাষার প্রশ্নে বৃহত্তর একতা প্রতিষ্ঠায় সব বাধা ভেঙে চুরমার করে দেয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিপক্ষে সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে বাঙালিরা। যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৫৪-এর নির্বাচনে, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে, ৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলনে, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে। এর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটের মাঝে ছাত্র-জনতার মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে সে সময়ের তরুণ ছাত্রনেতা, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঐদিন কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেদিন গ্রেফতারের প্রাক্কালে বলেছিলেন- 'পাকিস্তানের অদ্ভুত কাঠামোর মাঝে বাঙালির মুক্তি সম্ভব নয়'।

গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলার দাবিতে জীবন উৎসর্গকারী রফিক, শফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ নাম না জানা সকল ভাষা সৈনিককে। এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে মহত্তর স্বাধীনতার চেতনা। একুশের চেতনা বাঙালি জাতির মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের প্রতীক। একুশের চেতনায় জাতি ক্রমাগত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করছে। পৃথিবীর নানা দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে নানা জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

অমর একুশের শহীদদের স্মরণে প্রবর্তিত হয়েছে একুশে পদক। দেশের শতবর্ষী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় একুশে পদক ২০২৩ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং ধারণে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর পাশাপাশি হাজার হাজার শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বিনা টিকিটে জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ করে দেয়ায় শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে জ্ঞানার্জনের অবারিত সুযোগ। গবেষকরাও স্বতঃস্ফূর্ত গবেষণার সুযোগ পাচ্ছেন জাদুঘরে। চাহিদা অনুযায়ী দেয়া হচ্ছে জাদুঘরের গবেষণাগার ব্যবহারের সুবিধা।

শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ২০২৩ সালের একুশে পদকে ভূষিত করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক

মহাপরিচালকের কথা

জাদুঘর বা মিউজিয়াম বলতে, আমরা এমন একটি স্থান বা জায়গাকে বুঝি, যার কাজ হলো আমাদের জীবনের এক সময়কার প্রতিদিনের ব্যবহার্য উপাদানসমূহ যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়, যেগুলোকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে সর্বসাধারণের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। সে কারণে জাদুঘর হলো, একটি জাতির সভ্যতা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার। জাদুঘরের মাধ্যমেই একটি জাতির শেকড় সন্ধান করা যায়। এই যে একটি জাতির পরিচয় বহনকারী প্রতিষ্ঠান জাদুঘর, তা আজ সারাবিশ্বের দেশে দেশে গড়ে উঠেছে। প্রথম জাদুঘর কবে, কোথায়, কাদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল, তা গবেষণার বিষয়। তবে বলা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে Ptolemy I Soter (টলেমি আই সোটার) প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর নির্মাণের ধারার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। আজ তাই পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এই জাদুঘরগুলো কোথাও বিষয়ভিত্তিক, কোথাও সর্ববিষয়কেন্দ্রিক। International Council for Museum (ICOM) এর সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সর্ববিষয়কেন্দ্রিক অর্থাৎ বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত উপাদান বা নিদর্শন এবং পাশাপাশি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও এইসব নিদর্শনসমূহ নিয়ে নিয়ত গবেষণা পরিচালনা করছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১৯১৩ সালে 'ঢাকা যাদুঘর' নামে যাত্রা শুরু করে। এর ইতিহাসটি হলো এরকম-১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হবার পরে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্নর স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের কাছে ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট মুদ্রাতত্ত্ববিদ এইচ. ই. স্টেপালটন কর্তৃক ১৯০৯ সালে পেশকৃত প্রস্তাব বাস্তবায়ন হয়নি বিভিন্ন কারণে। এরপর বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ১৯১২ সালের ২৫ জুলাই তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে পূর্ববাংলা ও আসামের তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলকে দেয়া সংবর্ধনা সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় প্রস্তাব করেন এবং ১৯১৩ সালের ৫ মার্চ তারিখে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারি অনুমোদনের গেজেট প্রকাশিত হয়। গেজেট প্রকাশের কয়েক মাস পরে অর্থাৎ ঐ বছরের ৭ আগস্ট পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নবনির্মিত সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে) একটি কক্ষে 'ঢাকা যাদুঘর' উদ্বোধন করেন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। মোট ৩৭৯টি ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। শতবর্ষ অতিক্রম এই জাদুঘরের বর্তমান নিদর্শন সংখ্যা হলো ৯৩,৭৩৮ টি। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম জাদুঘর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সকলেই জানেন, ১৯১৫ সালে জুলাই মাসে তৎকালীন সচিবালয়ের কক্ষ থেকে 'ঢাকা যাদুঘর' স্থানান্তরিত হয় ঢাকার নিমতলীর নায়েব নাজিমের বারোদুয়ারি ও দেউরিতে। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর 'ঢাকা যাদুঘর' আত্মীকরণ করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ও নিমতলী থেকে শাহবাগের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৩ থেকে ২০২৩ এই ৪০ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রেখে বৈচিত্র্যময় নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি দর্শকের আকৃষ্ট করে চলেছে। বর্তমানে ৪৫টি গ্যালারিত প্রায় ৫ হাজার নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধীনে বর্তমানে ৭টি শাখা জাদুঘর রয়েছে। এগুলো হলো- ঢাকায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, সিলেটে ওসমানী জাদুঘর, চট্টগ্রামে জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ঢাকায় স্বাধীনতা জাদুঘর, ফরিদপুরে পল্লী কবি জসীম উদদীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিণাথ স্মৃতি জাদুঘর। অতি সম্প্রতি চট্টগ্রামের আব্দুল হক চৌধুরী স্মৃতিকেন্দ্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

বাঙালির শত-সহস্র বছরের গৌরবময় সংস্কৃতির ভাণ্ডার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সুদীর্ঘ পথ শেষে আজ যে একশত

দশ বছর অতিক্রম করছে, এক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি, এদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের বিশাল অবদান রয়েছে। বিশেষ করে জাদুঘরের অকৃত্রিম বন্ধু উপহারদাতাগণ। এঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করতেই হয়- হাকিম হাবিবুর রহমান খান আখুনজাদা, নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, এ.এস.এম. সৈয়দ তৈফুর, খান সাহেব মৌলভী আবুল হাসানাত আহমেদ প্রমুখ। এখানে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ১৯৭২ সালে 'ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষাকারী এই প্রতিষ্ঠান-টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাদুঘরটি সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে জাদুঘরে আগত দর্শনার্থী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে হাজার বছরের গৌরবগাঁথা ও জাতীয় বীরদের সাথে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ দেশি-বিদেশি দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপহৃত স্মৃতি নিদর্শন, মহান মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র, মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত পত্রিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত ব্যাজ, পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন নিদর্শন, ভাষা আন্দোলনের আলোকচিত্র এবং ভাষা শহিদ ও সংগ্রামীদের স্মৃতি নিদর্শন এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম জাদুঘর নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণিপেশাজীবীদের মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, উপহারদাতাদের অবদান, সুহৃদদের সহযোগিতা এবং জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮৩ সালে ঢাকা যাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান রূপে বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিপুল সংখ্যক নিদর্শনের এক বিশাল সংগ্রহ ভাণ্ডার। প্রাচীন ইতিহাসের স্মারক, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি, অলংকার, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির ব্যবহার্য উপাদান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রকলা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল সমারোহ দর্শনার্থীদের সামনে উন্মোচন করেছে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। গ্যালারিতে এ সকল নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শকদের চাহিদা পূরণেও জাদুঘর রয়েছে সচেষ্ট।

সময়ের সাথে এগিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। তথ্য-প্রযুক্তির এযুগে বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিশ্রুতি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তার চলমান কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে।

বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন', বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' এবং 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক তিনটি কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাদুঘরের নিদর্শনের Object ID কাজ সম্পন্ন করে নিদর্শন-সামগ্রীর তথ্য সংরক্ষণ করা, বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও সঠিক ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়া এবং জাদুঘরের নিদর্শনের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর গ্যালারিগুলোকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সজ্জিত করে দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনী দু'টি হলো :

(১) ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নম্বর গ্যালারিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭-১৯৭১)

(২) ৪০ নম্বর গ্যালারিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ (১৯৭২-১৯৭৫)

উক্ত গ্যালারিগুলোর পরিচিতিমূলক চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে জনগণ বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারেন। বইগুলো হলো :

(ক) ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭-১৯৪৭), (খ) ভাষা আন্দোলন, (গ) মুক্তিযুদ্ধ ও (ঘ) স্বাধীন বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)।

লাইট, সাউন্ড অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশনের মাধ্যমে ৩৮ নম্বর গ্যালারিতে চারটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্রগুলো হলো : (ক) ভাষা আন্দোলন (খ) ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ (গ) মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ।

কিয়স্ক বা টাচস্ক্রিনের সাহায্যে তথ্য ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ (১৭৫৭-১৯৪৭), বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৮-১৯৭০), বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)-এর ইতিহাস দর্শকগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিক্রয় কেন্দ্র (স্যুভেনির শপ) আধুনিকীকরণ, রেপ্লিকা ও মডেল তৈরির কাঠামো নির্মাণ এবং লেফট লাগেজ কাউন্টার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংরক্ষণ রসায়নাগার ও রসায়নাগার স্টোরের আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, লেখমালা, শিলালিপি, তালপাতার পুঁথি, বিয়ের দলিল, মানুষ বিক্রির দলিল দস্তাবেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পোড়ামাটির ফলক, ধাতব ও পাথরের ভাস্কর্য, মুদ্রা ও পদক, প্রখ্যাত শিল্পীদের চিত্রকর্ম, সমকালীন ও বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন, জনজীবন, গৃহসরঞ্জামাদি ও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিদর্শন, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেশিয় ফুল-ফল, লতা-পাতা, খনিজদ্রব্য, প্রাণীকুলের ট্যাক্সিডার্মিকৃত নিদর্শন উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অবদান রেখে চলেছে। জাদুঘরের লাইব্রেরিতে রয়েছে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থসহ প্রায় ৪০ হাজার দুর্লভ গ্রন্থের এক বিশাল সম্ভার যা পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা লিপির উদ্ভাবন ও বিবর্তনের (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ) ধারাবাহিক তথ্য জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট সংযোজনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) উন্নয়ন কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। সাড়ে সাত হাজার নিদর্শনের বর্ণনামূলক ক্যাটালগ মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ছাপানোর বৃহৎ আকারের মুদ্রণ যন্ত্রটি বি.জি. প্রেস থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এনে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ১৩ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত ৪টি স্মৃতি

নিদর্শন (পাঞ্জাবি, পায়জামা, মুজিব কোট এবং টোবাকো পাইপ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উপহার প্রদান করেছেন। রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার মধুপুর গ্রামে জনাব আব্দুল ওয়াজেদ মণ্ডলের বাড়িতে সংরক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত বাই-সাইকেলটি ২০১৬ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে অবস্থিত দালাদা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ কর্নার সজ্জিতকরণ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে "বাংলাদেশ ভবন" নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ২৫ মে বাংলাদেশ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবেদনের প্রেক্ষিতে সিলেট জেলার শীতলপাটি বয়নের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে UNESCO কর্তৃক Intangible Cultural Heritage (ICH) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের টিকেট বিক্রয় পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ১টি আধুনিক সিনেপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনকে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তন' নামকরণ করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাজিরায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩টি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি কেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশের নকশিকাঁথাকে বিশ্বের নির্বস্তুক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) হিসেবে মনোনয়নের নিমিত্ত UNESCO বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। Online Library Catalogue প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত প্রায় ৪০ হাজার গ্রন্থের ক্যাটালগ তৈরি করে অন-লাইনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২(দুই) টি বেজমেন্টসহ ১৭ (সতেরো) তলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭১-এর গণহত্যা ও নির্যাতন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলানায় "১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আরকাইভস্ ও জাদুঘর" নির্মাণের কাজ চলছে।

একুশ শতকে এসে জাদুঘরকে বলা হয়, জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। দর্শকরা সরাসরি জাদুঘরে এসে পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ও বহুমাত্রিক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরেও প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার দর্শক এই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এখন শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে। ১১০ বছরের গৌবরময় জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাদুঘরে এসে এদেশের হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক সম্পদ, বায়ান্নর মহান ভাষা-আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় স্মৃতি নিদর্শন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি নিদর্শনসহ নানা পর্যায়ের শিক্ষার্থী সাধারণ দর্শকরা প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে জানতে পারছে।

বাঙালি জাতির গৌরবময় অধ্যায় ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে দেশি-বিদেশি দর্শক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে দেশ প্রেমিক প্রজন্ম গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব পালনে জাদুঘর সদা তৎপর। সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ডিজিটাল জাদুঘরে রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাদুঘর প্রতি বছর স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তি, জাতীয় দিবসসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিবর্গ দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকে। শিক্ষা বিস্তারে কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাদুঘর সম্প্রতি Art History and Museology Certificate কোর্স চালু করেছে। শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করানোর কাজটি জাদুঘরের নিয়মিত কাজ। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে নিরন্তর। প্রতিষ্ঠার একশত দশ বছর অতিক্রম করে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাঙালির শেকড়-সন্ধানী এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।

২০২৩ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে 'একুশে পদক-২০২৩' প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং শাখা জাদুঘরসমূহের নিবেদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধের ফলশ্রুতিতে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এই অর্জনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞ জাদুঘর পর্ষদ, সকল জাদুঘরকর্মী, দর্শনার্থী, জাদুঘরসুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'একুশে পদক-২০২৩' প্রাপ্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। স্মরণিকা প্রকাশের জন্য জাদুঘরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের আগ্রহ, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে সার্বিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংযোজনের মাধ্যমে স্মরণিকাটি প্রকাশ করা হলো। আমি 'একুশে পদক-২০২৩' প্রাপ্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

একশত দশ বছরের পথচলায় জনগণের অভিব্যক্তি জাদুঘরকে এক অনন্য অবস্থানে পৌঁছে দেবে। সেই সাথে সময়ের প্রবহমানতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শুধুমাত্র নিদর্শনের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় সংস্কৃতির জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আগামী দিনে জাতিকে আশার আলো দেখাবে। জাদুঘরে এসে আলোকিত হবে মানুষ, বিকাশ ঘটবে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির – এই প্রত্যাশা রইল।

(মো. কামরুজ্জামান)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সূচিপত্র

১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ	১৬
২.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের (১৯১৩-২০২৩) জেনারেল ও এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পর্ষদের সভাপতিগণের তালিকা	১৮
৩.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কিউরেটর থেকে মহাপরিচালক পর্যন্ত তালিকা	২১
৪.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সচিবগণের তালিকা	২৬
৫.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারি পরিচিতি	২৭
৬.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১১০ বছরের পথপরিক্রমা (উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি)	৩৮
৭.	উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র	৫৭
৮.	স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট জাদুঘর: প্রত্যাশা পূরণ ও বাস্তবায়ন রূপরেখা দিবাকর সিকদার	৬৭
৯.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আগত দর্শক সংখ্যা (১৯১৩-২০২২)	৮৫
১০.	বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা	৮৬
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জুলাই -১৯৭৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ বছরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংগঠন থেকে পরিদর্শনে আগত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা তথ্যঃ	৮৯
১২.	ভ্রাম্যমাণ বাস প্রদর্শনী	৯০
১৩.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগারের ১৯৯৮-২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঠসেবা প্রদানের তালিকা:	৯১
১৪.	মহাপরিচালকের দপ্তর	৯২
১৫.	সচিবের দপ্তর	৯২
১৬.	বিভাগ ও শাখা পরিচিতি	৯৩
১৭.	চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	১১৫
১৮.	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১১৬
১৯.	শাখা জাদুঘর পরিচিতি	১১৮

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ

ক্রমিক	নাম	ছবি
১	**অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক** সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বাসা নং-৯৮, সড়ক ৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ফোন : ০১৫৫২৩৪৮৮৯৪	
২	**জনাব চন্দন কুমার দে** মহাপরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন : ০১৭১২২৬৭৫৩৫	
৩	**জনাব গৌতম কুমার** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ঢাকা। ফোন : ০১৭১১৩১৭১৩৬	
৪	**জনাব মো. জসীম উদ্দিন** মহাপরিচালক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, আগারগাঁও, ঢাকা ফোন : ০১৭১২১৮৯০৩৮	
৫	**জনাব লিয়াকত আলী লাকী** মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা ফোন : ০১৭১১৫৩৭৬১৮	
৬	**জনাব সুব্রত ভৌমিক** যুগ্মসচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ফোন : ০১৭১১৩৭৫৮৫৯	
৭	**ড. নাজমুস সায়াদাত** যুগ্মসচিব, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান-২ অধিশাখা,অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ফোন : ০১৭৮৪০৯৬৭৫১	
৮	**অধ্যাপক নিসার হোসেন** ডীন চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ফোন : ০১৮১১৯৯৯৬১৭	
৯	**অধ্যাপক মাহফুজা খানম** প্রেসিডেন্ট এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ৮১/১, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা। ফোন : ০১৭১৫৩৭০০০২	

ক্রমিক	নাম	ছবি
১০	**অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক** ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ফোন : ০১৭১৬০৪২৮৬৭	
১১	**অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ** পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ফোন : ০১৭২৬২৬১৮৮৫	
১২	**অধ্যাপক ড. ক্যাথরীন ডেইজী গোমেজ** স্থাপত্য বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ফোন : ০১৫৫৬৩৬৬১৪৩	
১৩	**জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত** সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) ৩/ডি, ইষ্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট, ৪, সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা। ফোন : ০১৭১৩৪৯৩৩১৯	
১৪	**অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন** 'সোনাঝুরি' ৬/১ বি, ব্লক এফ লালমাটিয়া ফ্ল্যাট ৩, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ০১৭১০৮২৪৫২৯	
১৫	**জনাব আ.স.ম. আমিনুর রহমান** সাবেক প্রধান স্থপতি, ১৬-১৭, এন এইচ এ টাওয়ার, ফ্লাট ডি-৬, লালমাটিয়া ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ০১৫৫৬৩৫৮৮৮৩	
১৬	**ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস** অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল), ফ্লাট নং-২৪/এ, ভবন নং-৪ গভঃ অফিসার্স কমপ্লেক্স, বড়বাগ রোড, ব্লক-আই, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। ফোন : ০১৭১১৩৮৯৫২২	
১৭	**জনাব এস. এম রেজাউল করিম** পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। ফোন : ০১৭২১৭৮৭৮৪১	
১৮	**জনাব মো. কামরুজ্জামান** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ফোন : ০১৭৩৬৬১৪৮৭৩	

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের (১৯১৩-২০২৩) জেনারেল ও এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পর্ষদের সভাপতিগণের তালিকা

ক্র.	নাম	পদবি	সময়	ছবি
১	F.C. Frence ICS	ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে ঢাকা জাদুঘর জেনারেল ও এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি	১৯১৪-১৯১৮	
২	J. R. Blackwood ICS	ঐ	১৯১৯	
৩	I. T. Ramkin ICS	ঐ	১৯১৯-১৯২১ (প্রথমার্ধ)	
৪	J. Emerson ICS	ঐ	১৯২১ (শেষার্ধ)-১৯২২ (প্রথমার্ধ)	
৫	A. N. Moberly ICS	ঐ	১৯২২ (শেষার্ধ)-১৯২৩	
৬	A. N. Clayton ICS	ঐ	১৯২৪-১৯২৫	
৭	A. N. Moberly ICS	ঐ	১৯২৬	
৮	A. N. Clayton ICS	ঐ	১৯২৭-১৯৩০	
৯	A. Cassells CIE, ICS	ঐ	১৯৩১	
১০	W. H. Nelson ICS	ঐ	১৯৩২	
১১	H. Graham M. A, ICS	ঐ	১৯৩৩-১৯৩৪	
১২	W. H. Nelson ICS	ঐ	১৯৩৫	
১৩	স্যার এ. এফ. রহমান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকারবলে ঢাকা জাদুঘর কমিটির সভাপতি	১০/০১/১৯৩৬-৩১/১২/১৯৩৬	
১৪	ড. আর. সি. মজুমদার	ঐ	০১/০১/১৯৩৭-৩০/০৬/১৯৪২	
১৫	ড. মাহমুদ হাসান	ঐ	০১/০৭/১৯৪২-২১/১০/১৯৪৮	
১৬	ড. এস এম হোসেন	ঐ	২২/১০/১৯৪৮-০৮/১১/১৯৫৩	
১৭	ড. ডব্লিউ. এ. জেনকিনস	ঐ	০৯/১১/১৯৫৩-০৮/১১/১৯৫৬	
১৮	বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম	ঐ	০৯/১১/১৯৫৬-২৭/১০/১৯৫৮	
১৯	বিচারপতি হামিদুর রহমান	ঐ	০৫/১১/১৯৫৮-১৪/১২/১৯৬০	

ক্র.	নাম	পদবি	সময়	ছবি
২০	**ড. মাহমুদ হোসেন**	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকারবলে ঢাকা জাদুঘর কমিটির সভাপতি	১৫/১২/১৯৬০- ১৯/০২/১৯৬৩	
২১	**ড. মো. ওসমান গনি**	ঐ	২০/০১/১৯৬৩- ০১/১২/১৯৬৯	
২২	**বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী**	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকারবলে ঢাকা জাদুঘর কমিটির সভাপতি (২২/০৪/১৯৭০ পর্যন্ত) এবং ২৩/০৪/১৯৭০ থেকে ঢাকা জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি	০২/১২/১৯৬৯- ২০/০১/১৯৭২	
২৩	**ড. মোজাফফর আহম্মদ চৌধুরী**	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকারবলে ঢাকা জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি	২১/০১/১৯৭২- ১২/০৪/১৯৭৩	
২৪	**ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী**	ঐ	১৩/০৪/১৯৭৩- ১২/০৯/১৯৭৫	
২৫	**প্রফেসর মুহাম্মদ শামস্উল হক**	ঐ	২৩/০৯/১৯৭৫- ০১/০২/১৯৭৬	
২৬	**ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী**	ঐ	০২/০২/১৯৭৬- ২০/০৩/১৯৮৩	
২৭	**ড. এ. কে. এম. সিদ্দিক**	ঐ	২১/০৩/১৯৮৩- ১৬/০৮/১৯৮৩	
২৮	**ড. মোঃ শামসুল হক**	ঐ	১৭/০৮/১৯৮৩- ১৯/০৯/১৯৮৩	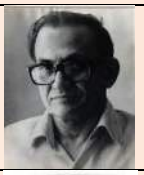
২৯	**প্রফেসর মুহাম্মদ শামস্উল হক**	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি	১৫/১১/১৯৮৩- ১৪/১১/১৯৭৬	

ক্র.	নাম	পদবি	সময়	ছবি
৩০	**প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান**	ঐ	১৫/১১/১৯৮৬- ১৪/০২/১৯৯৩	
১৫/০২/১৯৯৩ থেকে ০৪/০২/১৯৯৫ পর্যন্ত বোর্ড অব ট্রাস্টিজে বেসরকারি সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়নি। তবে এ সময়ের মধ্যে পদাধিকার বলে নিয়োজিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যদের নিয়ে একটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।				
৩১	**অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম**	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি	০৫/০২/১৯৯৫- ২৬/০৬/১৯৯৬	
৩২	**প্রফেসর মুস্তফা নুর-উল-ইসলাম**	ঐ	২২/০৯/১৯৯৬- ১৩/০১/২০০২	
৩৩	**প্রফেসর ড. এস.এম.এ ফায়েজ**	ঐ	১৪/০১/২০০২- ১৯/১২/২০০৬	
৩৪	**প্রফেসর ড. কাজী সালেহ আহম্মেদ**	ঐ	০৬/০৯/২০০৭- ০৪/০৬/২০১০	
৩৫	**এম. আজিজুর রহমান**	ঐ	০৫/০৫/২০১০- ০৫/০৫/২০১৩	
৩৬	**শিল্পী হাশেম খান**	ঐ	০৬/০৫/২০১৩- ০৫/০৮/২০১৬	
৩৭	**অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান**	ঐ	০৬/০৮/২০১৬- ০৫/০৮/২০১৯	
৩৮	**ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দীক**	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি (২১/০৩/২০২২ পর্যন্ত) এবং ২২/০৩/২০২২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদের সভাপতি	১৭/০৮/২০২০- বর্তমান	

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কিউরেটর থেকে মহাপরিচালক পর্যন্ত তালিকা

ক্রমিক	নাম	সময়কাল	পদবি	ছবি
১	**মি. স্টেপালটন**	০৭/০৮/১৯১৩-০৫/০৭/১৯১৪	ঢাকা জাদুঘর জেনারেল ও এক্সিকিউটিভ কমিটির অনারারি সেক্রেটারি (কিউরেটর নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জাদুঘর তত্ত্বাবধান করেন)	
২	**নলিনীকান্ত ভট্টশালী**	০৬/০৭/১৯১৪-০৬/০২/১৯৪৭	কিউরেটর	
৩	**সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**	০৭/০২/১৯৪৭-০২/০১/১৯৫১	অফিসার ইনচার্জ	
৪	**আহমদ হাসান দানী**	০৩/০১/১৯৫১-০২/০৯/১৯৫৩	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
৫	**প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ**	০৩/০৯/১৯৫৩-৩০/০৯/১৯৫৪	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
৬	**প্রফেসর মুহাম্মদ সিরাজুল হক**	০১/১০/১৯৫৪-১২/০৮/১৯৫৫	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
৭	**ড. আহমদ হাসান দানী**	১৩/০৮/১৯৫৫-৩১/০৩/১৯৫৭	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
৮	**প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ**	০১/০৪/১৯৫৭-৩০/০৯/১৯৫৯	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
৯	**ড. আহমদ হাসান দানী**	০১/১০/১৯৫৯-৩১/০৫/১৯৬২	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	

ক্রমিক	নাম	সময়কাল	পদবি	ছবি
১০	**ড. মফিজুল্লাহ কবীর**	০১/০৬/১৯৬২- ৩০/০৯/১৯৬৩	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
১১	**প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ**	০১/১০/১৯৬৩- ১৭/০৬/১৯৬৬	অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর	
১২	**জনাব এনামুল হক**	১৮/০৬/১৯৬৫- ০৮/০৮/১৯৬৯	কিউরেটর	
১৩	**জনাব এনামুল হক**	০৯/০৮/১৯৬৯- ২৬/০৯/১৯৭০	পরিচালক	
১৪	**ফিরোজ মাহমুদ**	২৭/০৯/১৯৭০- ০৯/১১/১৯৭৩	অফিসার ইনচার্জ	
১৫	**ড. এনামুল হক**	১০/১১/১৯৭৩- ২৭/০৯/১৯৮৩	পরিচালক	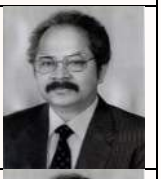
১৬	**ড. এনামুল হক**	২৮/০৯/১৯৮৩- ২১/১০/১৯৮৩	মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	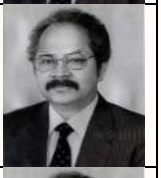
১৭	**ড. এনামুল হক**	২২/১০/১৯৮৩- ০৬/০২/১৯৯১	মহাপরিচালক	
১৮	**ড. মো. নিজাম উদ্দিন**	০৭/০২/১৯৯১- ০২/১২/১৯৯১	মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	
১৯	**চৌধুরী গোলাম মওলা**	০৩/১২/১৯৯১- ০৫/০৬/১৯৯২	মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	

ক্রমিক	নাম	সময়কাল	পদবি	ছবি
২০	**শেখ আকরাম আলী**	০৬/০৬/১৯৯২- ৩০/০৪/১৯৯৪	মহাপরিচালক	
২১	**মো. মোসলেম আলী**	৩০/০৪/১৯৯৪- ০৫/০২/১৯৯৫	মহাপরিচালক	
২২	**জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী**	০৫/০২/১৯৯৫- ২৭/০১/১৯৯৬	মহাপরিচালক	
২৩	**এ জেড এম রফিক ভূঁঞা**	২৭/০১/১৯৯৬- ০৭/১০/১৯৯৭	মহাপরিচালক	
২৪	**ড. শামসুজ্জামান খান**	০৮/১০/১৯৯৭- ২৭/১২/২০০১	মহাপরিচালক	
২৫	**ড. ইফতিখার-উল- আউয়াল**	০২/০১/২০০২- ০১/০১/২০০৪	মহাপরিচালক	
২৬	**আব্দুল করিম সরকার**	০২/০১/২০০৪- ১৫/০৩/২০০৪	মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	
২৭	**প্রফেসর মাহমুদুল হক**	১৬/০৩/২০০৪- ১২/১১/২০০৬	মহাপরিচালক	
২৮	**মো: নূর হোসেন তালুকদার**	১২/১১/২০০৬- ০৯/১২/২০০৬	মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	

ক্রমিক	নাম	সময়কাল	পদবি	ছবি
২৯	**কাজী আখতার হোসেন**	১০/১২/২০০৬- ০২/০৪/২০০৭	মহাপরিচালক	
৩০	**সমর চন্দ্র পাল**	০৮/০৪/২০০৭- ০৪/০৩/২০০৯	মহাপরিচালক	
৩১	**আলম আরা বেগম**	০৫/০৩/২০০৯- ২৪/০৪/২০০৯	মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	
৩২	**মোহাম্মদ সফিকুল আজম**	২৫/০৪/২০০৯- ০৯/০২/২০১০	মহাপরিচালক	
৩৩	**প্রকাশ চন্দ্র দাস**	০৯/০২/২০১০- ২৪/০৩/২০১৪	মহাপরিচালক	
৩৪	**জনাব কামরুন্নাহার খানম**	২৫/০৩/২০১৪- ২৩/০৭/২০১৪	মহাপরিচালক	
৩৫	**ফয়জুল লতিফ চৌধুরী**	০৬/০৮/২০১৪- ১৭/০৬/২০১৮	মহাপরিচালক	
৩৬	**মো. আব্দুল মান্নান ইলিয়াস**	২৩/০৬/২০১৮- ১৯/০৯/২০১৮	মহাপরিচালক (অ. দা.)	

ক্রমিক	নাম	সময়কাল	পদবি	ছবি
৩৭	**মো. মাকসুদুর রহমান পাটওয়ারী**	২০/০৯/২০১৮-৩০/১০/২০১৮	মহাপরিচালক	
৩৮	**মো. আব্দুল মান্নান ইলিয়াস**	৩১/১০/২০১৮-২৬/১১/২০১৮	মহাপরিচালক (অ. দা.)	
৩৯	**মো. রিয়াজ আহম্মেদ**	২৭/১১/২০১৮-১৯/০১/২০২০	মহাপরিচালক	
৪০	**মো. শওকত আলী**	১৯/০১/২০২০-০৭/০৬/২০২০	মহাপরিচালক (অ. দা.)	
৪১	**খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি**	০৮/০৬/২০২০-১৯/০৬/২০২২	মহাপরিচালক	
৪২	**মো. কামরুজ্জামান**	২০-০৬-২০২২ থেকে বর্তমান	মহাপরিচালক	

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সচিবগণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পদবি	সময় (হইতে)	সময়(পর্যন্ত)
১	জনাব এম. এ . রশিদ	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১/০৮/১৯৮৪	৩০/০৯/১৯৮৪
২	ড. মো. বদিউজ্জামান	প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমি	০২/০১/১৯৮৫	১০/০৫/১৯৮৫
৩	জনাব এন. জি. পাল	উপ-সচিব	১১/০৫/১৯৮৫	৩০/০৯/১৯৮৬
৪	জনাব মোশাররফ উল্লাহ	উপ-সচিব	০১/১০/১৯৮৬	০৪/১০/১৯৮৬
৫	জনাব ওসমান গনি	সিনিয়র সহকারী সচিব/ উপ-সচিব	০৪/১০/১৯৮৬	১৩/০২/১৯৮৯
৬	জনাব মো. আরিফ হোসেন	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৪/০২/১৯৮৯	১০/০৭/১৯৯০
৭	চৌধুরী গোলাম মওলা	সিনিয়র সহকারী সচিব/ উপ-সচিব	১০/০৭/১৯৯০	১০/০৮/১৯৯২
৮	জনাব আবুল বাশার মোল্লা	উপ-সচিব	০১/১১/১৯৯২	১৬/০৩/১৯৯৪
৯	জনাব মো. দিদারুল আহসান	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৭/০৩/১৯৯৪	০১/০১/১৯৯৭
১০	জনাব মো. মিজানুর রহমান	উপ-সচিব	০১/০১/১৯৯৭	২৩/০২/২০০০
১১	মোহাম্মদ এনামুল কবির	উপ-সচিব	২৪/০২/২০০০	১২/১২/২০০১
১২	মো. আব্দুল মতিন	উপ-সচিব	১৯/১২/২০০১	১৩/০৩/২০০২
১৩	মো. সাইফুল হাসিব	উপ-সচিব	০৯/০৪/২০০২	৩০/০৯/২০০২
১৪	মো. আব্দুল করিম সরকার	উপ-সচিব	১৬/০২/২০০৩	০৬/১০/২০০৪
১৫	মো. নূর হোসেন তালুকদার	উপ-সচিব	০৬/১০/২০০৪	০৫/০৫/২০০৭
১৬	মো. বজলুর রহমান	উপ-সচিব	০৫/০৫/২০০৭	১৩/০৫/২০০৮
১৭	মো. আব্দুল বারি	উপ-সচিব	১৩/০৫/২০০৮	৩০/১২/২০০৮
১৮	আলম আরা বেগম	উপ-সচিব	১৪/১২/২০০৮	৩০/০৬/২০১০
১৯	ডা. মো. ফারুক হোসেন	উপ-সচিব	২৮/০৮/২০১০	১৭/০৭/২০১৩
২০	ডা. মো. ফারুক হোসেন	যুগ্ম-সচিব	২৪/০৭/২০১৩	০২/০৮/২০১৫
২১	মো. রমজান আলী	যুগ্ম-সচিব	২৪/০৮/২০১৫	১৩/১১/২০১৬
২২	মো. শওকত নবী	যুগ্ম-সচিব	০৯/১০/২০১৬	১০/১১/২০১৮
২৩	অসীম কুমার দে	যুগ্ম-সচিব	০৮/১২/২০১৮	২৭/০১/২০১৯
২৪	মো. আব্দুল মজিদ	যুগ্ম-সচিব	২৮/০১/২০১৯	২৭/০২/২০২০
২৫	গাজী মো. ওয়ালী-উল- হক	যুগ্ম-সচিব	০৯/০৮/২০২০	বর্তমান

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারি পরিচিতি

গ্যালারি নম্বর - ১: মানচিত্রে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সূচনা গ্যালারি 'মানচিত্রে বাংলাদেশ' শীর্ষক ১ নম্বর গ্যালারিতে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জনসংখ্যার বিস্তরণ, প্রধান শিল্প, প্রত্নতাত্ত্বিক অবস্থান, খনিজ সম্পদ ও বনাঞ্চল শীর্ষক তথ্য সম্বলিত মানচিত্র উপস্থাপিত রয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ, পৃথিবী গঠনে সমুদ্র তলদেশের ফাটলসমূহের ভূমিকা সম্বলিত দুইটি মানচিত্র রয়েছে। এছাড়া মেঝেতে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাকে ভিন্ন ভিন্ন রং দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ২: গ্রামীণ বাংলাদেশ

নদী-মাত্রিক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর গ্রামীণ বাংলা এবং গ্রামীণ বাংলার দৈনন্দিন জনজীবনের চালচিত্র উপস্থাপিত রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৩: সুন্দরবন

বাংলাদেশের 'সুন্দরবন' World heritage -এর অর্ন্তভুক্ত প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। বর্তমান বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে 'সুন্দরবন' এর জীব বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এধরনের অনন্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ডিওরামায় প্রতিকীভাবে দুইটি বাঘ, একটি লাল বানর, হরিণ শাবকসহ তিনটি হরিণ ও পাখিসহ মোট ৩০(ত্রিশ) টি নিদর্শন প্রদর্শিত রয়েছে। কৃত্রিম গাছপালাসহ পাখি, বাঘ ও হরিণের আবাসস্থলের বাস্তবধর্মী পরিবেশ তৈলচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৪: শিলা ও খনিজ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে ১৩০ (একশত ত্রিশ) টি নিদর্শন 'শিলা ও খনিজ' শীর্ষক ৪ নং গ্যালারিতে প্রদর্শিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রস্তরীভূত কাঠ, চীনামাটি, কয়লা, পিটকয়লা, মধুপুর ক্লে, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, কাচ বালি, জিরকন, ইলমেনাইট, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিলা ও খনিজ উল্লেখযোগ্য। গ্যালারিতে ভূ-প্রাকৃতিক ও জীব জগতের পরিবর্তনসহ ভূ-তাত্ত্বিক সময়মান চার্ট, ৬৪ জেলার মাটি দিয়ে নির্মিত একটি দৃষ্টিনন্দন বাংলাদেশের মানচিত্র উপস্থাপিত রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৫: বাংলাদেশের গাছপালা

'বাংলাদেশের গাছপালা' শীর্ষক গ্যালারিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গাছপালা যেমন: দানাদার খাদ্যশস্য, ডাল, তেল ও মসলা, রাবার ও রং, চিনি ও উদ্দীপক পানীয়, তন্তু ও কাগজ উৎপাদনকারী গাছ আলোকচিত্র ও মডেল এর সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থকরী ফসলের মধ্যে সোনালী আঁশ, চা, কার্পাস তুলা, রাবার গাছ, সুগন্ধি মসলা ও বিলুপ্তপ্রায় শিল্প প্রাকৃতিক রং উৎপাদনকারী গাছ উল্লেখযোগ্য। গ্যালারিতে আলোকচিত্রসহ কাঠের নমুনা এবং বনৌষধির হারবেরিয়াম শীট প্রদর্শিত রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৬: ফুল-ফল লতা-পাতা

প্রাচুর্যময় বিপুল উদ্ভিদ সম্ভার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। জাতীয় ফুল সাদা শাপলা এবং জাতীয় ফল কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ফুল-ফল লতা-পাতার নমুনা রয়েছে এই গ্যালারিতে। দেশী বিভিন্ন ফলের নমুনা নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৭: জীবজন্তু

বাংলাদেশের সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির জলজ পরিবেশসহ বিভিন্ন জীবজন্তু ডিওরামায় প্রদর্শিত রয়েছে। এদের মধ্যে করাত মাছ উল্লেখযোগ্য। অজগর সাপসহ বিভিন্ন ধরনের সাপ, প্রজাপতি, শামুক ঝিনুক, মৌমাছি এবং প্রবালসহ মোট ৯০(নব্বই) টি প্রাণিজ নিদর্শন গ্যালারিতে উপস্থাপিত রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৮: পাখি

'পাখি' শীর্ষক ৮ নম্বর গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েলসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি। এরমধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাখি শকুন এবং ছোট পাখি ফুলঝুড়ি, বিলুপ্ত প্রজাতি ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির অতিথি পাখি, পেঁচা, শালিক, কাঠ ঠোকরা, ময়না, টিয়াসহ মোট ১০৩ (একশত তিন) টি প্রাণিজ নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৯: বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণী

'বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণী' শীর্ষক গ্যালারিতে তিমির কঙ্কাল ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ডলফিন, মুখপোড়া হনুমান, বনরুই, লাল বানর, সজারু, হনুমান, চিতা বিড়াল, কাঁকড়াভূক বেজী ইত্যাদি প্রদর্শিত রয়েছে। গ্যালারিতে মোট ১১ (এগারো) টি প্রাণিজ নিদর্শন প্রদর্শিত রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ১০: হাতি

'হাতি' শীর্ষক গ্যালারিতে মানব সেবায় হাতি, সার্কাসে হাতির আলোকচিত্রসহ হাতির দাঁত এবং পাহাড়ি পরিবেশে হাতি ডিওরামায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি-১১: বাংলাদেশের জনজীবন

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশ। গ্রামীণ সংস্কৃতিই বাঙালি সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজ নিদর্শনের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতেই তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশের জনজীবন গ্যালারি। বাংলাদেশের জনজীবন অনেক বৈচিত্রময়। এদেশে রয়েছে নানা জাতের, নানা ধরনের, নানা পেশার মানুষ। এই বিভিন্ন ধরনের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পেশায়/কর্মে নিয়োজিত। এ গ্যালারিতে বর্তমানে মোট নিদর্শন সংখ্যা ২২৫টি।

গ্যালারি নম্বর - ১২ : বাংলাদেশের নৌকা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ । নৌকা বাংলাদেশের জলপথে সবচেয়ে জনপ্রিয় যাতায়াতের মাধ্যম। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনজীবনের সঙ্গে আবহমানকাল ধরেই নৌকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নৌযানই ছিল এদেশের চলাচলের প্রধান মাধ্যম। জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের অধীন বাংলাদেশের নৌকা শীর্ষক ১২ নম্বর গ্যালারিতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ৬০ (ষাট) টি নৌকা ও নৌকার অনুকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এই গ্যালারিতে ০২ (দুই) টি নান্দনিক ডিওরমা রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ১৩ : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি-১

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের অধীন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি-১ শীর্ষক ১৩ নম্বর গ্যালারিতে ০৪ (চার) টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, উৎসব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নিদর্শনসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে সাঁওতাল, গারো, মণিপুরী ও মুরং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের পোশাক- পরিচ্ছদ, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, গৃহস্থালী সামগ্রী, তৈজসপত্র, কৃষিজ সামগ্রী মিলিয়ে মোট ৮১ (একাশি) টি নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ১৪ : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি-২

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের অধীন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি-২ শীর্ষক ১৪ নম্বর গ্যালারিতে ০৯ (নয়)টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, উৎসব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নানাবিধ নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। চাকমা, মগ, তঞ্চঙ্গা, গারো, মারমা, রাখাইন, ত্রিপুরা, খ্রো ও বম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, গৃহস্থালী সামগ্রী, তৈজসপত্র, কৃষিজ সামগ্রী মিলিয়ে মোট ৭৮ (আটাত্তর)টি নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্যালারিতে বম নৃগোষ্ঠিদের ব্যবহৃত একটি বিশেষ কার্পেট রয়েছে।

গ্যালারি-১৫ : বাংলাদেশের মাটির পাত্র

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং আদিমতম শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প। এটি বাঙালি ঐতিহ্যের অন্যতম দিক। মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথেই মানুষ মাটি দিয়ে তৈরি নানা ধরনের হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন এবং গৃহসামগ্রী ব্যবহার করতে শুরু করে। কুমার সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধানত মাটির তৈজষপত্র বানিয়ে থাকে। বর্তমানে শিল্পায়নের যুগে প্লাস্টিক, স্টীল, সিরামিক, কাচ ও সিলভারের আগ্রাসনে মাটির তৈরি হাড়ি-পাতিলসহ নানা তৈজসপত্র হারিয়ে যেতে বসেছে। এ গ্যালারিতে মোট ১৬০টি নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ১৬ : পোড়ামাটির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

পোড়ামাটির ফলক বাংলার লোকায়ত শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। স্থাপত্যের বহিরাঙ্গ অলংকরণে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হতো। বাংলায় সুদূর প্রাচীনকাল থেকে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারের ধারাবাহিক ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি- প্রায় সকল প্রত্নস্থানে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন বিহার, মন্দির, মসজিদ অলংকরণে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হতো।

গ্যালারি নম্বর - ১৭ : ভাস্কর্য-১

বাংলা অঞ্চলে পাল-সেন যুগে (অষ্টম-দ্বাদশ শতক) ভাস্কর্যশিল্পের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। এই আমলের বিপুলসংখ্যক ভাস্কর্য জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মীয় ধাতব মূর্তি এই গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্যালারির উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-বিষ্ণুপট্ট (দ্বাদশ শতাব্দী), সূর্য (আনু. ৭ম শতাব্দী), পাল রাজা ১ম মহীপালের (৯৮৬-১০৩৪ খ্রি.) ২৩তম রাজ্যবর্ষে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু, লোকনাথ (আনু. ৮ম শতাব্দী), সিতাতপত্রা (আনু. নবম শতাব্দী) ইত্যাদি।

গ্যালারি নম্বর - ১৮ : ভাস্কর্য-২

এই গ্যালারিতে প্রস্তর ভাস্কর্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি। এই অঞ্চলে পাথর দুষ্প্রাপ্য হলেও পার্শ্ববর্তী রাজমহল অঞ্চল থেকে আনীত প্রস্তর দ্বারা এই অঞ্চলের শিল্পীরা প্রাচীন বাংলার মূর্তি তৈরি করতেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন মূর্তি রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, বিশ্বরূপ বিষ্ণু, নীলকণ্ঠ, গজলক্ষ্মী ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মীয় বিভিন্ন মূর্তি যেমন-হেরুক, মঞ্জুশ্রী, সিতাতপত্রা, পর্ণশবরী, মারিচী ইত্যাদি।

গ্যালারি-১৯ : স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্য শীর্ষক ১৯ নং গ্যালারিটি জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এই গ্যালারিতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্যের তৈলচিত্র ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতির তৈলচিত্র এবং ষাটগম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বায়তুল মোকাররম মসজিদসহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আলোকচিত্র এই গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। এখানে রয়েছে ২.৬২ মিটার উচ্চতার ১০/১১ শতকের কালোপাথরের নাগ দরজা এবং ৩.৮ মিটার উচ্চতার ১১ শতকের খোদাই করা কাঠের একটি স্তম্ভ।

গ্যালারি নম্বর - ২০ : লেখমালা

এ গ্যালারির প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিপিমালা। প্রাচীনকালের দুই ধরনের লিপিমালা এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে-তাম্রলিপি ও শিলালিপি। তাম্রলিপি হচ্ছে রাজাদেশ-সংবলিত ভূমির দলিল। প্রাচীনকালে ভূমি ক্রয় ও ভূমিদানের দলিল উৎকীর্ণ করা হতো তামার পাতে। এসব ভূমির দলিলে রাজপ্রশস্তি উৎকীর্ণ হতো, যা বাংলার প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

গ্যালারি নম্বর - ২১ : মুদ্রা, পদক ও অলংকার

এই গ্যালারিতে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের মুদ্রা ও পদক প্রদর্শিত হচ্ছে। এখানে স্থান পেয়েছে ছাপাঙ্কিত, হরিকেল, দিল্লির সুলতানি, বাংলার সুলতানি, মোগল, ত্রিপুরা, অহম, কোচ, আরাকানি, বৃটিশ, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি প্রভৃতি মুদ্রা এবং আরো স্থান পেয়েছে বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক, নিরাপত্তা পদক, সংবিধান পদকসহ ঐতিহাসিক পদকসমূহ, যা ইতিহাসের আকর হয়ে উক্ত গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়াও এ গ্যালারিতে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের অলংকার প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্যালারি নম্বর - ২২ : হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম

প্রাচীন কালে হাতির দাঁত বা গজদন্ত দিয়ে মূর্তি, অলংকার বা বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরির প্রচলন ছিল। এ দেশের সৌখিন ও অভিজাত শ্রেণির ব্যবহৃত বৈচিত্রময় কারুকার্যের ১৩৩টি হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম এর মধ্যে রয়েছে। যেমন - সিংহাসন, পালকি, মূর্তি, অশ্বারোহী সৈন্য, রাজদরবার, দাবার গুটি, খড়ম, কলমদানি, নৌকা ইত্যাদি সৌখিন সামগ্রী। রাজা-মহারাজা, নবাব, জমিদার তথা শাসক ও ধনীক শ্রেণির মধ্যে হাতির দাঁতের তৈরি শিল্পকর্মের ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

গ্যালারি- ২৩ : অস্ত্রশস্ত্র

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অস্ত্রশস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ২৩ নম্বর অস্ত্রশস্ত্র গ্যালারিতে ১৮৬টি অস্ত্রশস্ত্র নিদর্শন উপস্থাপিত রয়েছে, যেমন - গদা, গুরুজ, তরবারি, ছোড়া, কাটার, জম্বিয়, গুপ্তি, অংকুশ, মাস্কেট, মাস্কেটুন, শিরস্ত্রান, বক্ষাচ্ছাদন, ঢাল, ছুরি বা কুকরি, কামান, নাকারা, বর্ষা, খড়গ, প্রভৃতি নিদর্শন। উপথাপিত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পারস্য সম্রাট ২য় শাহ আব্বাস-এর ঢাল ও শিরস্ত্রান, ঈশা খাঁ ও শেরশাহর কামান এবং সম্রাট আকবরের ৪৫ তম শাসন আমলের লিপি সম্বলিত নাকাড়া উল্লেখযোগ্য।

গ্যালারি নম্বর - ২৪ : ধাতব শিল্পকর্ম

জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের অধীন ধাতব শিল্পকর্ম শীর্ষক ২৪ নম্বর গ্যালারিতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর সংগৃহিত ধাতব শিল্পকর্মের মধ্যে থেকে পুষ্পপত্র বা ফুল ও অর্চনার জন্য তাম্র নির্মিত থালা ও বোল, গোলাপপাশ, হুক্কা, পানদান, সুরমাদানি, তারজালি কাজের শোপিসসমূহ, যেমন আহসান মঞ্জিল ও হোসেনী দালানের অনুকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্যালারিতে এদেশের ধাতব ও শিল্পকর্মের ঐতিহ্যের অনন্য স্মারক হিসেবে মোট ২২৭ (দুইশত সাতাশ)টি নিদর্শন আধুনিক ডিসপ্লে ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ২৫ : চীনামাটির শিল্পকর্ম

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের অধীন ১৬টি গ্যালারির মধ্যে চীনামাটির শিল্পকর্ম শীর্ষক ২৫নম্বর গ্যালারিটি একটি অন্যতম ও আকর্ষনীয় গ্যালারি। জাতীয় জাদুঘরে চীনামাটি শিল্পকর্মের মধ্যে অনেক দূর্লভ ও সৌখিন অলংকরণযুক্ত রয়েছে। এ গ্যালারিতে ১৩৩(একশত তেত্রিশ)টি নিদর্শন প্রদর্শিত রয়েছে। চীনামাটির সংগ্রহসমূহ থেকে বেশ কিছু নিদর্শন এই গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যা তদকালীন এদেশের মানুষের রুচিশীলতা ও আভিজাত্যের স্বাক্ষর বহন করে।

গ্যালারি নম্বর - ২৬ : বিশ্রামকক্ষ

এই গ্যালারিটি আপাততঃ দর্শনার্থীদের বিশ্রামকক্ষ। এখানে ইন্টারনেট সুবিধা, পত্রিকা, মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা, ওজন মাপার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

গ্যালারি- ২৭ : কাচ ও কাচপণ্য

বর্তমান যুগে কাচের ব্যবহার অপরিহায। কালের পরিক্রমায় ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষের মানসিকতা ও রুচির পরিবর্তন ঘটার ফলে মানুষ মাটির তৈরি জিনিসের পরিবর্তে কাচের তৈরি জিনিসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কাচের ব্যবহার শুরু হয় আনুমানিক ৩৬০০ বছর খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায়। কাচ ও কাচপণ্য গ্যালারিতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগৃহিত ২৪৩টি নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন রঙের বোতল, পানির গ্লাস, বিভিন্ন ধরনের লাইটশেড, গাড়ির হেডলাইট এবং কাচ তৈরির বালিসহ নানা ধরনের কাচপণ্য।

গ্যালারি নম্বর - ২৮ : বাদ্যযন্ত্র

'বাদ্যযন্ত্র' গ্যালারিতে এদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের লোক বাদ্যযন্ত্র থেকে শুরু করে সমকালীন বাদ্যযন্ত্র মোট ১২৫টি বাদ্যযন্ত্র নিদর্শন উপস্থাপিত রয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক-বাদ্যযন্ত্র যেমন শিঙ্গা, শাঁখ, ডমরু, কাঁসর, জুড়ি, করতাল প্রভৃতি। এছাড়াও একতারা, দোতার, রুদ্রবীনা, সারেংঙ্গী, বেহালা, বিভিন্ন ধরনের বাঁশি, ঢাক ও ঢোল, হারমনিয়াম, গ্রামোফোন প্রভৃতি। বাদ্যযন্ত্র গ্যালারিতে উপস্থাপিত শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের গ্রামোফোন, ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খানের তানপুরা, শিল্পী কানাইলাল শীলের ব্যবহৃত দোতারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্যালারি নম্বর - ২৯ : বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ

বাংলাদেশের গৌরবময় বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নিমিত্ত ৩৬ (ছত্রিশ) টি বস্ত্র নিয়ে এই "বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ" গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত হয়েছে জগৎবিখ্যাত মসলিন, বাংলার ঐতিহ্যবাহী জামদানি ও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, শতরঞ্জি, কাতান, বেনারশি এবং মালা শাড়ি। এছাড়াও রয়েছে এদেশের অভিজাত শ্রেণি ও দিনাজপুর রাজবাড়ির পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত চোগা, টুপি, ব্লাউজ, শাল, আংঙ্গারাখা, খানপোশ ইত্যাদি।

গ্যালারি নম্বর - ৩০ : নকশিকাঁথা

বাংলাদেশে বিভিন্ন লোক শিল্পকলার মধ্যে নকশিকাঁথা অন্যতম। এদেশের পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতীত দেশের সর্বত্র কাঁথা তৈরি করা হয়ে থাকে। গ্যালারি নম্বর ৩০-এ বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা দিয়ে সাজানো হয়েছে। গ্যালারিটিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তৈরিকৃত ৮৫ (পঁচাশি) টি নকশিকাঁথা দিয়ে সাজানো হয়েছে। গ্যালারিটিতে নানা ধরণের কাঁথা প্রদর্শিত হচ্ছে–এর মধ্যে রয়েছে পান কাঁথা, আর্শিলতা, বালিশ ঢাকনি, বটুয়া, লেপ কাঁথা, আসন, বোস্তানি বা বোচকা, সুজনি, কার্পেট কাঁথা ইত্যাদি। অঞ্চলভেদে এইসব কাঁথার নকশার ভিন্নতা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্যালারি- ৩১ : কাঠের শিল্পকর্ম-১

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর অন্যতম দর্শকনন্দিত গ্যালারি হলো কাঠের শিল্পকর্ম-১ শীর্ষক ৩১ নম্বর গ্যালারি। জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকর্ম বিভাগের অধীন এই গ্যালারিতে কাঠে খোদাই ও অলংকৃত শত বছরের পুরোনো কাঠের বেড়া, পালঙ্ক, পালকি, সিন্দুক, টেবিল উপস্থাপন করা হয়েছে। এই নিদর্শনগুলো ফরিদপুর, মাদারিপুর ইত্যাদি জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এমন বাহারি ও ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনের সমন্বয়ে এই গ্যালারিতে মোট ২৪ (চব্বিশ) টি নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৩২ : কাঠের শিল্পকর্ম-২

জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকর্ম বিভাগের অধীন কাঠের শিল্পকর্ম-২ শীর্ষক ৩২ নম্বর গ্যালারিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর অন্যতম জনপ্রিয় গ্যালারি হিসেবে পরিচিত। এই গ্যালারিতে অলংকৃত ঢেকি, পাটবান, পালঙ্ক, কাইয়াল উপস্থাপিত হয়েছে। গ্যালারিতে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের ২২ (বাইশ) টি ও ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের ০৫ (পাঁচ) টি সহ মোট ২৭ (সাতাশ) টি নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৩৩ : প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও মিনিয়েচার পেইন্টিং

৩৩ নং গ্যালারিতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিশেষ পাণ্ডুলিপি, মিনিয়েচার পেইন্টিং প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাপাপুস্তক, তালপাতার পুঁথি, সনদ, কাবিননামা, ঈদ ও মহররম সিরিজ পেইন্টিং , মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, পদাবলি, গীতা, মানুষ বিক্রির দলিল, পবিত্র কোরআন শরিফ, শাহনামা, ফতোয়া আলমগীরি, আসমা-উল-হুসনার মতো দুর্লভ পাণ্ডুলিপি। শাহনামার চিত্রিত প্রচ্ছদ স্থায়ী প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

গ্যালারি নম্বর - ৩৪ : সমকালীন শিল্পকলা গ্যলারি -১

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের ৩৪ গ্যালারিটি "সমকালীন শিল্পকলা গ্যলারি-১" নামে নামকরণ করা হয়েছে। সমকালীন নবীন ও প্রবীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম এ গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর শিল্পকর্ম বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই গ্যালারিতে এ দেশের স্বনামধন্য শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মতিন, মারুফ আহমেদ, কাজী হাসান হাবীব, সাধনা ইসলাম, দিলারা বেগম জলী, জান্নাত চৌধুরী, মুর্শিদা আরজু আলপনাসহ অন্যান্য সমকালীন শিল্পীদের মোট ৩৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শীত হচ্ছে।

গ্যালারি- ৩৫ : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গ্যালারি

বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আধুনিক শিল্পকলা চর্চার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৫ নম্বর গ্যালারিটির নামকরণ করা হয়েছে "শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গ্যালারি"। এই গ্যালারিতে শিল্পাচার্যেও আঁকা বিভিন্ন সময়ের নানা মাধ্যমের মূল শিল্পকর্ম ও তাঁর ব্যবহার্য স্মারক দ্রব্য দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে শিল্পাচার্যের মোট ৮০৭টি মূল শিল্পকর্ম রয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৩৬ : সমকালীন শিল্পকলা গ্যালারি -২

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভগের নম্বর ৩৬ গ্যালারিটি "সমকালীন শিল্পকলা গ্যালারি-২" নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই গ্যালারিতে দেশবরেণ্য শিল্পী কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, সফিউদ্দিন আহমেদ, নিতুন কুন্ডু, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক, কালিদাস কর্মকারসহ দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের ১৩৪টি শিল্পকর্ম প্রদর্শীত হচ্ছে।

গ্যালারি নম্বর - ৩৭ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাঙালি, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর পরাজয়ের পর ইংরেজরা ধীরে ধীরে এ দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে থাকে। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার গভর্নর হয়ে কোম্পানির শাসন কায়েম করেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপে ইংরেজ শাসকবর্গ বাঙালিদের ওপর ২০০ বছর ধরে যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালায় তার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৭ নং গ্যালারিতে।

গ্যালারি নম্বর - ৩৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাঙালি, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ

গ্যালারি নং ৩৮ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সর্ববৃহৎ গ্যালারি। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি পর্যন্ত এ ভূখন্ডের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এই গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। সংগ্রহভুক্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পুস্তক-পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, আত্মসমর্পণের টেবিল ভারতে উত্তোলিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকা, মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলার খোল, ব্যাজ, পীড়নযন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের গোপর ম্যাপ, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের নিদর্শন ইত্যাদি।

গ্যালারি - ৩৯ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাঙালি, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাঙালি, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক ৩৯ নং গ্যালারিটি জাদুঘরের ৩য় তলায় অবস্থিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই দেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের উপর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নানাভাবে নির্মম নির্যাতন চালায়। বাংলাদেশের বিজয়ের ঠিক দুই দিন আগে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর আল-বদর, আল-শামস এবং রাজাকাররা নির্মমভাবে হত্যা করে।

গ্যালারি নম্বর - ৪০ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাঙালি, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে নামটি প্রথম উচ্চারিত হয় সেটি হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্ট নিদর্শন ও আলোকচিত্র দিয়ে মূলত এই গ্যালারিটি সজ্জিত করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে উপহৃত বিভিন্ন নিদর্শন এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত আসবাবপত্র এই গ্যালারির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

গ্যালারি নম্বর - ৪১ : বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি

সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সৃজনশীলতা, কর্মকান্ড, জীবনাচার ইত্যাদির সম্মিলিত ফলাফল। জাদুঘরের নিজস্ব সংগ্রহের মধ্যে সুইডেন প্রবাসী জনাব তৈয়ব হোসেন কর্তৃক উপহৃত ৩৬টি দেশের ১১৯টি পুতুল রয়েছে। বঙ্গভবনস্থ রাষ্ট্রীয় তোষাখানা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থাকে শুভেচ্ছাস্বরূপ প্রদান করেছেন।

গ্যালারি নম্বর - ৪২ : বিশ্বশিল্পকলা গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর ৪২ বিশ্বশিল্পকলা গ্যালারি নামে পরিচিত। মানব সভ্যতার আদিতে মানুষের ধর্ম চিন্তার যা ছিলো প্রকৃত অর্থে জড়বাদ ও যাদুবিশ্বাস, ইজিপ্টো-গ্রেকো- রোমান প্রাক ধর্ম থেকে খ্রিষ্ট ধর্মের মূখ্য বাহন হয়েছিল চিত্রকলা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের পথিকৃৎ ও বরেণ্য সমকালীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীদের অসামান্য চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মের ডিজিটাল অনুকৃতি প্রস্তুত করে "বিশ্ব চিত্রকলা" গ্যালারিতে প্রদর্শনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের ৬০টি অনুকৃতি ও ২৩টি মূল শিল্পকর্ম এবং চাইনজি ০১টি নিদর্শন চাইমবেল এ গ্যলারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি নম্বর - ৪৩ : মানব সভ্যতার ইতিহাস গ্যালারি

গ্যলারি নম্বর-৪৩ "মানব সভ্যতার ইতিহাস গ্যালারি" নামে নামকরণ করা হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের তথ্য ও নিদর্শন এই গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি নম্বর - ৪৪ : বিশ্বসভ্যতা

গ্যালারি নম্বর-৪৪ "বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি" নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ গ্যালারিতে বিদেশি চারটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। চারটি দেশের চারটি কর্নার হলো: চাইনিজ কর্নার, ইরানী কর্নার, কোরিয়ান কর্নার ও সুইজারল্যান্ড কর্নার।

গ্যালারি নম্বর - ৪৫ : প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গ্যালারি

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ও পর্যায়ক্রমে বিবর্তনের ধারাবাহিক সময়কাল ও সে সময়ে প্রাপ্ত নিদর্শন যা ভারতীয় সভ্যতার স্বাক্ষ বহন করে সে সকল উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের বিবরণ ও সময়কাল বর্ণনা করে টাইমলাইনের মাধ্যমে গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও ভৈন ধর্মের উদ্ভব, মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইন্দো-গ্রীক, ইন্দো-সিথিয়ান ও ইন্দো-পার্থিয়ান যুগ, গুপ্তযুগ: প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ, মধ্যযুগ: ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতির, মুঘল আমলের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন কিভাবে সভ্যতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে দর্শকগণ এ গ্যালারি থেকে ধারণা লাভ করতে পারবে। গ্যালারিতে জাদুঘরের সংগ্রহের বিভিন্ন শাসন আমলের স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা, ভাস্কর্য, তরবারি, খননে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পসহ মোট ৬৯টি সংগ্রহভুক্ত নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১১০ বছরের পথপরিক্রমা

(উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি)

১৮৫৬ সালে ১ নভেম্বর : 'দি ঢাকা নিউজ' পত্রিকায় ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯০৯ সালের শরৎকাল : শিলং মুদ্রা দেরাজ তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও আসামের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর প্রসঙ্গে ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের বিষয় নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত।

১৯১০ সালের ১ মার্চ : জনশিক্ষা পরিচালকের নিকট এইচ.ই. স্টেপালটন কর্তৃক লিখিত উক্ত তারিখের একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার লান্সলট হেয়ার কর্তৃক ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান।

১৯১২ সালের ২৫ জুলাই : ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের বিষয়ে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে নর্থব্রুক হলে এক সান্ধ্য সভায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এন.বনহাম-কার্টারের নেতৃত্বে ঢাকার নাগরিকদের আলোচনা এবং এ বিষয়ে গভর্নরের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯১৩ সালের ৫ মার্চ : কলকাতা গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকা যাদুঘর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা (রেজ্যুলেশন নং ১৫৭৯, কলকাতা, ৩ মার্চ ১৯১৩)। ৩০ সদস্য বিশিষ্ট প্রভিশনাল জেনারেল কমিটি গঠন। এই কমিটিকে একটি স্থায়ী সাধারণ কমিটি ও একটি নির্বাহী কমিটি গঠনসহ ঢাকা যাদুঘর পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান।

১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট : প্রাদেশিক গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের) একটি কক্ষে ঢাকা জাদুঘরের উদ্বোধন।

১৯১৩ সালের ১৮ নভেম্বর : ঢাকা জাদুঘর প্রভিশনাল নির্বাহী কমিটি প্রণীত বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (অর্ডার নং ৪৯৫৩)। বিধিমালায় ঢাকা যাদুঘরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ কমিটি ও নির্বাহী কমিটি হিসেবে দু'টি কমিটিতে বিভক্ত করা হয়। এই দু'টি কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার।

১৯১৪ সালের ১৯ মে : ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলা পরিষদকে এ জাদুঘরে অনুদান অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ।

১৯১৪ সালের ১ জুলাই : ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত জাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস শাখায় সুপারিনটেন্ড হিসেবে যোগদান(১৯১৬ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন)। ৩০ জুন ১৯১৬ সালে কামিনী কুমার চক্রবর্তী ৫০-৫-৭৫/- টাকা বেতন স্কেলে এ পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৪ সালের ৬ জুলাই : ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর কিউরেটর হিসেবে যোগদান (১৯৪৭ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে তিনি পরলোক গমন করেন)।

১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট : সাধারণ দর্শকদের জন্য জাদুঘর খুলে দেয়া হয়।

১৯১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি : গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯১৫ সালের ২৩ মে : ঢাকা জাদুঘর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিমতলিতে ১৭৬৫ সালে নির্মিত ঢাকার নায়েব নাজিমদের প্রাসাদের টিকে থাকা দেউরি ও বারোদুয়ারিতে জাদুঘর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত।

১৯১৫ সালের ১৮ জুলাই : ঢাকা যাদুঘর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বারোদুয়ারিতে প্রদর্শনী এবং দেউরিতে অফিস, পাঠাগার, ল্যাবরেটরি ও আলোকচিত্র কক্ষ পরিদর্শন এবং অনুমোদন প্রদান।

১৯১৬ সালের ২২ আগস্ট : ঢাকা যাদুঘরে সর্বপ্রথম সপ্তাহব্যাপী 'কৃষি, কারু ও কুটির শিল্পজাত' দ্রব্যাদির বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। বিকেল সাড়ে চারটায় প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। প্রদর্শনীতে আহসান মঞ্জিলের মডেলসহ অনেকগুলো উচ্চমানের ফিলিগ্রি

শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে জনপ্রতি প্রবেশমূল্য ০-১-০ আনা নির্ধারণ করা হয়। প্রদর্শনীর শেষ দিন ২৮ আগস্ট শুধু মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

১৯৩৫ সালের ১০ এপ্রিল : বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী কর্তৃক তাঁর সংগ্রহ (১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বলধা যাদুঘরের নিদর্শন) উপহার হিসেবে ঢাকা যাদুঘরকে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব।

১৯৩৫ সালের ২৩ এপ্রিল : যাদুঘরে স্থান সংকুলান হওয়া সাপেক্ষে ঢাকা যাদুঘর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৩৬ সালের ১৫ জানুয়ারি : সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'ঢাকা মিউজিয়াম কমিটি' পুনর্গঠন (কলকাতা গেজেট নং ৬৯, ১০ জানুয়ারি ১৯৩৬)।

১৯৩৬ সালের ৩০ জুন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এ. এফ. রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা মিউজিয়াম কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯৩৭ সালের ১৭ এপ্রিল : মিউজিয়াম কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি মাসে এক দিন কিউরেটর কর্তৃক দর্শকদের কাছে প্রদর্শনীর ওপর বক্তব্য উপস্থাপন।

১৯৩৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর : শর্ত সাপেক্ষে জাদুঘরের লাইব্রেরি সাধারণ পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের শিক্ষকদের সহায়তায় যাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস শাখা উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৪৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি : কিউরেটর ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মৃত্যু। পরবর্তী সময়ে ২ জানুয়ারি ১৯৫১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পান্ডুলিপি শাখার কীপার সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকভাবে ঢাকা যাদুঘরের অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট : ঢাকা যাদুঘর কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা জাদুঘরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ন্যাস্ত।

১৯৪৮ সালের ২২ এপ্রিল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের লেকচারার এফ. এ. চৌধুরী মুসলিম নিদর্শনাদি দেখার জন্য খন্ডকালীন কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালের জুনে তাঁর কার্যকাল শেষ হয়।

১৯৫০ সালের ১১ নভেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্যকে সভাপতি করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট 'ঢাকা যাদুঘর কমিটি' গঠন। পরে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়।

১৯৫১ সালের ৩ জানুয়ারি : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার আহমদ হাসান দানী নিযুক্ত হন (২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ পর্যন্ত)।

১৯৫১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা যাদুঘর কমিটির সভায় ঢাকা যাদুঘরের পুরাকীর্তি দর্শকদের কাছে নান্দনিকভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রদর্শনীর পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব আহমদ হাসান দানী কর্তৃক উত্থাপন এবং অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রস্তাবটি অনুমোদন। ঐ সভায় ঢাকা যাদুঘরের উন্নয়নের জন্য আহমদ হাসান দানী কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা উপস্থাপন।

১৯৫১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি : বলধা যাদুঘরের সংগ্রহ ঢাকা যাদুঘরে আনার বিষয়ে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৫৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি: ঢাকায় প্রথম শ্রেণির একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলার তৎকালীন গভর্নরকে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে ঢাকা যাদুঘরের অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর আহমদ হাসান দানীর প্রচেষ্টায় কার্জন হলে ইসলামি শিল্পকলা ও পুরাকীর্তির এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯৫৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবল্লাহ নিযুক্তি (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ পর্যন্ত)।

১৯৫৪ সালের ১ অক্টোবর : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে প্রফেসর সিরাজুল হক নিযুক্ত (১২ আগস্ট ১৯৫৫ পর্যন্ত)।

১৯৫৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকার বলধা গার্ডেনের 'জয় হাউস'-এ অবস্থিত বলধা জাদুঘর ও লাইব্রেরি পরিদর্শন।

১৯৫৫ সালের ১৩ আগস্ট : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে ডক্টর আহমদ হাসান দানীর নিযুক্তি (৩১ মার্চ ১৯৫৭ পর্যন্ত)।

১৯৫৫ সালের ১-১৫ অক্টোবর : ঢাকা যাদুঘরে হস্তশিল্পের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান।

১৯৫৭ সালের ২৬ মার্চ : আহসান মঞ্জিলের মূল্যবান নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ নিযুক্তি (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ পর্যন্ত)।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল : বারোদুয়ারির কাঠের ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রদর্শিত নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৪ এপ্রিল ঢাকা যাদুঘরের প্রদর্শনী অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৯৫৯ সালের ১ অক্টোবর : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে ডক্টর আহমদ হাসান দানী নিযুক্ত (৩১ মে ১৯৬২ পর্যন্ত)।

১৯৬০ সালের ২০ জানুয়ারি : ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে ঢাকা যাদুঘরের সুহৃদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত। সম্মেলনে ঢাকায় প্রাদেশিক জাদুঘর করার প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯৬০ সালের ২৭ অক্টোবর : যাদুঘর ভবন সংস্কার কাজ শেষে প্রায় এক বছর বন্ধ রাখার পর সর্বসাধারণের জন্য গ্যালারি খুলে দেয়া হয়।

১৯৬১ সালের ২১ আগস্ট : দিনাজপুর মহারাজার সংগ্রহ ঢাকা জাদুঘরে আনার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৬১ সালের অক্টোবরে : সরকার কর্তৃক দিনাজপুর মহারাজার সংগ্রহ ১৩,০০০/- টাকার বিনিময়ে ঢাকা যাদুঘরের জন্য ক্রয়।

১৯৬২ সালের ১৭ এপ্রিল : ঢাকায় একটি জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অগ্রগতির বিষয়ে কিউরেটরের প্রতিবেদন যাদুঘর কমিটিতে পেশ।

১৯৬২ সালের ১ জুন : অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে ডক্টর মফিজুল্লাহ কবীর নিযুক্ত (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ পর্যন্ত)।

১৯৬২ সালের ২ আগস্ট : ঢাকা থেকে প্রকাশিত দি পাকিস্তান অবজারভার ও মর্নিং নিউজ পত্রিকায় অস্থায়ীভাবে সহকারী কিউরেটর নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রদান।

১৯৬২ সালের ১৩ আগস্ট : সহকারী কিউরেটর হিসেবে এনামুল হক নিযুক্ত।

১৯৬২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর : মিউজিওলজি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলার শিপে সহকারী কিউরেটর এনামুল হকের ইংল্যান্ড গমন।

১৯৬২ সালের ৭ ডিসেম্বর : বারোদুয়ারির ছাদ ভেঙ্গে পড়ে তিন বছর আট মাস দর্শকদের জন্য বন্ধ থাকার পর প্রাদেশিক গভর্নর আবদুল মোনেম খান কর্তৃক নবায়িত ও সম্প্রসারিত ঢাকা যাদুঘর উদ্বোধন।

১৯৬৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি : বলধা জাদুঘরের সংগ্রহ ঢাকা যাদুঘরে স্থানান্তরের জন্য ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত দুই মাসের জন্য সর্বসাধারণের ঢাকা যাদুঘর পরিদর্শন বন্ধ থাকে।

১৯৬৩ সালের ১১-১৩ এপ্রিল : রাওয়াল পিন্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাদুঘর সমিতির ১৩তম সম্মেলনে ঢাকা যাদুঘরে অবৈতনিক খন্ডকালীন কিউরেটর ড. মফিজুল্লাহ কবীরের যোগদান।

১৯৬৩ সালের ১ অক্টোবর : অবৈতনিক খন্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ নিযুক্ত (১৭ জুন ১৯৬৬ পর্যন্ত)।

১৯৬৪ সালের ১-৩ মার্চ : ঢাকা যাদুঘরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ও শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার এ.টি.এম. মুস্তাফা।

১৯৬৫ সালের ১৮ জুন : কিউরেটর হিসেবে মিউজিওলজিতে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এনামুল হকের যোগদান।

১৯৬৬ সালের ১৬ নভেম্বর : শাহবাগের বর্তমান জায়গায় স্থপতি রবার্ট জি. বুই-এর নকশায় নতুন প্রাদেশিক জাদুঘর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯৬৭ সালের ২২ মে : উপহারদাতা সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর ও আবুল হাসনাত আহমেদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৬৮ সালের ৪-৬ এপ্রিল : ঢাকা যাদুঘরে অষ্টাদশ নিখিল পাকিস্তান জাদুঘর সম্মেলন।

১৯৬৯ সালের ৯ আগস্ট : কিউটের পদ পরিচালক পদে নামান্তরিত । এনামুল হক ঢাকা যাদুঘরের প্রথম পরিচালক হলেন।

১৯৬৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঢাকা যাদুঘরের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদের পাকিস্তান জাতীয় শাখা আয়োজিত 'প্রথম পাকিস্তান জাদুঘর সপ্তাহ' উদ্বোধন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২ লক্ষ টাকা যাদুঘরকে অনুদান প্রদান।

১৯৭০ সালের ১৪ মার্চ : ঢাকা যাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ ও সংস্কারের প্রয়োজনে ছয় মাসের জন্য সর্বসাধারণের ঢাকা যাদুঘর পরিদর্শন বন্ধ থাকে।

১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল : পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ঢাকা মিউজিয়াম (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) অধ্যাদেশ জারি।

১৯৭০ সালের ২৪ মে : বেআইনিভাবে পুরাকীর্তি পাচার প্রতিরোধ করার জন্য 'ঢাকা যাদুঘর পুরাকীর্তি সংগ্রহ সপ্তাহ' পালন।

১৯৭০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর : প্রাদেশিক গভর্নর অ্যাডমিরাল এস.এম আহসান কর্তৃক সম্প্রসারিত ঢাকা যাদুঘর ভবন উদ্বোধন।

১৯৭০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর : ঢাকা যাদুঘরের অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ফিরোজ মাহমুদের দায়িত্ব গ্রহণ (৯ নভেম্বর ১৯৭৩ পর্যন্ত)

১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত এবং দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা যাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে অভিহিত করেন।

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত এবং দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদ 'বুলেটের আঘাতে ক্ষত রবীন্দ্রনাথের ছবি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে' (২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রান্ত হলে ছবিটি গুলিবিদ্ধ হয়)।

১৯৭২ সালের ৬ মার্চ : তৎকালীন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে উত্তোলিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকাটি প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার দেন। বঙ্গবন্ধু সেই জাতীয় পতাকাটি সংরক্ষণের জন্য উপহার হিসেবে জাদুঘরের পরিচালকের নিকট হস্তান্তর করেন।

১৯৭২ সালের ৭ মার্চ : জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরকে (ঢাকা জাদুঘরকে) অর্পণ করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

১৯৭২ সালের ১০ মে : প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জাদুঘরের অফিসার ইনচার্জ কে মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৮টি নিদর্শন উপহার হিসেবে প্রদান

১৯৭২ সালের ২২ অক্টোবর : একটি জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজের পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ।

১৯৭৩ সালের ১২-১৪ মে : মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদর্শনভিত্তিক ৩ দিনব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯৭৩ সালের ১৭ জুন : ঢাকা জাদুঘরে শিল্পী মবিনূন আজিমের সপ্তাহব্যাপী একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ।

১৯৭৩ সালের ১ জুলাই : 'দ্য ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব বাংলাদেশ (ঢাকা মিউজিয়াম)' প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তাব (পিপি) পেশ

১৯৭৩ সালের ৯ নভেম্বর : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল ডিগ্রী লাভ করে ড এনামুল হকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং ১০ ই নভেম্বর থেকে পুনরায় পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি : ১১ সদস্য বিশিষ্ট ন্যাশনাল মিউজিয়াম কমিশন গঠন। এ কমিশনের প্রথম সভায় ঢাকা জাদুঘরকে কেন্দ্র করে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৭৪ সালের ২০ এপ্রিল : রাষ্ট্রপতি মুহম্মদউল্লাহ কর্তৃক ঢাকা জাদুঘরের দুই দিনব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ।

১৯৭৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি : পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রকল্প অনুমোদন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত।

১৯৭৫ সালের ১৮ জুন : রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় জাদুঘর কমিশনের সর্বসম্মত সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা জাদুগরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসেবে অনুমোদন প্রদান।

১৯৭৫ সালের ৮ আগস্ট : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতির নিদর্শনাদি সংরক্ষণের জন্য জাদুঘরকে প্রদান।

১৯৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক জাতীয় জাদুঘর প্রকল্প অনুমোদন।

১৯৭৬ সালের ৭ আগস্ট : ঢাকা জাদুঘরের ৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদর্শনের গ্যালারি এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির অধীনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহনের জন্য প্রথম স্কুল বাস উদ্বোধন।

১৯৭৬ সালের ২৩ নভেম্বর : ঢাকা জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত জাদুঘরের নতুন ভবনের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন।

১৯৭৭ সালের ১৬ মার্চ : শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন নির্মাণ কাজ শুরু।

১৯৭৭ সালের ২৬ মার্চ : মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদর্শন নিয়ে ১২৫০ বর্গফুটের গ্যালারির উদ্বোধন। গ্যালারি উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল।

১৯৭৭ সালের ৬ মে : হাকিম হাবিবুর রহমান খান ও সলিমুল্লাহ ফাহমীর সংগ্রহ থেকে তাদের উত্তরাধিকারীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা জাদুঘরকে নিদর্শন উপহার হিসেবে হস্তান্তর করেন।

১৯৭৭ সালের ১৫ জুন : ঢাকা জাদুঘর ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে 'শিক্ষা ক্ষেত্রে জাদুঘর' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯৭৭ সালের ৩০ জুন : সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১০০০টি বই ঢাকা জাদুঘরকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার হিসেবে হস্তান্তর।

১৯৭৮ সালের ২৮ নভেম্বর : দেশে প্রথম সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে ২৮-২৯ নভেম্বর ১৯৭৮ দুই দিনব্যাপী ওয়ার্কশপের আয়োজন। যুক্তরাজ্যের এডিনবরায় ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব

এন্টিকিউটিস-এর চিফ কনজারভেশন অফিসার টম ব্রেস সংরক্ষণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

১৯৭৯ সালের ২০ জানুয়ারি : ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মাহতার এম. বাও কর্তৃক ঢাকা জাদুঘর ও শাহবাগে নির্মাণাধীন জাতীয় জাদুঘর ভবন পরিদর্শন।

১৯৭৯ সালের ৩০ জানুয়ারি : যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট আর্ট হিস্টোরিয়ান প্রফেসর জর্জ মিশেল কর্তৃক 'মিউভ্যাল টেম্পলস্ অব বেঙ্গল' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৯৭৯ সালের ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন।

১৯৭৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর : জাদুঘরকে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার মানসে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাসের উদ্বোধন।

১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ (১৯৮৩) জারি।

১৯৮৩ সালের ১৫ নভেম্বর : প্রফেসর মুহাম্মদ শামসউল হককে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন।

১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর : প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কর্তৃক শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের নতুন ভবন উদ্বোধন।

১৯৮৪ সালের ২২ অক্টোবর : ডক্টর এনামুল হক মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত।

১৯৮৫ সালের মার্চ : ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকুল্যে প্রফেসর আ.ফ. সালাহ্উদ্দীন আহমদ প্রণীত 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কথ্য ইতিহাস প্রকল্প' শুরু।

১৯৮৫ সালের ০৪ নভেম্বর : আহসান মঞ্জিলকে জাদুঘরে রূপান্তরের জন্য সরকার কর্তৃক আদেশ জারি।

১৯৮৫ সালের ২১ নভেম্বর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৯৮৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গ্যালারি' উদ্বোধন।

১৯৮৬ সালের ২ মার্চ : ভারতের প্রফেসর বি.এন. মিশ্র কর্তৃক 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবং মধ্য ভারতের শিল্পকলা' বিষয়ে সচিত্র বক্তৃতা প্রদান।

১৯৮৬ সালের ১২ জুন : মহান মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর নিজস্ব বাসভবন 'নূর মঞ্জিল'কে জাদুঘরে রূপান্তরের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।

১৯৮৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৮৭ সালের ৪ মার্চ : রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কর্তৃক সিলেটে নুর মঞ্জিলে 'ওসমানী জাদুঘর' উদ্বোধন।

১৯৮৭ সালের ৮ নভেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও ফরাসি দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে প্যারিসের ল্যূভ মিউজিয়াম থেকে প্রেরিত শিল্পকর্মের অনুকৃতির প্রদর্শনী।

১৯৮৮ সালের ২৫ মার্চ : মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশের মানুষ' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী।

১৯৮৯ সালের ৯ জানুয়ারি : ইউনিসেফ-এর এশিয়া প্রধান মি. রেড কর্তৃক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৮৯ সালের ৬ মার্চ : জাতিসংঘ মহাসচিব মি. প্যারেজ ডি কুয়েলারের জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৮৯ সালের ১৪ মার্চ : 'স্মরণীয় বরণীয়' অনুষ্ঠানমালায় কবি সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন।

১৯৯০ সালের ৩ মার্চ : ইউনেস্কোর মহাপরিচালক কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৯২ সালের ১৮ জানুয়ারি : থাইল্যান্ডের যুবরাজ হিজ রয়াল হাইনেস মহাভারিয়া লংকণ-এর জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৯২, সালের ২৫ মার্চ : মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনের প্রদর্শনী।

১৯৯২ সালের ১ জুলাই : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য দুই টাকা মূল্যের প্রবেশপত্র প্রবর্তন।

১৯৯২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়া কর্তৃক আহসান মঞ্জিল জাদুঘর উদ্বোধন।

১৯৯৩ সালের ২৩ মার্চ : মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯৯৪ সালের ২৪ অক্টোবর : কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান কর্তৃক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৯৬ সালের, ৩১ মে : ওয়ার্ল্ড-ক্রাফট কাউন্সিলের সভাপতি মিসেস সিবাও বিসেকেরো কর্তৃক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন।

১৯৯৬ সালের ১৪ আগস্ট : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা।

১৯৯৬ সালের ১৫ আগস্ট : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবন শীর্ষক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

১৯৯৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর : প্রফেসর ড. মুস্তাফা নুরউল ইসলামকে সভাপতি করে জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন।

১৯৯৬ সালের ১ ডিসেম্বর : স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৭ সালের ১৭ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৯৯৭ সালের ২৯ জুলাই : যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বাংলাদেশের প্রয়াত কৃতী সন্তানদের স্মৃতি-নিদর্শনের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর ও সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯৯৭ সালের ১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২২তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পানি সম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, প্রফেসর কবীর চৌধুরী ও সাংবাদিক আবেদ খান।

১৯৯৮ সালের ৭ জানুয়ারি : 'সিস্টেমস্ অব ট্রাডিশনাল কালচার ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. হেনরি গ্লাসি।

১৯৯৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি: মহান শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজন। কবি শামসুর রাহমান ও দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট কবিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি: ভাষাসৈনিকদের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান।

১৯৯৮ সালের ২৬ মার্চ : মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান।

১৯৯৮ সালের ২ এপ্রিল : তুরস্কের খ্যাতনামা গ্রন্থাকার বহু ভাষাবিদ ড. তুরকায়া আতায়ব-এর 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতা।

১৯৯৮ সালের ১৪ এপ্রিল : পহেলা বৈশাখ থেকে মাসব্যাপী শিল্পী নভেরা আহমেদের ভাস্কর্য প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

১৯৯৮ সালের ২৭ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে শিল্পী আজিজুল ইসলামের শাস্ত্রীয় একক বংশীবাদন সন্ধ্যা।

১৯৯৮ সালের ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ জাদুঘর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯৯৮ সালের ৩০ মে : ভাস্কর নভেরা আহমেদের 'জীবন ও ভাস্কর্য' শীর্ষক সেমিনার।

১৯৯৮সালের ৪ আগস্ট : পাকিস্তানস্থ বাংলাদেশের হাইকমিশনার কামার রহিম কর্তৃক পাকিস্তান থেকে সংগৃহীত জয়নুল আবেদিনের একটি দুর্লভ শিল্পকর্ম যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মাধ্যমে জাদুঘরে হস্তান্তর।

১৯৯৮সালের ৭ আগস্ট : অর্থমন্ত্রী এস.এ.এম.এস. কিবরিয়া কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ৪(চার) দিনব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং প্রফেসর ইমেরিটাস সিরাজুল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক প্রদান।

১৯৯৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমি ও টেগোর সেন্টার ইউকে এর উদ্যোগে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এন্ড দি ব্রিটিশ প্রেস' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি: 'বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক গাজীউল হক, প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও শামসুজ্জামান খান।

১৯৯৯ সালের ১০ মার্চ : পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখা হাসিনার নিকট সমর্পনকৃত অস্ত্র সামরিক জাদুঘরের মাধ্যমে জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তর।

১৯৯৯ সালের ১৭ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন।

১৯৯৯ সালের ২০ জুন : ভারতের প্রখ্যাত সংরক্ষণ বিজ্ঞানী ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইন্সটিটিউটের একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ডিন প্রফেসর ডক্টর ইন্দ্র কুমার ভাটনগর 'হেরিটেজ কনজারভেশন ইফোটস্ ইন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু মেটালস্ অ্যান্ড এলয়স্ অব ইউটিলিটি' শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন।

১৯৯৯ সালের ১২ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের সহযোগিতায় ১৯৭৪ সালে তোলা 'যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু: কিছু বিরল আলোকচিত্র' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৯ সালের ১২ নভেম্বর : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ফরাসি প্রত্নতত্ত্ব মিশন আলিয়াস ফ্রাঁসেস এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশ ও ফরাসি খনন দল কর্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও জাতীয় জাদুঘর সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাসব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

২০০০ সালের ১৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চেতনা স্থাপত্য উন্নয়ন সোসাইটি ও ইউসিস ঢাকা এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অবস্থিত কিম্বেল আর্ট মিউজিয়াম কিউরেটর প্রেট্রিসিয়া কামিংস লাউড কর্তৃক 'মিউজিয়াম: ডিজাইন অব লুই আই কান' শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন।

২০০০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও আমরা সূর্যমূখীর যৌথ উদ্যোগে ভাষা সৈনিক গাজীউল হককে তার ৭২তম জন্মবার্ষিকীতে নাগরিক সন্মাননা প্রদান।

২০০০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি: 'বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছর' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন। বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী।

২০০০ সালের ২১ মে : সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের মাসব্যাপী প্রদর্শনী ও লোকজ মেলার আয়োজন।

২০০০ সালের ১৮ জুন : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিপুল জনপ্রিয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের মূল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য জাদুঘরে হস্তান্তর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে চরমপত্রের লেখক ও কথক এম.আর আখতার মুকুলের কাজ থেকে জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করেন।

২০০০ সালের ২৯ জুলাই : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যবহৃত চেয়ার সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তর। (জাদুঘরের ৪০ নম্বর গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে)

২০০০ সালের ২৬ আগস্ট : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন।

২০০০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদের যৌথ উদ্যোগে দুই সপ্তাহব্যাপী 'প্রথম দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী'র আয়োজন।

২০০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভাস্কর নভেরা আহমেদের 'পরিবার' শীর্ষক ভাস্কর্যের আবরণ ও ফলক উন্মোচন এবং বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০০১ সালের ২ জুন : 'একবিংশ শতকে জাদুঘর' শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা দেন প্রফেসর আহমদ হাসান দানী।

২০০১ সালের ২ জুলাই : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও মুক্তিযোদ্ধা ওডারল্যান্ড স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে বিদেশি নাগরিক অস্ট্রেলিয়ার ডব্লিউ এ.এস. ওডালল্যান্ডের (বীরপ্রতিক পদকপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক) ১৭টি স্মৃতি নিদর্শন ও আলোকচিত্র জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

২০০১ সালের ১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের বক্তৃতা প্রতিয়োগিতার আয়োজন। প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।

২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি : মহান ভাষা আন্দোলন এবং শহীদদের স্মরণে 'ভাষা আন্দোলন স্মৃতি কর্নার' উন্মুক্ত করা। ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন ও ভাষা সৈনিক গাজীউল হককে সম্মাননা প্রদান।

২০০২ সালের ১৩ এপ্রিল : পহেলা বৈশাখ ১৪০৯ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কারুশিল্প মেলা এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম নিয়ে 'বাংলাদেশ প্রকৃতি ও জনজীবন' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন। ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৫ পালন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী গ্রন্থমেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ।

২০০৫ সালের ৭ মার্চ : ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরের প্রেসিডেন্ট মি. জিন ফ্রান্সিস জারিয-এর জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন

২০০৫ সালের ৯ এপ্রিল : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৫ গেজেট প্রকাশিত।

২০০৫ সালের ৩ জুন : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইরানি কর্নার উদ্বোধন।

২০০৭ সালের ১ ডিসেম্বর : ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরে 'মাস্টারপিসেস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য বাছাইকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪৫টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম চালান ১০টি নিদর্শন ফ্রান্সে প্রেরণ।

২০০৭ সালের ২১ ডিসেম্বর : ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরে 'মাস্টারপিসেস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য বাছাইকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪৫টি নিদর্শনের মধ্যে দ্বিতীয় চালান ৩৫টি নিদর্শন ফ্রান্সে প্রেরণ।

২০০৮ সালের ৩-৯ মার্চ : ফ্রান্সের গিমে মিউজিয়ামে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত প্রত্ন নিদর্শন নিয়ে জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী কক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

২০০৮ সালের ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি, 'সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নে জাদুঘর' শীর্ষক আলোচনা সভা, মতবিনিময় ও শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

২০০৮ সালের ২৮ নভেম্বর : রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন আলোকসজ্জাকরণ ও সর্বসাধারণের জন্য বিনা প্রবেশমূল্য জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

২০০৯ সালের ১৭-১৮ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ৩০টি চিত্রকর্ম এবং ২০০৫-২০০৬ সালের শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ২০টি স্ক্রিপ্ট দিয়ে জাদুঘরের লবিতে দুই দিনব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

২০০৯ সালের ১৪-১৮ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নজরুল ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে এক বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।

২০১০ সালের ১৭ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯০তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১০ উপলক্ষ্যে বিনা টিকেটে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা এবং শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম দিয়ে তিন দিনব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন।

২০১০ সালের ১৭-১৯ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯০তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১০ উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে আয়োজিত মেলায় তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনভিত্তিক আলোকচিত্র ও ভিডিও তথ্যচিত্রের প্রদর্শন।

২০১০ সালের ৬ অক্টোবর : প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের ৩ নম্বর গ্যালারিতে 'সুন্দরবন' শীর্ষক ডিওরোমার মাধ্যমে হরিণ ও বাঘের আবাসস্থলসহ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম পরিবেশ তৈরি করে নতুনভাবে উপস্থাপন। গ্যালারি উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ।

২০১০ সালের ২৯ ডিসেম্বর : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা উদ্বোধন [১৫ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উদ্বোধন করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক সংস্কারোত্তর ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ সালে পুনরায় এর উদ্বোধন করেন তত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ]।

২০১১ সালের ১৭ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯১তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১১ উপলক্ষ্যে বিনা টিকেটে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও জাদুঘর প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২০১১ সালের ২৬ মার্চ : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কালোত্তীর্ণ ৭ ই মার্চের ভাষণের উপর শিশু-কিশোরদের গোল-টেবিল বৈঠক প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২০১১ সালের ১৩-১৫ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষ ও পহেলা বৈশাখ ১৪১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী পিঠা উৎসব ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন। অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, এমপি।

২০১১ সালের ৩০ এপ্রিল : 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য ও যোগাযোগ ডিজিটালাইজেশন' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।

২০১১ সালের ৬ মে : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় জাদুঘরে বছরব্যাপী রবীন্দ্রনাথের বই, আলোকচিত্র এবং রবীন্দ্র স্মৃতি বিজরিত নিদর্শন এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন।

২০১১ সালের ৮ মে : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন। সেমিনারে 'একুশ শতকে বাংলাদেশ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা।

২০১১ সালের ১৮ জুন : জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের নিদর্শনের ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ২০১১ পেশ।

২০১১ সালের ১৩ আগস্ট : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৬তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় জাদুঘরে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২০১১ সালের ১৪ আগস্ট : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৬তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭২ সালে উপহৃত ৪৯টি নিদর্শন ও বঙ্গন্ধুর ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, এমপি।

২০১১ সালের ২৮ নভেম্বর : ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের নিদর্শনের ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ২০১১ পেশ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত দুই বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা।

২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের দুই বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে ডাইনামিক ওয়েবসাইটের শুভ উদ্বোধন ও জাতীয় জাদুঘর সংগৃহিত অলংকারের দুই সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন (০৯-২২ জানুয়ারি পর্যন্ত)। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এমপি।

২০১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি : মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী গ্রন্থমেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ।

২০১২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগৃহিত ভাষা আন্দোলন বিষয়ক নিদর্শন, আলোকচিত্র নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন (১৮-২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

২০১২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০ থেকে ২০১১) এবং উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, এমপি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের নিকট হস্তান্তর। এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি এম. আজিজুর রহমান ও সদস্য প্রফেসর নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ডক্টর সুলতানা শফি, প্রফেসর মাহফুজা খানম, শিল্পি হাশেম খান ও মহাপরিচালক প্রকাশ চন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন

২০১২ সালের ১৭ মার্চ : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯২তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা

জাদুঘরসমূহে ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীদের বিনা টিকিটে গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১২ সালের ১৭-১৯ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯২তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে আয়োজিত মেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনভিত্তিক আলোকচিত্র ও ভিডিও তথ্যচিত্রের প্রদর্শন।

২০১২ সালের ১৪ এপ্রিল : পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত ও পদাবলী যাত্রার আয়োজন

২০১২ সালের ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ও নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক ৩৮ নম্বর গ্যালারিতে 'লাইট এন্ড সাউন্ড শো' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান।

২০১২ সালের ১৯ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্মারক বক্তৃতার আয়োজন। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রফেসর অজয় রায়।

২০১২ সালের ০৯-২০ জুলাই : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে আবহমান বাংলার মুদ্রা ও কাগজি নোটের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এমপি।

২০১২ সালের ১১-১৫ আগস্ট : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ সংগ্রামমুখর জীবন নিয়ে প্রদর্শনী ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শোক সভার আয়োজন।

২০১৩ সালের ১৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও জাহানারা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে জাদুঘর সুহৃদ জাহানার খাতুনের ৮৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাঁর ব্যবহৃত ও সংগৃহীত নিদর্শনের বিশেষ প্রদর্শনী (১৪-২০ জানুয়ারি পর্যন্ত) ও নিদর্শন হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

২০১৩ সালের ২৩ জানুয়ারি : ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশে প্রাপ্ত ছাপাঙ্কিত মুদ্রা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক বুলবুল আহমেদ। আলোচনায় অংশ নেন এমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও ড. মো. রেজাউল করিম।

২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারি : ২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারি হতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৩৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ।

২০১৩ সালের ১৫-২০ মার্চ : বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আঁকা পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রকর্ম নিয়ে শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনী।

২০১৩ সালের ১৭ মার্চ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিশু সংগঠক ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান।

২০১৩ সালের ২০ মার্চ : তরুণ শিল্পীদের আঁকা এবং জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন (২০মার্চ-১০এপ্রিল)। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ.টি ইমাম।

২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল : বাংলা বর্ষবিদায় ও নববর্ষ ১৪২০ বরণ উপলক্ষ্যে পিঠা উৎসব ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন (১৩-১৭ এপ্রিল)। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই-এলাহী চৌধুরী।

২০১৩ সালের ১১ মে : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২তম জন্মবার্ষিকী ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং ছায়ানটের যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

২০১৩ সালের ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে সকাল ৯টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বেলা ১১.০০টায় 'বায়োলজিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিটোরিয়েশন ইফেক্টস অন অর্গানিক মেটেরিয়ালস্ এন্ড দেয়ার কন্ট্রোল' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী মুস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ। সন্ধ্যায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ. কে. খন্দকার।

২০১৩ সালের ২৬ মে : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং নজরুল ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বই, আলোকচিত্র ও স্মৃতি নিদর্শনের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।

২০১৩ সালের ৩০ জুন : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথভাবে 'মেমোরালাইজেশন, মিউজিয়াম এন্ড জাস্টিজ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সেমিনারের সমাপ্তি অধিবেশনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২০১৩ সালের ৮ জুলাই : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর (১৯১৩-২০১৩) দু'বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে স্মারক মুদ্রা, নোট, স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

২০১৩ সালের ৮- ৯ জুলাই : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২(দুই) দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ভারত, পাকিস্তান, জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল, সুইজারল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার ১৬জন গবেষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিদেশী অতিথিদের আবাসন ও আপ্যায়নের দায়িত্ব জনশিক্ষা বিভাগ পালন করে। বিদেশি গবেষকদের পাশাপাশি বাংলাদেশের গবেষকগণও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

২০১৪ সালের ১২ নভেম্বর : বাংলা ভাষার কিংবদন্তী কথাশিল্পী, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে তাঁর লেখা গ্রন্থাবলি, পান্ডুলিপি ও চিঠিপত্র, অঙ্কিত চিত্রাবলি ব্যবহৃত নিদর্শন সামগ্রী, স্মৃতিস্মারক এবং তাঁর নির্মিত নাটক ও চলচ্চিত্রের পক্ষকালব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। হুমায়ূন আহমেদ রচিত ৩৩৪টি বই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লেখা ৩২টি বই ৬২টি দুর্লভ আলোকচিত্র, হুমায়ূন আহমেদ অংকিত ৩৪টি পেইন্টিং ও মুরাল, ৫৯টি স্মৃতি নিদর্শন, ২৮টি পত্রিকা প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়েছে

২০১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর : জাতীয় পর্যায়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ম্যুরাল বর্ষব্যাপ্ত কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত কারুশিল্পীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে পাঁচদিনব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত (এমপি)।

২০১৫ সালের ১৭ মার্চ : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিশু চিত্রকলা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ১০০টি চিত্রকর্ম এ প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়।

২০১৫ সালের ২৫ মে : বাংলাদেশ ও গণচীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে (HE Madame Liu Yandong, Honorable Vice – Premier of the State Council of the Peoples Republic of China) তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে ২৫শে মে, ২০১৫ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন লবিতে বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাস যৌথভাবে চীনের বিখ্যাত মুসলিম চিত্রগ্রাহক জনাব বাই সুইয়ি এবং জনাব বাইতাও এর ৭০টি আলোকচিত্র নিয়ে চাইনিজ মুসলিম অন দি সিল্ক রোড শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন HE Madame Liu Yandong.

২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত গ্রন্থ প্রদর্শনী এবং ফিলাটেলিস্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সাথে যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট : জাদুঘর মিলনায়তনে সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধুর গল্প' বলেন ড. মসিউর রহমান এবং ব্যারিস্টার এম.আমীর-উল-ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর গল্প অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি।

২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ পালন উপলক্ষ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৪.০০ টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর গল্পবলা কর্মসূচির বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গবন্ধুর গল্প বলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আবেদ খান।

২০১৬ সালের ০৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেড এবং আড়ং যৌথভাবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব এর অংশ হিসেবে জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে দিনব্যাপী Revival of Muslin textile in Bangladesh

বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ইউনেস্কোর সি.ই.ও মিস বিয়েত্রিচ কালদুন। সকাল ৯.৩০-১১টা পর্যন্ত সেমিনারের প্রথম পর্বে Revival of Muslin – Policies and Institutions শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটস মিস রোজমেরী ক্রিল। দ্বিতীয় পবের সেমিনারের বিষয় Muslin -Restoring our Heritage। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন যুক্তরাজ্যের মসলিন ট্রাস্টের রিসার্চ ফেলো ড. সোনিয়া অ্যাশমোর। প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ভারতের টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ মিস রুবি পাল চৌধুরী ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের ডিন প্রফেসর অধ্যাপক শরিফ উদ্দিন আহমেদ।

২০১৬ সালের ১৫ মার্চ : ভূটানের রানি Her Majesty Mother Tsnering Pem Wangchuck ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল লবিতে একটি বিশেষ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

২০১৬ সালের ২৩ মার্চ : বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘর চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় ২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ ৩৮ নম্বর গ্যালারি কক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কক্ষ উদ্বোধন করা হয়।

২০১৭ সালের ৭ নভেম্বর : চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী বছর উপলক্ষ্যে সুন্দর মুহূর্ত শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং চীনা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২০১৭ সালের ১১ নভেম্বর : কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাপানি চিত্রশিল্পী তাদাচি সাকামোতোর আঁকা চিত্রকর্ম 'ইজুরাবানা' হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব মো. সাইফুল হাসান বাদল এবং এনপিও ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট সাতুইয়ানো-কাই এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক শিল্পি মাসাও সেকিয়া।

২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর : কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন: ক্ষণজন্মা পুরুষের পথচলা শীর্ষক স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান।

২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর : UNESCO বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের ঐতিহ্য "শীতল পাটি বয়ন শিল্প"-কে বিশ্বের নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে 'সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি' নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

২০১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও নারী জাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব কবি সুফিয়া কামাল-এর স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও রবীন্দ্র একাডেমি যৌথভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় একটি ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান 'শতকণ্ঠে রণাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের গান'। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত (এমপি), মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু (এমপি), মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর (এমপি) এবং মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জনাব তারানা হালিম।

২০১৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি : মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে একুশের বিশেষ কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দেশের বিশিষ্ট কবি ও বাচিক শিল্পী কবি আসাদ চৌধুরী, কবি রবিউল হুসাইন,কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

২০১৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'বলধা গার্ডেন ও নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (এম.পি)। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. মোহাম্মদ আলী খান।

২০১৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২; ছাত্র হত্যাকাণ্ড এলিস কমিশন রিপোর্ট বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (এমপি)।

২০১৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'কাঙ্গাল হরিনাথ: গ্রামীণ বাংলার রনেসাঁ পুরুষ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে । সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃতিজন ও সাংবাদিক জনাব কামাল লোহানী।

২০১৮ সালের ৩০ মার্চ : জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার গান ও কবিতার যুগলবন্দি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শাহীন সামাদ এবং আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী বেলায়েত হোসেন।

২০১৮ সালের ৭ মে : কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর অধ্যাপক সেলিমা চৌধুরী রচিত Women in Bangladesh Liberation War Rediscovered in Madonna Series of Rokeya Sultana শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।

২০১৮ সালের ৯ জুন : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নতুনভাবে সজ্জিত বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি উদ্বোধন।

২০১৮ সালের ২৭ আগস্ট : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক সেমিনার, জাদুঘরে সংগৃহীত বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি-নিদর্শন এবং আলোকচিত্রের মাসব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুকে নিয়েকবিতা পাঠ ও আবৃত্তি ।

২০১৮ সালের ১২ অক্টোবর : 'হাসুমণি পাঠশালা'র প্রথম বর্ষপূর্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মশালায় আঁকা ৭১টি প্রতিকৃতি এবং জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী ১০১টি সুঁচিশিল্প নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই শৈল্পিক আয়োজন উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি।

২০১৯ সালের ২০ মার্চ : কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া: বাংলাদেশের আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

২০২০ সালের ১৮ মার্চ : কোভিড-১৯ সংক্রামণজনিত অতিমারির কারণে জাদুঘর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা।

২০২০ সালের ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে International Council of Museums (ICOM) এ বছরে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছে Museum for Equality: Diversity and Inclusion বা 'সাম্যের

জন্য জাদুঘর: বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভূক্তি। প্রতিপাদ্য বিষয়কে ধারণ করে এ বছর ভিন্ন আঙ্গিকে আয়োজন করা হয় সেমিনারের পশাপাশি জাদুঘরের ওয়েবসাইটে (www.bangladeshmuseum.gov.bd) দুটি বিশেষ ই-ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। জন্মশতবর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের স্মারক হিসেবে জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত জাতির পিতার স্মৃতি নিদর্শনের আলোকচিত্র সম্বলিত একটি ক্রোড়পত্র এবং অপরটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকের শুভেচ্ছাবাণী।

২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর: বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০ সালের ০১ নভেম্বর : কোভিড-১৯ সংক্রামণজনিত লকডাউনের পর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। দর্শকগণ অনলাইনে টিকিট কেটে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করছেন।

২০২০ সালের ০৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে সেমিনার ২০২০ 'রোকেয়া মানস' অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর : মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২০২১ সালের ২১ ডিসেম্বর : মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, বিশেষ প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা আয়োজন করা হয়।

২০২১ সালের ০৩ মার্চ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২০২১ সালের ০৭ মার্চ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে ০৭-২৭ মার্চ ২০২১ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি নিদর্শন, শিল্পকর্ম এবং দুর্লভ আলোকচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২০২১ সালের ১৪ আগস্ট : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অনলাইন বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ২০২১ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়) আয়োজন করা হয়।

২০২২ সালের ২৯ জুন : নবসজ্জিত ও আধুনিকায়নকৃত ভাস্কর্য-১ শীর্ষক ১৭ নম্বর গ্যালারির শুভ উদ্বোধন।

২০২২ সালের ০২ জুলাই : ঢাকাস্থ কানাডিয় হাইকমিশনের মান্যবর হাইকমিশনার মিজ. লিলি নিকোলস বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো. কামরুজ্জামান মহোদয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০২২ সালের ১৪ জুলাই : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রথম মহাপরিচালক, এনামুল হক গত ১০ জুলাই, ২০২২ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন । ১৪ জুলাই ২০২২ তারিখ সকাল ১১টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গনে মরহুমের জানাজার নামাজ এবং রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

২০২২ সালের ০৭ আগস্ট : জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

২০২২ সালের ০৭ আগস্ট : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের আয়োজনে 'মুক্তি অগ্রনায়ক' শীর্ষক মাসব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

২০২২ সালের ০৮ আগস্ট : বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'মুজিব থেকে জাতির পিতা: বঙ্গমাতার অবদান' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা আয়োজন।

২০২২ সালের ১৩ আগস্ট : ১৩ আগস্ট ২০২২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন।

২০২২ সালের ১৫ আগস্ট : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ।

২০২২ সালের ২০ আগস্ট : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত স্মৃতি নিদর্শন) এবং 'মুক্তির অগ্রনায়ক' শীর্ষক প্রদর্শনী বিষয়ক একটি টকশো নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত।

২০২২ সালের ৩১ আগস্ট : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ ও ডায়াবেটিকস পরীক্ষা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

২০২২ সালের ০৪ সেপ্টেম্বর : ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার ইন চার্জ সুজান ভাইজ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০২২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গনে ফলদ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

২০২২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব সাজ্জাদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

২০২২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধীন স্বাধীনতা জাদুঘরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর শুভ উদ্বোধন এবং শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ আয়োজন করা হয়।

২০২২ সালের ০৬ নভেম্বর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব মিলনায়তনে 'অগ্নিসন্ত্রাসের আর্তনাদ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

২০২২ সালের ০৯ নভেম্বর : তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্সে 'Research Methodology' শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্সের শুভ উদ্বোধন।

২০২২ সালের ১২ নভেম্বর : বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ-এর মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ-এর মাননীয় বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ-এর মাননীয় বিচারপতি জনাব জে বি এম হাসান, বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব মো. গোলাম রব্বানী, হাইকোর্ট বিভাগ-এর রেজিস্ট্রার জনাব মুন্সী মোশিয়ার রহমান, আপীল বিভাগ-এর

রেজিস্ট্রার ব্যারিস্টার মো. সাইফুর রহমান, ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার) জনাব মো. মিজানুর রহমান, সেকশন অফিসার জনাব মো. মোয়াজ্জেম হোসাইন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংবিধান বিষয়ক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো. কামরুজ্জামান-এর সঙ্গে তাঁর কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। এরপর জাদুঘরের দক্ষিণপাশে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংবিধানের মুদ্রণযন্ত্র এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর : ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২২ উপলক্ষ্যে জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে জাদুঘরে সংরক্ষিত ৪০ জন প্রয়াত মাস্টার পেইন্টার ও বরেণ্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম দিয়ে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর : ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২ উপলক্ষ্যে ১২০ জন বিদেশি চিত্রশিল্পী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো. কামরুজ্জামান-এর সঙ্গে সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেন এবং গ্যালারি পরিদর্শন করেন। মহাপরিচালক মহোদয় অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা-স্মারক প্রদানের মাধ্যমে স্বাগত জানান।

২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারি : ১০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্সে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অর্গানোগ্রামভুক্ত "সেন্টার ফর আর্ট হিস্ট্রি এন্ড মিউজিওলজি" কর্তৃক আয়োজিত সার্টিফিকেট কোর্স অন আর্ট হিস্ট্রি এন্ড মিউজিওলজির ১ম ব্যাচের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর একুশে পদক ২০২৩-এর জন্য মনোনীত।

২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একুশে পদক ২০২৩-এ ভূষিত করা হয়। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো.কামরুজ্জামান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনার কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেন।

২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদদের স্মৃতি নিদর্শন, দুর্লভ আলোকচিত্র ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ নিয়ে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

২০২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ০৭ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত লোকজ নিদর্শনের বিশেষ প্রদর্শনী ২০২৩-এর শুভ উদ্বোধন।

২০২৩ সালের ০৭ মার্চ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ': তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা' সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের উপকীপার জনাব দিবাকর সিকদার।

২০২৩ সালের ১৫ মার্চ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে জাতীয় শিশু দিবস ও স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি নিদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন, আলোকচিত্র ও গ্রন্থের সমন্বয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন।

উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর
ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭)

১৯৩০ সাল: বারোদুয়ারি ও দেউরিতে অবস্থিত তৎকালীন 'ঢাকা জাদুঘর'।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নির্মাণাধীন ভবনের একাংশ, ১৯৮০

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নতুন ভবনের উদ্বোধন ফলক উন্মোচন শেষে দোয়া করছেন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, ১৯৮৩

বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান জাদুঘরে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ডানদিক থেকে সচিব কে. জি. এম. লতিফুল বারী, সচিব খোন্দকার আসাদুজ্জামান প্রফেসর শামসউল হক ও মহাপরিচালক ড. এনামুল হক, ১৯৮৫

কথ্য ইতিহাস কর্মশালা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর আ. ফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, ১৯৮৬

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন, ১৯৮৭

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে
পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করছেন, ১৯৮৯

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত বরণীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে
বক্তব্য রাখছেন কবি সুফিয়া কামাল, ১৯৯০

শ্রীলঙ্কার মহামান্য প্রেসিডেন্ট প্রেমাদাসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন, ১৯৯২

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনাদির প্রদর্শনীর
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা, ১৯৯৬

১৯৯৬ সাল: জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস পরিদর্শনে উৎসুক
শিক্ষার্থী ও সাধারণ দর্শনার্থী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ব্রিটিশ সংবাদপত্র শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৯৮

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২২তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ১৯৯৭

'১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু : কিছু বিরল আলোকচিত্র' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৯৮

সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চেয়ার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি প্রফেসর মুস্তফা নূরউল ইসলামের নিকট হস্তান্তর, ২০০০

২০০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভাস্কর নভেরা আহমেদের 'পরিবার' শীর্ষক ভাস্কর্যের আবরণ ও ফলক উন্মোচন এবং বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভাষা আন্দোলন স্মৃতি কর্নার উদ্বোধন ও ভাষাসৈনিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, ২০০২

একবিংশ শতকে জাদুঘর শীর্ষক বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাবেক কিউরেটর অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী, ২০০১

ভাষা আন্দোলন স্মৃতি কর্নার উদ্বোধন ও ভাষাসৈনিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, ২০০২

বেগম জাহানারা আবেদিন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম জাদুঘরের মহাপরিচালক সমর চন্দ্র পালের নিকট হস্তান্তর করছেন, ২০০৮

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ভট্টশালী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ২০১১

অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন মহাপরিচালক প্রকাশ চন্দ্র দাস, ২০১১

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ২০১১

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ২০১১

বিজয়ের ৪০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক শিল্পী হাসেম খান, ২০১১

বাংলাবর্ষ ১৪১৮ বিদায় ও নববর্ষ ১৪১৯ বরণ উপলক্ষে বৈশাখী পিঠা উৎসব ও কারুশিল্প মেলার উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এম. পি. ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও এইচএসবিসি যৌথ আয়োজনে আবহমান বাংলার মুদ্রা ও কাগজি নোটের প্রদর্শনী পরিদর্শনরত বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ড. আতিউর রহমান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, ২০১২

ইংরেজি ভাষা দক্ষতা কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ২০১২

অন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান, ২০১২

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৩৮নং গ্যালারিতে স্থাপিত লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর উদ্বোধন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান, ২০১২

অধ্যাপক ডাঃ জোহরা বেগম কাজীর শততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, ২০১২

শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান।

জাদুঘরের ৩৮ নম্বর গ্যালারিতে স্থাপিত 'লাইট এন্ড সাউন্ড শো'

'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০ থেকে ২০১১) এবং উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, এমপি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের নিকট হস্তান্তর, ২০১২

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক গ্যালারি পরিদর্শন করছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ. এম. এ. মুহিত ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, ২০১৩

তরুণ শিল্পীদের আঁকা এবং জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ. টি. ইমাম, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত জাদুঘর-সুহৃদ জাহানারা খাতুনের ৮৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দুর্লভ বই ও সাময়িকীর বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর নজরুল ইসলাম, ২০১৩

শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণিল আয়োজনে শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ, ২০১৩।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শততম জন্মবার্ষিকী আয়োজনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২০১৪।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত স্মৃতি নিদর্শন হস্তান্তর, ২০২২।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত মুজিব কোট, পায়জামা ও পাঞ্জাবি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত টোব্যাকো পাইপ।

বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত স্মৃতি নিদর্শন পরিদর্শনরত একদল শিক্ষার্থী।

শিক্ষাক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর একুশে পদক ২০২৩ অর্জন করে। জাদুঘরের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে একুশে পদক ২০২৩ গ্রহণ করেন জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান। পদকপ্রাপ্তির পর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান এবং জাদুঘরের সচিব গাজী মো. ওয়ালি-উল-হকের সঙ্গে উলুসিত জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

শীর্ষক প্রশিক্ষণের সনদপত্র প্রদান করছেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান (অতিরিক্ত সচিব), ২০২২।

জাতীয় শিশু দিবস ও স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ' বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক প্রদর্শনী, উদ্বোধন করছেন জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিশ্বমানের একটি শিশু লাইব্রেরি স্থাপনে জাদুঘর এবং তাদাও অ্যান্দো আর্কিটেক্ট অ্যান্ড এসোসিয়েটস-এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

জাদুঘর পরিদর্শনরত একদল শিক্ষার্থী।

জাতীয় শিশু দিবস ও স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ' বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক প্রদর্শনী, পরিদর্শন করছেন জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান।

জাদুঘরে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ লাইন।

জাদুঘর পরিদর্শনরত একদল ক্ষুদে শিক্ষার্থী।

স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট জাদুঘর: প্রত্যাশা পূরণ ও বাস্তবায়ন রূপরেখা

দিবাকর সিকদার*

সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে নিরন্তরভাবে। শতবর্ষ অতিক্রম করে আজ এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক আধারক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কালের বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার মধ্যেই সৃষ্টির সার্থকতা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে কি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অগ্রসৈনিক হিসেবে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় এসেছে। প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একটি আধুনিক ও স্মার্ট জাদুঘরে রূপান্তরের প্রত্যাশায় পাশ্চাত্যের আধুনিক জাদুঘরসমূহ পরিদর্শন ও পরিদর্শনলব্ধ জ্ঞানের আলোকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে গড়ে তোলার মানসে জাদুঘরের বর্তমান অবস্থা, সীমাবদ্ধতা ও উত্তোরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করার মানসে আমি এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

বিষয়সূচক শব্দ: প্রযুক্তি, বিবর্তন, আধুনিকায়ন, সীমাবদ্ধতা, লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদি।

ভূমিকা:

জাদুঘর বা মিউজিয়াম বলতে আমরা এমন একটি স্থান বা জায়গাকে বুঝি, যার কাজ হলো আমাদের জীবনের এক সময়কার প্রতিদিনের ব্যবহার্য উপাদানসমূহ যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়, সেগুলোকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে সর্বসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করা এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা (বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজাজা, ২০১৩, পৃ. ৫) । সে কারণে জাদুঘর হলো একটি জাতির সভ্যতা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার। জাদুঘরের মাধ্যমেই একটি জাতির শেকড় সন্ধান করা যায়। প্রথম জাদুঘর কবে, কোথায়, কাদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল, তা বৃহত্তর গবেষণার বিষয়। তবে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে Ptolemy I Soter (টলেমি আই সোটার) প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর নির্মাণের ধারার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। আজ তাই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এই জাদুঘরগুলো কোথাও বিষয়ভিত্তিক, কোথাও সর্ববিষয়কেন্দ্রিক বা বহুমাত্রিক। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর একটি বহুমাত্রিক জাদুঘর। বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত উপাদান বা নিদর্শন এবং পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যিক নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

১৯১৩ সালে 'ঢাকা যাদুঘর' নামে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়। 'ঢাকা যাদুঘর' প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকাকে। তখন গভর্নর ল্যান্সলট হেয়ারের কাছে ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট মুদ্রাতত্ত্ববিদ এইচ ই স্টেপালটন ১৯০৯ সালে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ১৯১২ সালের ২৫ জুলাই ঢাকার নর্থব্রুক হলে পূর্ববঙ্গ ও আসাসের তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলকে দেয়া সংবর্ধনা সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পুনরায় প্রস্তাব পেশ করেন। জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজে গতি আসে এবং ১৯১৩ সালের ৫ মার্চ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সরকারি অনুমোদনের গেজেট প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের ৭ আগস্ট ঢাকায় নবনির্মিত সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে 'ঢাকা যাদুঘর' উদ্বোধন করেন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। ৩৭৯টি ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট

* উপকীপার, ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। এরপর ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সচিবালয়ের কক্ষ থেকে 'ঢাকা যাদুঘর' স্থানান্তরিত হয় নিমতলীর নায়েব নাজিমের বারোদুয়ারি ও দেউরিতে। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল ঢাকা মিউজিয়াম (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) অধ্যাদেশ জারী হয়।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে একটি জাতীয় জাদুঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় বঙ্গবন্ধু 'ঢাকা যাদুঘর'কে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে উত্তোলিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকাটি সংরক্ষণের জন্য জাদুঘরে উপহার দেন। পরবর্তীতে ১০ মে তিনি আরও ৪৮টি (৪৮+১=৪৯টি) নিদর্শন জাদুঘরে উপহার প্রদান করেন (বা.জা.জা. শতবর্ষ স্মরণিকা, ২০১৩, পৃ. ৩১)।

১৯৭২ সালের ২২ অক্টোবর একটি জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সরকারের নিকট পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম কমিশন' গঠিত হয় এবং এই কমিশনের প্রথম সভায় 'ঢাকা জাদুঘর'কে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা কমিশনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮ জুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় জাদুঘর কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ঢাকা যাদুঘর'কে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসেবে অনুমোদন দেন ১৯৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রকল্প অনুমোদিত হয় (বা.জা.জা. শতবর্ষ স্মরণিকা, ২০১৩, পৃ. ৩১-৩২)।

১৯৭৬ সালের ৭ আগস্ট শিক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহনের জন্য প্রথম স্কুল বাস চালু হয়। ২৩ নভেম্বর বর্তমান জাদুঘরের প্রস্তাবিত নকশাটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৭৭ সালের ১৬ মার্চ শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ মে জাদুঘরে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর প্রথম ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস চালু হয়। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী হয়। ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠিত হয়। ১৭ নভেম্বর শাহবাগে নির্মিত জাতীয় জাদুঘরের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়।

বর্তমানে জাদুঘরের গ্যালারি সংখ্যা ৪৫টি। গ্যালারিসমূহে ৩,৫৬৭টি সংগ্রহভুক্ত নিদর্শন ছাড়াও ১,৮২৮টি সংগ্রহ বহির্ভূত নিদর্শন ও আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত মোট নিদর্শন সংখ্যা ৯৩,৭৩৮টি (৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধীনে ৭টি শাখা জাদুঘর রয়েছে। এগুলি হল :

১) আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা।

২) ওসমানী জাদুঘর, সিলেট।

৩) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ।

৪) জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম।

৫) পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন জাদুঘর ও লোকসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর।

৬) সাংবাদিক কাঙাল হরিণাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুষ্টিয়া।

৭) স্বাধীনতা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।

উদ্দেশ্য:

১৯১৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পথচলা শুরু। প্রতিষ্ঠার ১১০ বছর অতিক্রম করতে চলেছি আমরা। মাত্র ৩৭৯টি ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের বর্তমান নিদর্শন সংখ্যা ৯৩,৭৩৮টি (৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)। শাহবাগের বর্তমান ভবনে জাদুঘর স্থানান্তরিত হয়েছে সেটাও ৪০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। এই প্রায় চার দশকে আমাদের প্রাপ্তি কতোটুকু? নিদর্শন সংগ্রহের দিক দিয়ে আমরা এগিয়েছি। কিন্তু সংগৃহীত নিদর্শন সংরক্ষণ, প্রদর্শন, গবেষণা ও নিরাময় ব্যবস্থার দিক দিয়ে আমরা কতটুকু এগুতে পেরেছি? নব্বইয়ের দশক থেকে বিশেষ করে ডিজিটালাইজেশনের যুগে পদার্পণ করার সময় থেকে জাদুঘরে নিদর্শন সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণায় আমাদের অগ্রগতির সূচক কোন মুখি? জাদুঘরকে কি আমরা চিত্তাকর্ষক বা দর্শকবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি? কোথায় আমাদের অর্জন, কোথায় সীমাবদ্ধতা, সীমবদ্ধতা উত্তোরণের কৌশল, একুশ শতকে জাদুঘরকে আমরা কোথায় দেখতে চাই অর্থাৎ আমাদের যে প্রত্যাশা সেটা সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করা এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একটি আধুনিক ও স্মার্ট জাদুঘরের রূপান্তরের বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে জাদুঘর ব্যবস্থাপনার গুণগত মানোন্নয়ের মাধ্যমে উন্নত দেশের জাদুঘরগুলোর ন্যায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একটি দৃষ্টিনন্দন, স্মার্ট, আধুনিক ও ডিজিটাল জাদুঘরে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনা ভ্রমণ করে। প্রতিনিধি দল সেখানে ৬টি জাদুঘর পরিদর্শন করে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করে।

প্রতিনিধি দল কর্তৃক পরিদর্শনকৃত জাদুঘরসমূহ:

- ইম্পেরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, যুক্তরাজ্য।
- ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, যুক্তরাজ্য।
- ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যুক্তরাজ্য।
- সাভোরি মিউজিয়াম, আর্জেন্টিনা।
- মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম, আর্জেন্টিনা।
- ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম অব আর্জেন্টিনা।

এই জাদুঘরগুলো পরিদর্শন এবং জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একটি দৃষ্টিনন্দন, আধুনিক, ডিজিটাল ও স্মার্ট জাদুঘরে রূপান্তরের ধারণা আমরা পাই। সেখান থেকে প্রাপ্ত ধারণাও এই প্রবন্ধ রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাসঙ্গিকতা:

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলাই কর্তব্য। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রায় এনেছে আমূল পরিবর্তন। সভ্যতার এই বিবর্তনধারায় খাপ খাইয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবী থেকে মস্ত ক্ষমতাধর ডাইনোসরের বিদায় আমাদের সামনে একটি জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত। এমন অসংখ্য উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। আমরা সেই উদাহরণ হতে চাই না। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব অতিক্রম করে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং প্রযুক্তির বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একটি স্মার্ট জাদুঘরে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠার পর জাদুঘরের প্রথম বিবর্তনটি আসে ১৯৭৭ সালে, যখন শাহবাগের বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বিবর্তন ধাপটি সম্পন্ন হয় ১৯৮৩ সালে। এরপর একবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জাদুঘরের দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জাদুঘরের দ্বিতীয় বিবর্তন ধারার সূচনা হয়, যা আজও চলমান। জাদুঘরের প্রায় অর্ধেক গ্যালারি আজও সেই প্রায় চার দশকের পুরাতন সজ্জা বহন করে চলেছে। এখানে আধুনিকায়ন প্রাসঙ্গিকতার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সমীচীন বলে মনে হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিসজ্জা এবং উন্নত বিশ্বের জাদুঘরসমূহের গ্যালারিসজ্জা

তুলনামূলক আলোচনা

পেইন্টিং গ্যালারি

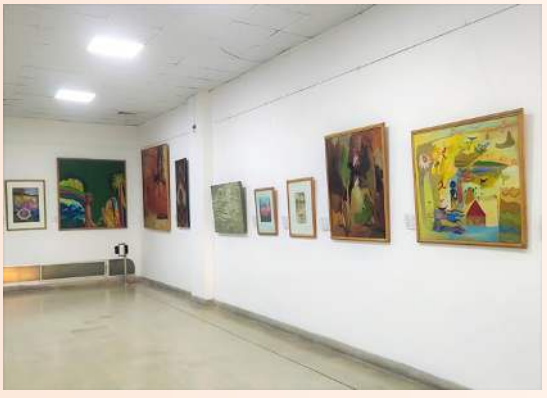

গ্যালারি নম্বর-৩৪, বা.জা.জা.

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের গ্যালারি

অলংকার ও তৈজসপত্র গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর-২৫, বা.জা.জা.

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্যালারি

ট্যারাকোটা গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর-১৬, বা.জা.জা.

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্যালারি

মুদ্রা ও পদক গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর-১৬, বা.জা.জা.

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্যালারি

পাণ্ডুলিপি গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর-৩৩, বা.জা.জা.

ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ইরান-এর গ্যালারি

শিলা ও খনিজ গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর-৪, বা.জা.জা.

ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, লাটভিয়া-এর গ্যালারি

টেক্সটাইল গ্যালারি

গ্যালারি নম্বর-২৯, বা.জা.জা.

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের গ্যালারি

ভাস্কর্য গ্যালারি

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের গ্যালারি

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের গ্যালারি

সমস্যা/দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিতকরণ:

একটি বিখ্যাত গ্রিক নীতিবাক্য রয়েছে, 'Know thyself' অর্থাৎ 'নিজেকে জানুন'। যদিও এটিকে অনেকে সক্রেটিসের উক্তি বলে বিভ্রান্ত হন, তবে প্রকৃতপক্ষে এটি হল গ্রিসের ডেলফির অ্যাপোলো মন্দিরের ফোরকোর্টে খোদাই করা তিনটি নীতিবাক্যের প্রথমটি। অন্য দু'টি নীতিবাক্য হল 'nothing too much' অর্থাৎ 'অতিরিক্ত কিছু নয়'। 'give a pledge' অর্থাৎ 'নিশ্চয়তা পাগলামি আনে'। যাই হোক, 'নিজেকে জানুন' এই নীতিবাক্যটিকে আদর্শ মেনে নিজেকে অর্থাৎ নিজের প্রতিষ্ঠানকে জানার চেষ্টায় ব্রতী হলাম। জানার চেষ্টা করলাম আমাদের সমস্যাগুলো, চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে লাগলাম আমাদের দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতাগুলোকে। গত ৩ বছর ধরে আমার নিজস্ব গবেষণায় প্রতিনিয়ত এগুলোকে যুক্ত করতে লাগলাম। সেইসঙ্গে এই সকল দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায় খুঁজতে শুরু করলাম। গবেষণায় ব্রতী হয়ে জাদুঘরের যে সমস্যা/দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি, সেগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি।

১) গ্যালারিসমূহের অবকাঠমোগত দুর্বলতা।

- বৈচিত্র্যহীন অভ্যন্তরীণ নকশা।
- গ্যালারিসজ্জায় অপরিকল্পিত ফলস সিলিংয়ের ব্যবহার।
- দৃষ্টিসুখবর্জিত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা।

২) নিদর্শন উপস্থাপনায় উদ্ভাবনী পদ্ধতির অনুপস্থিতি।

- সনাতন উপস্থাপন কৌশল।
- চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনার অভাব।
- নিদর্শন উপস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভ্যস্ততা।

৩) অসামঞ্জস্য আলোকসম্পাত।

- নিদর্শনের প্রকৃতি বিবেচনায় আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- আলোকসম্পাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে অনীহা।
- সনাতন ওয়েল্ডিং ব্যবস্থা।

৪) গ্যালারিতে রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যহীনতা।

- নিদর্শনের প্রকৃতি অনুযায়ী গ্যালারির রঙ নির্বাচনে ব্যর্থতা।
- বৈচিত্র্যময় রঙ ব্যবহারে অনভ্যস্ততা।
- হালকা রঙ ব্যবহারগত সংস্কারে চিত্ত আবদ্ধ থাকা।

৫) উপস্থাপিত শোকেসের নকশায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা।

- নিদর্শনের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী শোকেস তৈরি না করা।
- অত্যাধুনিক শোকেস তৈরিতে অনাগ্রহ।
- অত্যাধুনিক শোকেস নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতা ।

৬) গ্যালারিতে পরিচিতিমূলক কি-লেবেলের অনুপস্থিতি।

- জাদুঘরের অধিকাংশ গ্যালারিতে পরিচিতিমূলক কি-লেবেল নেই।
- দুই-একটি গ্যালারিতে থাকলেও পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।
- কি-লেবেল উপস্থাপন বিষয়ে অনভ্যস্ততা বা অনাগ্রহ।

৭) লেবেলে অপর্যাপ্ত তথ্য এবং দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপন কৌশলের অভাব।

- জাদুঘরের অধিকাংশ গ্যালারিতে উপস্থাপিত নিদর্শনের লেবেলের তথ্য অপর্যাপ্ত।
- লেবেল উপস্থাপনায় দৃষ্টিসুখের ঘাটতি রয়েছে।
- লেবেল তৈরি ও উপস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারে অনভ্যস্ততা বা অনাগ্রহ।

৮) গ্যালারি পরিদর্শনে দর্শকদের অবাধ স্বাধীনতার অনুপস্থিতি।

- জাদুঘর পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দর্শকদের ব্যক্তিগত পছন্দের সুযোগ নেই।
- জাদুঘর প্রাঙ্গণে দর্শকদের অবাধ বিচরণের সুযোগ না রাখা।
- ছোট/সহজে পরিবহনযোগ্য ব্যাগ নিয়ে গ্যালারি পরিদর্শন বিষয়ক জটিলতা।

৯) গ্যালারিতে ছবি তোলার ক্ষেত্রে অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা।

- গ্যালারিতে আলোকচিত্র ধারণের সুযোগ দেয়া সময়ের দাবি।
- বর্তমান সময়ে সেলফি তরুনদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু গ্যালারিতে সেলফি ধারণেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
- উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষতিকর ফ্ল্যাস লাইট ব্যবহার না করা সহ অন্যান্য কিছু শর্তসাপেক্ষে ছবি তোলার সুযোগ দেয়া জাদুঘরের প্রচারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে।

১০) গ্যালারির সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অদূরদর্শিতা।

- নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির চেয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতির প্রয়োগে আগ্রহ।
- সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে জাদুঘরের সামগ্রিক নিরাপত্তাবিধানের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব।
- কন্ট্রোল রুমের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং নিরাপত্তাকর্মীদের মানসিক উৎকর্ষসাধন ও জাদুঘরের ভাবমূর্তি রক্ষায় তাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ রাখার ব্যবস্থা।
- নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য একটি ইউনিক পোশাক না থাকা।
- পাবলিক রিলেশন বজায় রাখার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির অভাব।

১১) দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব।

- জনবল সংকট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা।
- ১৯৮৩ সালের কাঠামো দিয়ে চলছে জাদুঘর, তবে বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জনবল যুক্ত হলেও সেটি বাজাজা'র মত একটি বহুমাত্রিক জাদুঘর পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত নয়।
- তবে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে দক্ষ জনবল নিয়ে, জাদুঘরে বর্তমানে জনবলের সংখ্যার চেয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবটাই মুখ্য।

১২) গ্যালারি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং জাদুঘরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় আর্থিক যোগানের অপ্রতুলতা।

- জাদুঘর পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আর্থিক যোগানের অভাব রয়েছে।।
- গ্যালারি আধুনিকায়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাদুঘর প্রাপ্ত বরাদ্দ নিতান্তই নগন্য।
- বাজাজাকে উন্নত বিশ্বের অধুনিক জাদুঘরের আদলে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের কোনো বিকল্প নেই।

উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বড় অন্তরায়। সময় এগিয়ে যাচ্ছে, জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জাদুঘরের দর্শকসংখ্যা বাড়ছে না। ১৯৯২ সালে জাদুঘরে প্রবেশের জন্য টিকেটিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত দর্শকসংখ্যা ৫-৭ লক্ষের মধ্যেই আটকে রয়েছে (হিসাব শাখা, বা.জা.জা. থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। কিন্তু প্রবেশমূল্য ধার্য হওয়ার পূর্ববর্তী ৩ বছর জাদুঘরের গড় দর্শক সংখ্যা ১৭ লক্ষ ছিল বলে জাদুঘরের প্রাক্তন কীপার ড. স্বপন কুমার বিশ্বাসের লেখা একটি প্রবন্ধ (ড. স্বপন বিশ্বাস, মিউজিয়াম মার্কেটিং, ২০০৩) থেকে জানা যায়। সুতরাং, জাদুঘরের যথার্থ আধুনিকায়নের মাধ্যমে দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি করাও জাদুঘরের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।

অর্জন/প্রাপ্তি:

- তবে গত এক দশকে আমাদের প্রাপ্তির হিসাবও নেহাত কম নয়।
- ৩৭,৩৮,৩৯ ও ৪০ নম্বর গ্যালারিতে 'দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। 'লাইট, সাউন্ড অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া শো' স্থাপন।
- জাদুঘরে অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম চালুকরণ।
- তিনটি শাখা জাদুঘর স্থাপন ও পরিচালনা।
- জাদুঘরের প্রায় অর্ধেক গ্যালারি আধুনিকীকরণ। (যদিও এ বিষয়ে কিছুটা বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।)
- ভারতের শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবন জাদুঘর এবং শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিস্ট মিউজিয়ামে বাংলাদেশ গ্যালারি সজ্জিতকরণ।
- সিএমএস প্রকল্পের আওতায় নিদর্শনের বর্ণনামূলক ক্যাটালগ মুদ্রণ।
- 'তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' এবং 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন।
- সংরক্ষণ রসায়নাগার ও রসায়নাগার স্টোরের আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি KOIKA-এর সহায়তায় বাস্তবায়ন।
- জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাজিরায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন এবং অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গ্যালারি
(গ্যলারি নং- ৪৫)

বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি
(গ্যলারি নং- ২৮)

জয়নুল গ্যালারি
(গ্যলারি নং- ৩৫)

কাচ ও কাচপন্য গ্যালারি
(গ্যলারি নং- ২৭)

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অবজেক্ট আইডি ব্যবস্থাপনা

৩৮ নম্বর গ্যালারিতে স্থাপিত লাইট, সাউন্ড অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া শো

প্রত্যাশা:

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড যেমন বেড়েছে, তেমনি জাদুঘরকে নিয়ে মানুষের প্রত্যাশাও বেড়েছে। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জাদুঘরের দর্শক সংখ্যা বাড়ছে না। এ প্রসঙ্গে 'মিউজিয়াম মার্কেটিং' বিষয়টি নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

মুক্তবাজার অর্থনীতির (Free Market Economy) বর্তমান বিশ্বে মার্কেটিং একটি আপেক্ষিক ধারণা (Vague Concept)। এখন প্রশ্ন হল, মিউজিয়ামের ক্ষেত্রে মার্কেটিং শব্দটি কতোটা প্রাসঙ্গিক? 'মিউজিয়াম মার্কেটিং' হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা মিউজিয়ামকে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করে মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে। 'মার্কেটিং' শব্দটির প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো সাধারণত লাভজনক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই অধিক সম্পর্কযুক্ত। তবে জাদুঘরের মত একটি অলাভজনক/সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Lovecock and Weinberg- এর সংজ্ঞা প্রনিধানযোগ্য, 'Marketing is the management function that most explicitly links an organization to its external environment not only to its current and prospective customers, but also to its funding sources and other relevant constituencies' (Lovecock and Weinberg, 1988, p.10).

'মিউজিয়াম মার্কেটিং' সম্পর্কে খবরিং-এর একটি সংজ্ঞা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বলছেন, 'Marketing is the management process which confirms the mission of a museum or gallery and is then responsible for the efficient identification, anticipation and satisfaction of its users. (Lewis, 1991, p.26)

'মিউজিয়াম মার্কেটিং' হল একটি দর্শন যেখানে মিউজিয়াম জনগণের কথা চিন্তা করে তার কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে। যে সকল দর্শক মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছেন তাদের মতামত এবং যারা পরিদর্শন করেনি তাদের কথাও সেই চিন্তায় স্থান পায়। এটি একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যা বিভিন্ন উপকরণ ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হয়। 'মিউজিয়াম মার্কেটিং' শব্দটি আমাদের কাছে তুলনামূলক কম উপলব্ধ। আমাদের মনে রাখতে হবে, মিউজিয়াম কোনো পণ্য নয়, আবার মিউজিয়ামের দর্শক বা ব্যবহারকরীরা ক্রেতাও নয়। মিউজিয়ামের আসল উদ্দেশ্য হল জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা এবং সেবা গ্রহণের বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করা।

বর্তমান যুগে দর্শকরা জাদুঘরকে আরও আকর্ষণীয় রূপে দেখতে চায়, তারা উন্নত বিশ্বের আধুনিক জাদুঘরগুলোর ন্যায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উন্নততর প্রদর্শনব্যবস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম ও সর্বোত্তম সেবা প্রত্যাশা করে। এজন্য প্রয়োজন অধিক অর্থের। এক্ষেত্রে অন্তরায় হল শুধুমাত্র সরকারি অনুদানের ওপর ভিত্তি করে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড পরিচালনা। সুতরাং, নিজস্ব আয় না বাড়াতে পারলে জাদুঘরকে একটি আধুনিক জাদুঘরে রূপান্তরের চেষ্টা বৃথা হবার সম্ভাবনাই প্রবল। এক্ষেত্রে 'মিউজিয়াম মার্কেটিং' আমাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে বলে মনে হয়। তবে প্রবেশমূল্য যেন জনসাধারণকে জাদুঘরবিমুখ করে না ফেলে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

জাদুঘরের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হল সঠিক পরিকল্পনার অভাব। উন্নত বিশ্বের একটি আধুনিক জাদুঘরের মত করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কাছে আমরা কী চাই? একটি আধুনিক জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে আমরা কোথায় দেখতে চাই সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রযুক্তির সহায়তায় পৃথিবী আজ মানুষের হাতের মুঠায়। আমাদের নতুন প্রজন্ম অত্যন্ত মেধাবী। তারা সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মগ্ন। অ্যান্ড্রয়েড মুঠোফোনে ব্রিটিশ/লুভ মিউজিয়ামের সুসজ্জিত গ্যালারি ভিজিট করে তারা ২০ টাকা খরচ করে কেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনে আসবে? সেটা আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। নিদর্শনের উপস্থাপন কৌশল বা গ্যালারিসজ্জা জনসাধারণকে জাদুঘরমুখী করার অন্যতম শর্ত। এ ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি কতোটুকু? গ্যালারিসজ্জার সনাতন কৌশল অবলম্বন করে আমরা কি আমাদের প্রযুক্তির আশির্বাদপুষ্ট নতুন প্রজন্মকে সত্যিই জাদুঘরমুখী করতে সক্ষম হব?

শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এই ভবনটি নিজেই একটি হেরিটেজের অংশ হয়ে গেছে। তাইতো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ভবনের অউটলুক পরিবর্তন না করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন বলে জানা যায়। জাদুঘর ভবনটির বয়স ৪০ বছর অতিক্রম করতে চলেছে। ৪০ বছরের পুরাতন এই হেরিটেজ ভবনের স্থায়িত্ব যদি আমরা বৃদ্ধি করতে চাই সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। স্থাপত্যবিদরা ভবনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পুরাতন ভবনের লোড কমানোর বিষয়ে মত দেন। অথচ গ্যালারি আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সম্প্রতি আধুনিকায়নকৃত ৩টি গ্যালারিতে প্রায় ২৫-৩০ টন লোড ভবনের উপর আরোপ করা হচ্ছে। ভবনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে তুলনামূলক কম লোডসম্পন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে গ্যালারি আধুনিকায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেক্ষেত্রে গ্যালারি আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে গ্যালারিসজ্জার কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টিও বিবেচনার দাবি রাখে।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় একটি স্মার্ট ও আধুনিক জাদুঘরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর সামনে প্রতিবন্ধকতা অনেক। এই প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে উন্নত বিশ্বের জাদুঘরসমূহের ন্যায় একটি আধুনিক জাদুঘর হিসেবে দেখতে চাওয়া আমাদের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সীমিত সামর্থের মধ্যেও কাজ করে চলেছি। আগামী দশকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে আমরা কোথায় দেখতে চাই, সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ আমি এখানে উপস্থাপন করছি।

জাদুঘরের উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একটি স্মার্ট ও আধুনিক জাদুঘরে রূপান্তরের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জাদুঘরের মূল ভবন থেকে অফিস ও স্টোর নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে জাদুঘরের গ্যালারি সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে জাদুঘরে ৪৫টি গ্যালারি রয়েছে। নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জাদুঘরের গ্যালারি সংখ্যা ৮০ তে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে নতুন গ্যালারিসমূহ কীভাবে এবং কী কী নিদর্শনের দ্বারা সজ্জিত করা হবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

জাদুঘরের মূল ভবনের ক্ষেত্রফল ৯০,০০০ (দৈর্ঘ্য-৩০০ ফুট এবং প্রস্থ ৩০০ ফুট) বর্গফুট। এই ক্ষেত্রফলটি প্রতিটি ফ্লোরের ক্ষেত্রফল। এর মধ্যে প্রতি ফ্লোরের (৫০,০০০ বর্গফুট + ১৭,০০০ বর্গফুট) মোট ৬৭,০০০ বর্গফুট জায়গা ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকী ২৩,০০০ বর্গফুট জায়গা অব্যবহৃত রয়েছে। এই অব্যবহৃত ২৩,০০০ বর্গফুট জায়গা ব্যবহারোপযোগী করার জন্য জাদুঘর কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

জাদুঘরের মূল ভবনের উপরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আদলে গ্লাস কেনপি ব্যবহার করে জাদুঘরের অভ্যন্তরের সম্পূর্ণ জায়গাই ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভব। ১৯৫০ সালের পূর্বে এবং পরের ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে দেখলেই এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটি প্রচ্ছন্ন ছায়া রয়েছে।

জাদুঘরকে আধুনিক ও স্মার্ট জাদুঘরে রূপান্তর করে এর বৃদ্ধি করে জাদুঘরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হলে জাদুঘরকে দর্শক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে জাদুঘরের অভ্যন্তরে আলাদা বুক কর্নার, চিলড্রেন'স জোন, কফি কর্নার, সিনিয়র সিটিজেনস্ কর্নার ইত্যাদি স্থাপন করা যায়। এছাড়া দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে জাদুঘরের অভ্যন্তরে এ সংক্রান্ত ছোট ছোট বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন স্পেশাল ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের অধিকহারে জাদুঘর পরিদর্শনে উৎসাহিত করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ জাদুঘরকে গ্রহণ করতে হবে যেন জাদুঘরকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। এর জন্য জাদুঘরের আধুনিকায়ন এখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পরেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (বার্ডস আই ভিউ)

ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ১৯২৬ (সূত্রঃ ইন্টারনেট)

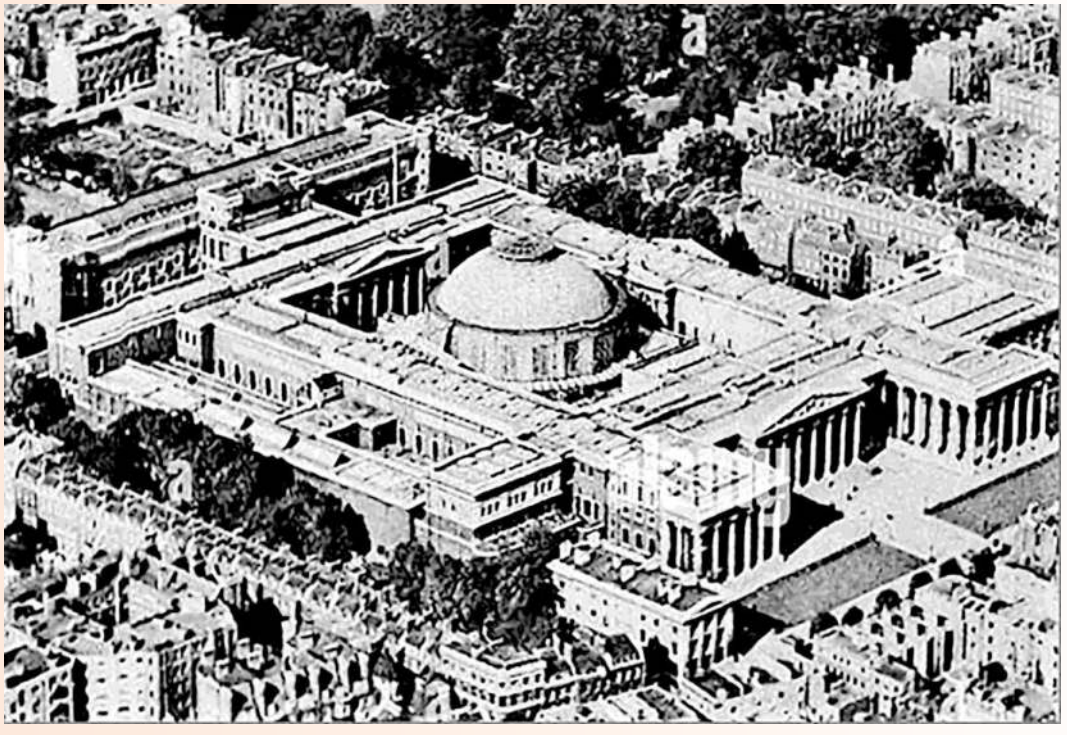

ব্রিটিশ মিউজিয়াম (সূত্রঃ ইন্টারনেট), (বার্ডস আই ভিউ)

আধুনিকায়নকৃত ব্রিটিশ মিউজিয়াম (সূত্রঃ ইন্টারনেট)

প্রবন্ধকারের প্রত্যাশায় গ্লাস কেনপির ব্যবহারে আধুনিকায়নকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

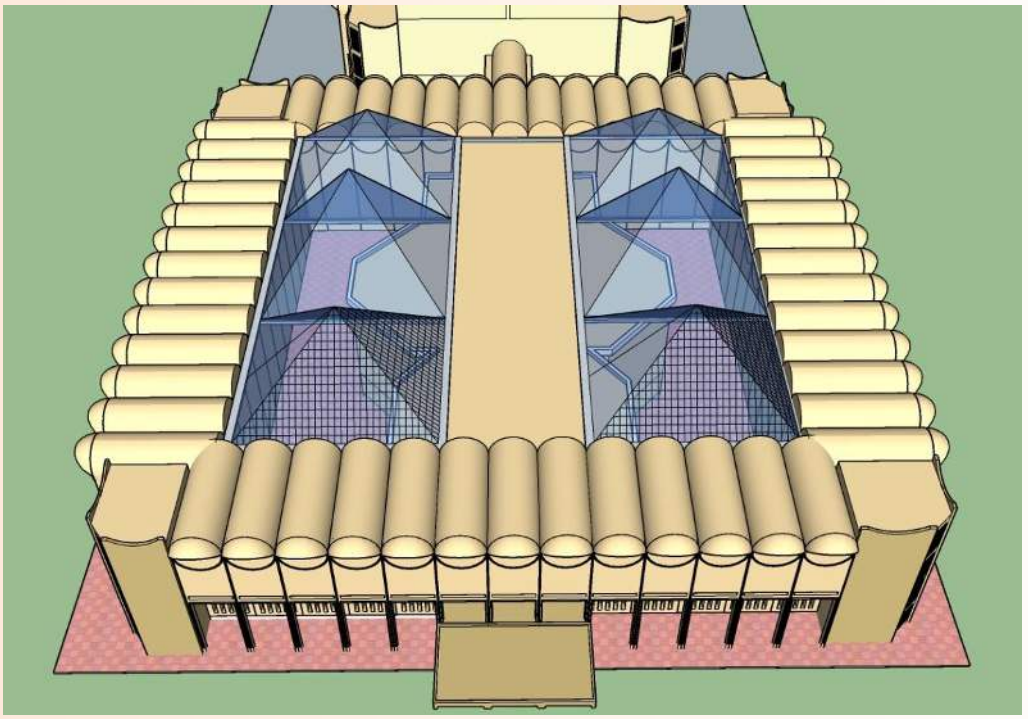

প্রবন্ধকারের প্রত্যাশায় আধুনিকায়নকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সজ্জা

প্রবন্ধকারের প্রত্যাশায় আধুনিকায়নকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সজ্জা

প্রবন্ধকারের প্রত্যাশায় আধুনিকায়নকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সজ্জা

প্রবন্ধকারের প্রত্যাশায় আধুনিকায়নকৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সজ্জা (বার্ডস আই ভিউ)

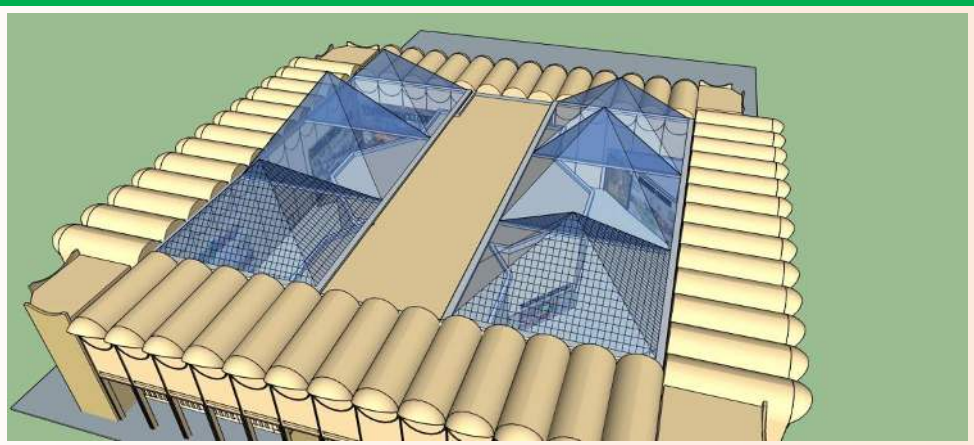

শেষকথন:

পরিশেষে বলতে চাই, এটি নিতান্তই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এটি নিয়ে অনেক আলোচনা, গবেষণা প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথকে সুগম করতে পারে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে হবে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়েছে। যারা জনগণের জন্য যতোবেশি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে জনগণ তাদের কাছেই যাবে সেবা গ্রহণের জন্য। বাজারমুখী অর্থনীতিতে ভোক্তা বা জনগণই কিন্তু রাজা, কারণ অর্থ তার পকেটেই। সুতরাং সামগ্রিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে জাদুঘর কি নিজেকে সনাতন ব্যবস্থায় সংস্কারাবদ্ধ রাখবে, নাকি আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে নিজেকে আলোকিত করবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব জাদুঘরকেই নিতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. শামসুজ্জামান খান, জাদুঘর ও অবস্তুগত উত্তরাধিকার, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

২. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশে মিউজিয়াম, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

৩. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, স্মরণিকা (ঢাকা জাদুঘর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১৯৬২-১৯৮৭), ঢাকা, ১৯৮৭

৪. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, স্মরণিকা, (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১৯১৩-১৯৮৮), ঢাকা, ১৯৮৮

৫. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, স্মরণিকা (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৮৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী), ঢাকা, ১৯৯৮

৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শতবর্ষ স্মরণিকা, ঢাকা, ২০১৩

৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২, ঢাকা, ২০১২

৮. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, ঢাকা, ২০১৩

৯. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪, ঢাকা, ২০১৪

১০. The Museums in Bangladesh, Firoz Mahmud & Habibur Rahman, Bangla Academy, Dhaka, 1987

১১. Nick Prior, Museums and Modernity: Art Galleries and the Making of Modern Culture, Berg. Place of Publication, New York, 2003

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আগত দর্শক সংখ্যা (১৯১৩-২০২২)

বছর	সংখ্যা	বছর	সংখ্যা
১৯১৪-১৯২৫	৪৪৫৩	১৯৬১-১৯৬২	
১৯২৫-১৯২৬	-	১৯৬২-১৯৬৩	৩১৬০১
১৯২৬-১৯২৭	২৮৮৮৫	১৯৬৩-১৯৬৪	১২১১৪৬
১৯২৭-১৯২৮	৩৬০৬৭	১৯৬৪-১৯৬৫	১৪৪৪১৩
১৯২৮-১৯২৯	৩০৭২৪	১৯৬৫-১৯৬৬	১৮৫১৫৩
১৯২৯-১৯৩০	৩৬১৬৮	১৯৬৬-১৯৬৭	১৭৪১৯৯
১৯৩০-১৯৩১	২৪৪৬৭	১৯৬৭-১৯৬৮	২০৬১২৬
১৯৩১-১৯৩২	২৭২৬৯	১৯৬৮-১৯৬৯	২৩৩৪৩৩
১৯৩২-১৯৩৩	২৯৯৩৩	১৯৬৯-১৯৭০	২৩৭৬২৭
১৯৩৩-১৯৩৪	২৯৪২৫	১৯৭০-১৯৭১	-
১৯৩৪-১৯৩৫	৪১২১৭	১৯৭১-১৯৭২	-
১৯৩৫-১৯৩৬	২৯৩৬৪	১৯৭২-১৯৭৩	-
১৯৩৬-১৯৩৭	৪১৬৭৯	১৯৭৩-১৯৭৪	২৭১২৫৪
১৯৩৭-১৯৩৮	৩৬৩১৪	১৯৭৪-১৯৭৫	২৫০৩৫৯
১৯৩৮-১৯৩৯	৩৬০১৩	১৯৭৫-১৯৭৬	২৫৮৬৪৩
১৯৩৯-১৯৪০	৩০১২২	১৯৭৬-১৯৭৭	৩৪৫০১২
১৯৪০-১৯৪১	৩২৩৫৬	১৯৭৭-১৯৭৮	৫৪১৮৯৯
১৯৪১-১৯৪২	১৫০৬৬	১৯৭৮-১৯৭৯	৫৬৭২৩৪
১৯৪২-১৯৪৩	২২৫০৮	১৯৭৯-১৯৮০	৩৭৯৮৬৩
১৯৪৩-১৯৪৪	১৯৮৬৯	১৯৮০-১৯৮১	৪০৩৪৫৩
১৯৪৪-১৯৪৫	২০৮৬৪	১৯৮১-১৯৮২	২৮৩১০৮
১৯৪৫-১৯৪৬	-	১৯৮২-১৯৮৩	-
১৯৪৬-১৯৪৭	-	১৯৮৩-১৯৮৪	১২৩২৫১৩
১৯৪৭-১৯৪৮	৩৭৩২৫	১৯৮৪-১৯৮৫	১৬৮৪৬৭৭
১৯৪৮-১৯৪৯	৩৫১৮১	১৯৮৫-১৯৮৬	১৭৯২৮৪৮
১৯৪৯-১৯৫০	২৫৪৫০	১৯৮৬-১৯৮৭	১২৫২৯১৮
১৯৫০-১৯৫১	২২৩৪০	১৯৮৭-১৯৮৮	১১৯৯৪০৬
১৯৫১-১৯৫২	৪৪৬৩৪	১৯৮৮-১৯৮৯	-
১৯৫২-১৯৫৩	-	১৯৮৯-১৯৯০	-
১৯৫৩-১৯৫৪	-	১৯৯০-১৯৯১	-
১৯৫৪-১৯৫৫	-	১৯৯১-১৯৯২	-
১৯৫৫-১৯৫৬	-	১৯৯২-১৯৯৩	৬৯৬৩৬২
১৯৫৬-১৯৫৭	-	১৯৯৩-১৯৯৪	৬৩৯৩৯৩
১৯৫৭-১৯৫৮	-	১৯৯৪-১৯৯৫	৫৯৪৮৭২
১৯৫৮-১৯৫৯	-	১৯৯৫-১৯৯৬	৪৬২১৫৩
১৯৫৯-১৯৬০	-	১৯৯৬-১৯৯৭	৬৫৩৭০১
১৯৬০-১৯৬১	-	১৯৯৭-১৯৯৮	৫১৭৫২৫
১৯৯৮-১৯৯৯	৪৮৫৭৪৬	২০১১-২০১২	৬১৫১৮৩

বছর	সংখ্যা	বছর	সংখ্যা
১৯৯৯-২০০০	৬২৫৯১৩	২০১২-২০১৩	৫২৮০১০
২০০০-২০০১	৫৯৮২০০	২০১৩-২০১৪	৫৫৮৩৬৭
২০০১-২০০২	৫৬০২৮১	২০১৪-২০১৫	৫৮৮২৬৫
২০০২-২০০৩	৫৮৩৩৮৬	২০১৫-২০১৬	৭০৮৭৪৩
২০০৩-২০০৪	৫৬৫৫৭১	২০১৬-২০১৭	৭৭০৫৫৮
২০০৪-২০০৫	৫১৪৯৪৬	২০১৭-২০১৮	৭৬০৫৫৬
২০০৫-২০০৬	৫২৩৪৭৪	২০১৮-২০১৯	৬৩০০৩৩
২০০৬-২০০৭	৫৬৫৪৭২	২০১৯-২০২০	৪১৪৬৮৯
২০০৭-২০০৮	৬২৫৯৪০	২০২০-২০২১	১১৪৩০৪
২০০৮-২০০৯	৬২০৮৭১	২০২১-২০২২	২২৯০৯৮
২০০৯-২০১০	৫৮৪৫৯৩		
২০১০-২০১১	৬১৪৬৬৮		

বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

ক্র. নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল	মূল্য
১	বই: বাংলাদেশের ইসলামী শিল্পকলা	১৯৯২	২৫.০০
২	বাংলাদেশ ললিত কলা, ভলিউম-২, নম্বর-১, ১৯৯৪	১৯৯৪	১০০. ০০
৩	ক্যাটালগ: বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা, বিশেষ প্রদর্শনী ১৪০০ সাল	১৯৯৪	১০.০০
৪	বই: The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha	১৯৯৭	৫৫০.০০
৫	বই: বিস্মৃত সুরশিল্পী কে, মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা	২০০১	১০০.০০
৬	জার্নাল: The Journal of Bangladesh National Museum, No. 4, 2005	২০০৫	১৫০.০০
৭	বই: মহাস্থান	২০০৬	৭৭৫.০০
৮	বই: Iconography of Buddhist & Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum	২০০৮	৮০০.০০
৯	বই: Bangladesh Kantha Art in the Indo - Gangetic Matrix	২০০৯	২৫০.০০
১০	ক্যাটালগ: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনী	২০১০	২৫.০০
১১	ক্যাটালগ: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন দিবস উপলক্ষ্যে কারুশিল্প মেলা ২০১০	২০১০	২৫.০০
১২	পোস্টার: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	২০১০	২০.০০
১৩	পোস্টার: এস. এম সুলতান	২০১০	২০.০০
১৪	পোস্টার: কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম	২০১০	২০.০০
১৫	পরিচিতি: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	২০১০	১৫.০০
১৬	পরিচিতি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১১	২০.০০
১৭	ক্যাটালগ: বিশেষ অলংকার প্রদর্শনী ২০১২	২০১২	৩০.০০
১৮	পুস্তিকা: স্বাধীনতা সংগ্রাম	২০১২	৫০.০০
১৯	পুস্তিকা: ভাষা আন্দোলন	২০১২	৫০.০০
২০	পুস্তিকা: মুক্তিযুদ্ধ	২০১২	৫০.০০

ক্র. নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল	মূল্য
২১	পুস্তিকা: স্বাধীন বাংলাদেশ	২০১২	৫০.০০
২২	পুস্তিকা: কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা	২০১২	২৫.০০
২৩	পুস্তিকা: প্রধান মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা	২০১২	২৫.০০
২৪	পুস্তিকা: নলিনীকান্ত ভট্টাশালী প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহার নীতিমালা	২০১২	২৫.০০
২৫	ক্যাটালগ: মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ২০১৩	২০১৩	৩০০.০০
২৬	ক্যাটালগ: দুর্লভ বই ও সাময়িকীর বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৩	২০১৩	৭৫.০০
২৭	ক্যাটালগ: বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৩ (চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের সংগৃহীত নিদর্শন)	২০১৩	২০০.০০
২৮	বই: Centenary Commemorative Volume (স্মারক গ্রন্থ)	২০১৩	১,০০০.০০
২৯	জার্নাল: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা	২০১৩	৫০০.০০
৩০	বই: বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা: স্বাধীনতার আগে ও পরে	২০১৪	৬০০.০০
৩১	ক্যাটালগ: জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবার্ষিকী ২০১৪	২০১৪	১০০.০০
৩২	ফোল্ডার: গণহত্যা ও নির্যাতন ১৯৭১ (ইংরেজি)	২০১৪	২০.০০
৩৩	ক্যাটালগ: আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বা.জা.জা. সংগৃহীত শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনী- ২০১৪	২০১৪	২০০.০০
৩৪	পোস্টার: ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০১৪	২০১৪	৫০.০০
৩৫	পোস্টার: গণহত্যা ও নির্যাতন ১৯৭১	২০১৪	২০.০০
৩৬	অ্যালবাম: চিত্রধারায় বঙ্গবন্ধু	২০১৪	১০০.০০
৩৭	ভিউ কার্ড: জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী ২০১৪	২০১৫	১০০.০০
৩৮	বই: জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম-২০১৫	২০১৫	৯০০.০০
৩৯	জার্নাল: The Journal of Bangladesh National Museum Vol. -5, 2013	২০১৬	৩০০.০০
৪০	বই: বাংলাদেশের দারুশিল্প	২০১৬	২,৫০০.০০
৪১	বই: A Revered Offering to Nalini Kanta Bhattasali: A Versatile Scholar	২০১৬	৮০০.০০
৪২	ক্যাটালগ: ইতালীয় শিল্পী, স্থপতি ও অধ্যাপক তারশিতো নিকোলা স্ট্রিপলি	২০১৬	৫০০.০০
৪৩	ক্যাটালগ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ২০১৬	২০১৬	১০০.০০
৪৪	Descriptive Catalogue of the Arabic and Persian Inscriptions in The Bangladesh National Museum, Volume - 01/2016	২০১৬	১,০০০.০০
৪৫	Descriptive Catalogue of the Terracotta Objects in the Bangladesh National Museum, Volume - 02/2016	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৬	Descriptive Catalogue of Mollusc Shell in the Bangladesh National Museum, Volume - 03/2016	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৭	Descriptive Catalogue of the textile Objects in the Bangladesh National Museum, Volume -04/2016	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৮	Descriptive Catalogue of the Coins of the Bengal Sultans in the Bangladesh National Museum, Volume -05(Part-2)	২০১৭	৩,০০০.০০
৪৯	ভিউ কার্ড: কামরুল হাসান	২০১৭	১০০.০০
৫০	ভিউ কার্ড: এস. এম সুলতান	২০১৭	১০০.০০
৫১	ভিউ কার্ড: শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী	২০১৭	১০০.০০
৫২	অ্যালবাম: বাংলাদেশের কারেন্সি নোট সেট	২০১৭	২,৩০০.০০
৫৩	অ্যালবাম: বাংলাদেশের স্ট্যাম্প সেট	২০১৭	২০০.০০
৫৪	অ্যালবাম: Master Artists of Bangladesh Zainul Abedin	২০১৭	১,৫০০.০০
৫৫	সার্ধশত জন্মবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেন	২০১৭	১০০.০০
৫৬	পোস্ট কার্ড: আহসান মঞ্জিল জাদুঘর		৫.০০

ক্র. নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল	মূল্য
৫৭	পোস্ট কার্ড: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর		৫.০০
৫৮	বই: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছাত্র হত্যাকাণ্ড: এলিস কমিশন রিপোর্ট	২০১৮	৬০০.০০
৫৯	Descriptive Catalogue of the Sanskrit and Bengali Manuscripts in the Bangladesh National Museum, Volume -06 (Part-1)	২০১৮	৩,০০০.০০
৬০	Descriptive Catalogue of the Sanskrit and Bengali Manuscripts in the Bangladesh National Museum, Volume -06 (Part-2)	২০১৮	৩,০০০.০০
৬১	Descriptive Catalogue of the Ancient Coins of Bangladesh in the Bangladesh National Museum, Volume -07	২০১৮	৩,০০০.০০
৬২	বই: Women In Bangladesh Liberation War Rediscovered in Madonna Series	২০১৮	১০০.০০
৬৩	বই: Traditional Jamdani Design	২০১৮	৩,০০০.০০
৬৪	বই: Islamic Art Heritage of Bangladesh (২য় সংস্করণ)	২০১৮	২,৫০০.০০
৬৫	বই: নজরুল পাণ্ডুলিপি	২০১৮	১,০০০.০০
৬৬	অ্যালবাম: আলোকচিত্রে সেকালের ঢাকা (৩য় সংস্করণ)	২০১৮	৩,০০০.০০
৬৭	ক্যাটালগ: বঙ্গবন্ধু : মৃত্যুঞ্জয়ী মহানায়ক	২০১৮	৪০০.০০
৬৮	ক্যাটালগ: বঙ্গবন্ধু : নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ক	২০১৮	৫০০.০০
৬৯	ক্যাটালগ: তুলির আঁচরে ও সুই সুতায় (হাসুমনির বাংলাদেশ)	২০১৮	৩০০.০০
৭০	ক্যাটালগ: বঙ্গবন্ধু মুক্তির অগ্রনায়ক	২০২২	২৫০.০০
৭১	বই: যাত্রাপালার ইতিহাস	২০২২	৬০০.০০

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জুলাই -১৯৭৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ বছরের

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংগঠন থেকে পরিদর্শনে আগত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা তথ্যঃ

ক্রমিক নম্বর	অর্থ বছর	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
১	১৯৭৯ – ১৯৮০	১,০৫৬
২	১৯৮০ – ১৯৮১	১,২৩৫
৩	১৯৮১ – ১৯৮২	২,২৫১
৪	১৯৮২ – ১৯৮৩	১,৫৬৯
৫	১৯৮৩ – ১৯৮৪	১,১৮৯
৬	১৯৮৪ – ১৯৮৫	১,৯৮০
৭	১৯৮৫ – ১৯৮৬	২,০৩০
৮	১৯৮৬ – ১৯৮৭	১,৩৫৬
৯	১৯৮৭ – ১৯৮৮	৪,৬২৮
১০	১৯৮৮ – ১৯৮৯	৫,৬৮৯
১১	১৯৮৯ – ১৯৯০	৬,১৩৫
১২	১৯৯০ – ১৯৯১	৪,৫২৩
১৩	১৯৯১ – ১৯৯২	৬,৮৯২
১৪	১৯৯২ – ১৯৯৩	৭,৬৬২
১৫	১৯৯৩ – ১৯৯৪	৬,৭৫২
১৬	১৯৯৪ – ১৯৯৫	১০,৩২২
১৭	১৯৯৫ – ১৯৯৬	৮,৩০৩
১৮	১৯৯৬ – ১৯৯৭	১১,৬০২
১৯	১৯৯৭ – ১৯৯৮	১০,৫১৭
২০	১৯৯৮ – ১৯৯৯	১৪,৭৮৮
২১	১৯৯৯ – ২০০০	১২,৬৭১
২২	২০০০ – ২০০১	১৫,৩১৫
২৩	২০০১ – ২০০২	১১,৬৫১
২৪	২০০২ – ২০০৩	৭,৩৩২
২৫	২০০৩ – ২০০৪	৭,৫৮৮
২৬	২০০৪ – ২০০৫	১১,৭৭১
২৭	২০০৫ – ২০০৬	১৩,৩২১
২৮	২০০৬ – ২০০৭	১০,৩৪১
২৯	২০০৭ – ২০০৮	৭,৮২১
৩০	২০০৮ – ২০০৯	৭৮,০২১
৩১	২০০৯ – ২০১০	৮,৫৭০
৩২	২০১০ – ২০১১	৬,১০৫
৩৩	২০১১ – ২০১২	৮,৬৮১
৩৪	২০১২ – ২০১৩	৪,৪৯৫
৩৫	২০১৩ – ২০১৪	৯,৪৭৯
৩৬	২০১৪ – ২০১৫	৪,৬১৩
৩৭	২০১৫ – ২০১৬	১০,৩৪৭
৩৭	২০১৬ – ২০১৭	১৮,৭৭৬
৩৭	২০১৭ – ২০১৮	২৫,১৬৮
৩৭	২০১৮ – ২০১৯	৩
৩৭	২০১৯ – ২০২০	১৮,২০৩
৩৭	২০২০ – ২০২১	করোনা মহামারি
৩৭	২০২১ – ২০২২	৩,৬৬৯
৩৭	২০২২ – ২০২৩ (মার্চ)	৯,৩৭৭
		৪১৩,৭৯৭

ভ্রাম্যমাণ বাস প্রদর্শনী

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ বিশেষ করে শিক্ষার্থী যাদের পক্ষে ঢাকায় এসে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না, তাদের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস চালু করেছে। এ কর্মসূচিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। পরিদর্শনের স্থান, সন ও দর্শনার্থী সংখ্যা দেয়া হলো।

ক্র.নং	সাল	প্রদর্শনীর স্থান	দর্শনার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	১৯৭৯	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা	-	তথ্য পাওয়া যায় নাই
২.	১৯৮০	রংপুর, নিলফামারী, দিনাজপুর, ও ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২,৪০,৪৩৩ জন	-
৩.	১৯৮১	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকা	১,৪৯,৭২৯ জন	-
৪.	১৯৮২ থেকে ১৯৮৪	নিমতলী থেকে শাহবাগে নতুন ভবন স্থানান্তরের জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বন্ধ রাখা হয়	-	-
৫.	১৯৮৫	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর	-	তথ্য পাওয়া যায় নাই
৬.	১৯৮৬	নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর	-	তথ্য পাওয়া যায় নাই
৭.	১৯৮৭	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা	১,৫২,৮৩৫ জন	-
৮.	১৯৮৮	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট	১,৪২,৭৭৬ জন	-
৯.	১৯৮৯	যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর	২,০৮,৪৭২ জন	-
১০.	১৯৯০	রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী, লালমনিরহাট	৩,১৬,১১৬ জন	-
১১.	১৯৯১	নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া	২,৩৬,৮১৫ জন	-
১২.	১৯৯১	পাবনা	৯,১৮৮ জন	-
১৩.	১৯৯২	দরিরামপুর (ময়মনসিংহ)	১২,১২৫ জন	-
১৪.	১৯৯২	নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল	৬৪,৩৩০ জন	-
১৫.	১৯৯৩	লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী	১,৫৫,৫৭৭ জন	-
১৬.	১৯৯৩	রাজবাড়ী	১১,৭৭৯ জন	-
১৭.	১৯৯৪	নেত্রকোণা	২৫,০০০ জন	-
১৮.	১৯৯৪	চট্টগ্রাম	১০,৯৫০ জন	-
১৯.	১৯৯৫	নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ	৪৬,০১২ জন	-
২০.	১৯৯৫	মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ	৫৮,৭৬০ জন	-
২১.	১৯৯৬	সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১,০৪,৭৩৫ জন	-
২২.	১৯৯৭	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর	৮৬,৪১৪ জন	-
২৩.	১৯৯৮	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা	৭,০০০ জন	-
২৪.	১৯৯৮	শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল	৬৮,৫৩৮ জন	-
২৫.	২০০১ হতে ২০০২	মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা	৫৭,৫০৮ জন	-

২০ বছরের পুরাতন গাড়ী ঢাকায় চলাচল সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী কর্মসূচি বন্ধ করে বাস বিক্রি করে দেয়া হয় এবং বিক্রির অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়। বর্তমান মহাপরিচারক মো. কামরুজ্জামান নতুন একটি প্রদর্শনী বাস সংগ্রহ করেছেন। বাসটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর উপযোগী করে ঢাকার বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগারের ১৯৯৮-২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঠসেবা প্রদানের তালিকা:

ক্রমিক	সাল	পাঠক
১	১৯৯৮	১১৪
২	১৯৯৯	১৭২
৩	২০০০	২৯৬
৪	২০০১	১৬১
৫	২০০২	১৭৪
৬	২০০৩	১৯৯
৭	২০০৪	১৮৩
৮	২০০৫	১৭৯
৯	২০০৬	১০৭
১০	২০০৭	৬৯
১১	২০০৮	১২৮
১২	২০০৯	১৫১
১৩	২০১০	১২৬
১৪	২০১১	১৭০
১৫	২০১২	১৪৪
১৬	২০১৩	২৭৪
১৭	২০১৪	১৮৩
১৮	২০১৫	১৩৬
১৯	২০১৬	১২৫
২০	২০১৭	১৬৯
২১	২০১৮	১১৪
২৩	২০১৯	১৪৫
২৪	২০২০	১৭৮
২৫	২০২১	১২৫
২৬	২০২২	১৫৯

মহাপরিচালকের দপ্তর

মো. কামরুজ্জামান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

তৌসিফুর রহমান
সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর

সুদীপ্ত ভৌমিক
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মো. বদর উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

ইউনুছ মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

সচিবের দপ্তর

গাজী মো. ওয়ালি-উল-হক, সচিব (যুগ্মসচিব)

মো. জামাল উদ্দিন
সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মো. মহিউদ্দিন
অফিস সহায়ক

বাবুল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

বিভাগ ও শাখা পরিচিতি

ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ

ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অন্যতম কিউরেটরিয়াল বিভাগ। সংগৃহীত নিদর্শনের দিক থেকে জাদুঘরের সর্ববৃহৎ এই কিউরেটোরিয়াল বিভাগটি ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহভুক্ত ৯৩,৭৩৮টি নিদর্শনের মধ্যে ৭২,৯৯৮টি নিদর্শন ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন। বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্যালারি সংখ্যা ১২টি এবং নিয়ন্ত্রণাধীন স্টোর ০৬টি।

কীপারবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদের নাম	মেয়াদ
১.	মো. নিজাম উদ্দিন	কীপার	১৬/১১/৮৩-২৪/১২/৮৪
২.	আল ওয়ার্দ-ফিল-আকমাম	কীপার (ভার:)	২৫/১২/৮৪-১৪/০৯/৮৭
৩.	মো. রেজাউল করিম	কীপার (ভার:)	১৫/০৯/৮৭-০৯/০৩/৮৯
৪.	ড. মো. নিজাম উদ্দিন	কীপার	১০/০৩/৮৯-০২/১২/৯১
৫.	ড. আফরোজ আকমাম	কীপার (ভার:)	০৩/১২/৯১-২২/০৬/০২
৬.	ড. মো. নিজাম উদ্দিন	কীপার	২৩/০৬/০২-৩০/০১/০৩
৭.	ড. আফরোজ আকমাম	কীপার (ভার:)	৩১/০১/০৩-৩১/০৩/০৩
৮.	ড. মো. রেজাউল করিম	কীপার (ভার:)	০১/০৪/০৩-১৫/১০/০৫
৯.	ড. মো. রেজাউল করিম	কীপার	১৬/১০/০৫-৩০/১১/০৭
১০.	ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস	কীপার (ভার:)	০১/১২/০৭-২২/০২/০৮
১১.	ড. মো. রেজাউল করিম	কীপার	২৩/০২/০৮-২৯/০৬/০৯
১২.	ড. মো. খতিবুল হুদা	কীপার (অ.দা)	৩০/০৬/০৯-০২/০৫/১০
১৩.	একেএম দেলোয়ার হোসেন	কীপার (চ.দা)	০৩/০৫/১০-০৭/০৫/১০
১৪.	ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস	কীপার (চ.দা)	২৫/০৫/১০-১১/০১/১৪
১৫.	ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস	কীপার	১২/০১/১৪-০৩/১০/১৮
১৬.	জনাব নূরে নাসরীন	কীপার (অ.দা)	০৪/১০/১৮-১৬/১০/১৯
১৭.	জনাব নূরে নাসরীন	কীপার	১৭/১০/১৯-২২/০৬/২১
১৮.	ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক	কীপার (চ.দা)	২৩/০৬/২১-১৯/০৬/২১
১৯.	জনাব একেএম সাইফুজ্জামান	কীপার (চ.দা)	২০/০৬/২১-১০/০৪/২৩
২০.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল হক	কীপার (রু.দা)	১১/০৪/২৩-বর্তমান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও ছবি

মোহাম্মদ মনিরুল হক
কীপার (রুটিন দায়িত্ব)

দিবাকর সিকদার
উপকীপার

মো. গোলাম কাউছার
সহকারী কীপার ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাধীনতা জাদুঘর

তাহমিদুন নবী
সহকারী কীপার

মো. আব্দুল মুহিত
সহকারী কীপার

মো. জুয়েল রানা
সহকারী কীপার

সৈয়দা মাহাবুবা
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পঙ্কজ কুমার বাড়ৈ
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ

জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ বাংলাদেশের জনগণের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনধারা সম্পৃক্ত লোকজ এবং ধ্রুপদী আঙ্গিকের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পকর্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। জাতিতত্ত্ব অংশে বাংলাদেশের জনজীবনের সাংস্কৃতিক ও প্রাত্যহিক কর্মে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, এ দেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের জীবনযাত্রায় নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী ও বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য নিদর্শন স্থান পেয়েছে এবং অলংকরণ শিল্পকলা অংশে বাংলাদেশে তৈরি অলংকৃত নিজস্ব কারুশিল্পসহ বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিদেশি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ ১৬টি গ্যালারিতে এ সকল নিদর্শন উপস্থাপন করেছে। নিদর্শন- ১২,৯৫২টি

কীপারবৃন্দ

ক্রমিক	কীপার মহোদয়ের নাম	পদবি	সন
১.	ড. জিনাত মাহরুখ বানু	কীপার (ভা.প্রা.)	১৬/০৫/১৯৯৬-১৫/১০/২০০৫
২.	ড. জিনাত মাহরুখ বানু	কীপার	১৬/১০/২০০৫-৩০/০৬/২০০৯
৩.	আনজালুর রহমান	কীপার (রু.দা.)	০১/০৭/২০০৯-৩১০/০১/২০১৪
৪.	আনজালুর রহমান	কীপার	০১/০২/২০১৪-০৭/১১/২০১৫

ক্রমিক	কীপার মহোদয়ের নাম	পদবি	সন
৫.	মো: আলমগীর	কীপার	০৮/১১/২০১৫-১৯/০৩/২০১৭
৬.	কঙ্কণ কান্তি বড়ুয়া	কীপার (রু.দা.)	২০/০৩/২০১৭-৩০/০৪/২০১৭
৭.	ড. শিখানূর মুন্সী	কীপার (অ.দা.)	০১/০৫/২০১৭-০৩/০৬/২০১৭
৮.	কঙ্কণ কান্তি বড়ুয়া	কীপার (চ.দা.)	০৪//০৬/২০১৭-২৭/০৯/২০১৭
৯.	ড.নীরু শামসুন্নাহার	কীপার (চ.দা.)	২৮/০৯/২০১৭-৩১/১০/২০১৭
১০.	ড.নীরু শামসুন্নাহার	কীপার	০১/১১/২০১৭-০৯/০১/২০১৮
১১.	নূরে নাসরিন	কীপার	১০/০১/২০১৮-১৫/১০/২০১৯
১২.	আসমা ফেরদৌসি	কীপার (চ.দা.)	১৬/১০/২০১৯-বর্তমান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

আসমা ফেরদৌসি
কীপার (চলতি দায়িত্ব)

মো. মতিয়ার রহমান
উপ-কীপার

জান্নাতুন নাঈম
সহকারী কীপার

লাকী বিশ্বাস
সহকারী কীপার

মো. মোজাহার রহমান শাহ্
সহকারী কীপার

মো. ইব্রাহিম আকন্দ
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আছিয়া খাতুন
অফিস সহায়ক

সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ বাঙালি জাতির শেকড় সন্ধানে অর্থাৎ আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তৈরি করেছে জনগণের সেতু-বন্ধন। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করে এদেশের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানতে পারছে। এই বিভাগে মোট ৫,২০৫টি নিদর্শন রয়েছে।

কীপারবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি	সন
১.	জনাব আনোয়ারুল হক	কীপার	০১ আগস্ট ১৯৮৬ - ২২ আগস্ট ২০০০ খ্রি.
২.	ড. খতিবুল হুদা	কীপার (ভারপ্রাপ্ত)	..... - ১৯ অক্টোবর ২০০৫ খ্রি.
৩.	জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	কীপার (চ. দা.)	১৯ মার্চ ২০০৬ - ১২ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি.
৪.	জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	কীপার	১৩ জানুয়ারি ২০১৪ - ০৪ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.
৫.	জনাব মো. শফিকুল আলম	কীপার (চ. দা.)	১০ নভেম্বর ২০১৫ ২৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.
৬.	জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম	কীপার (রু.দা.)	০২ জানুয়ারি ২০১৬ - ১০ মে ২০১৬ খ্রি.

ক্রমিক	নাম	পদবি	সন
৭.	জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম	কীপার (চ. দা.)	১১ মে ২০১৬ - ৩১ মে ২০১৭ খ্রি.
৮.	ড. শিহাব শাহরিয়ার	কীপার (চ.দা.)	৩০ জুন ২০১৭ - ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি.
৯.	ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক	কীপার (চ.দা.)	২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ - ২৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি.
১০.	ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক	কীপার	৩০ অক্টোবর ২০১৭ - ২২ মার্চ ২০২৩ খ্রি.
১১.	শক্তি পদ হালদার	কীপার (রু.দা.)	১৮ এপ্রিল ২০২৩ থেকে চলমান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

শক্তি পদ হালদার
কীপার (রুটিন দায়িত্ব)

সুস্মিতা বিশ্বাস
সহকারী কীপার

মো. মিজানুর রহমান
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

সাগর হোসেন
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ককে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। প্রাণিজ, উদ্ভিজ এবং ভূতাত্ত্বিক মোট ২,৫৮৩টি আকর্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে এই বিভাগের সংগ্রহে। এই বিভাগের প্রথম ১০টি গ্যালারির মধ্যে 'মানচিত্রে বাংলাদেশ' শীর্ষক ১ নম্বর গ্যালারি থেকে 'হাতি' শীর্ষক ১০ নম্বর গ্যালারিসমূহে প্রদর্শিত উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র, শিলা ও খনিজ, প্রস্তরীভূত কাঠ, প্রবাল, দুর্লভ প্রজাতির শামুক ও ঝিনুক, সামুদ্রিক মাছ, গ্রীষ্মণ্ডলীয় উদ্ভিদ, ফুল ও ফলের নমুনা, ভেষজ উদ্ভিদ জীবাশ্ম সাইকাস, উদ্ভিদের মোচা ও মসলা জাতীয় নমুনা, ট্যাক্সিডার্মিকৃত সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ অনান্য নিদর্শন।

কীপারবৃন্দ

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কার্যকাল
০১.	মো. নজরুল হক, কীপার	০৬/০৭/১৯৯৭-১৭/০৭/২০০৯
০২.	ড. জিনাত মাহরুখ বানু, কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৮/০৭/২০০৯-২০/০৬/২০১০
০৩.	ড. শিখা নূর মুনসী, কীপার (চলতি দায়িত্ব)	০৭/০২/২০১১-১০/০৪/২০১৬
০৪.	ড. শিখা নূর মুনসী, কীপার	১১/০৪/২০১৬-০৫/০৩/২০১৮
০৫.	ড. মো. গোলাম হায়দার, কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৬/০৩/২০১৮-১৭/০৬/২০১৮
০৬.	কঙ্কন কান্তি বড়ুয়া, কীপার (চলতি দায়িত্ব)	১৮/০৬/২০১৮-১৮/০৪/২০২৩
০৭.	ড. সুমনা আফরোজ, কীপার (রুটিন দায়িত্ব)	১৯/০৪/২০২৩-চলমান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

ড. সুমনা আফরোজ
কীপার (চলতি দায়িত্ব)

ড. শওকত ইমাম খান
সহকারী কীপার (প্রাণিবিদ্যা)

নাজমুল হায়দার
সহকারী কীপার (ভূতত্ত্ব)

মমতা রানী দাস
টেক্সিডার্মিস্ট

সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ

সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কিউরেটরিয়াল বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত নিদর্শনের বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ ও পুনরানয়নের কাজ সম্পাদন করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। এ বিভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংরক্ষণ বিজ্ঞানের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ ১৯৯৪ সাল থেকে The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

কীপারবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি	সময়
২	জনাব এস এম মনোয়ার জাহান	কীপার	০১/০৮/১৯৮৬- ১৬/১১/২০০৩
৩	জনাব মো. নজরুল হক	কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৭/১১/২০০৩- ১৫/১০/২০০৫
৪	ড. মো. খতিবুল হুদা	কীপার	১৬/১০/২০০৫-১৫/০১/২০১১
৫	জনাব মো শফিকুল আলম	কীপার (রুটিন দায়িত্ব)	১৬/০১/২০১১- ৩১/০১/২০১৪
৬	ড. মো আলমগীর	কীপার	০১/০২/২০১৪- ০৭/১১/২০১৫
৭	জনাব মো. আনজালুর রহমান	কীপার	০৮/১১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৬
৮	ড. মো. গোলাম হায়দার	কীপার	০১/০১/২০১৭- ৩১/১২/২০১৮
৯	ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক	কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১/০১/২০১৯- ১৮/১০/২০১৯
১০	জনাব মো. সুলতান মাহমুদ	কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৯/১০/২০১৯- ১৬/০১/২০২২
১১	জনাব মো. আকছারুজ্জামান নুরী	কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬/০১/২০২২- বর্তমান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

মো.আকছারুজ্জামান নুরী
কীপার (চলতি দায়িত্ব)

মো. আনিছুল ইসলাম
সহকারী রসায়নবিদ

মো. শহিদুল ইসলাম
সহকারী রসায়নবিদ

শাহ্ মো. রোকনুজ্জামান
সহকারী রসায়নবিদ (চলতি দায়িত্ব)

মো. মোস্তাফিজুর রহমান
সংরক্ষণ সহকারী

মো. ওমর ফারুক
স্টোর সহকারী (ল্যাব.)

ঈশিতা শারমীন সায়মা
রেস্টোরেশন সহকারী

মো. আ. খালেক
রিপুকার (আউট সোর্সিং)

মো. রেজোয়ান সাজ্জাদ
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

জনশিক্ষা বিভাগ

সর্বসাধারনের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত জনশিক্ষা বিভাগ। শিক্ষা, গ্রন্থাগার, আলোকচিত্র, শ্রুতিচিত্রণ, প্রকাশনা ও মিলনায়তন প্রভৃতি শাখা এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত।

কীপারবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি	সময়
১	মোহাম্মদ মহসীন	কীপার	০৫/০৯/১৯৮৪- ০১/০১/২০০০
২	ড. মো. ছাবের আলী	কীপার	০২/০১/২০০০- ২৩/১২/২০০৮
৩	নূরে নাসরীন	কীপার	১৩/০১/২০১৪-০৯/০৭/২০১৭
৪	ড. শিহাব শাহরিয়ার	কীপার	১৪/০৯/২০১৭- বর্তমান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

ড. শিহাব শাহরিয়ার
কীপার

শাহ মো. আলী রানা
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর

হোসেন মাহমুদ সোহাগ
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

শিক্ষা শাখা

শিক্ষা শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দেশি-বিদেশি দর্শকদের কাছে জাদুঘরের নিদর্শনের ইতিহাস তুলে ধরা শিক্ষা শাখার মূল কাজ। এছাড়াও বছরব্যাপী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রদর্শনী শিক্ষা শাখা নিয়মিত আয়োজন করে থাকে। মূলত শিক্ষা শাখা প্রাণহীন জাদুঘরকে সারা বছর প্রাণবন্ত করে রাখে। এ ছাড়া বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ

চাহিদা সম্পন্নদের হুইল চেয়ার সেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা শিক্ষা শাখা নিয়মিত প্রদান করে। জাদুঘরের প্রদর্শক প্রভাষকগণ আন্তরিকতার সাথে কাজগুলি সম্পন্ন করে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

সাইদ সামসুল করিম
শিক্ষা অফিসার

মো. সোহেল মাসুদ
প্রদর্শক প্রভাষক

ইকবাল হাসান
প্রদর্শক প্রভাষক

মো. আলী আকবর সিকদার
প্রদর্শক প্রভাষক

মো. জাহাঙ্গীর আলম
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

গ্রন্থাগার শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার একটি শিক্ষাকেন্দ্র। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই, জার্নাল, সাময়িকী, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পন্ডিত, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের মাঝে জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

লুৎফুন নাহার
লাইব্রেরিয়ান

মোরশেদা বেগম
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

নজরুল ইসলাম
বুক বাইন্ডার

রাজিয়া আক্তার
অফিস সহায়ক

প্রকাশনা শাখা

প্রকাশনা শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত বিভিন্ন নিদর্শনের গবেষণালব্ধ পাণ্ডুলিপি ও জাদুঘর সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির পাণ্ডুলিপি দিয়ে বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা গ্রন্থ, স্মারকগ্রন্থ, জার্নাল, বই, ক্যাটালগ, অ্যালবাম, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রভৃতি প্রকাশ করে থাকে। এ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত "শুভেচ্ছা স্মারক বিপণি" থেকে জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীরা বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা ও স্মারকদ্রব্য ক্রয় করতে পারেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

নাজমুল হায়দার
সহকারী কীপার (ভূতত্ত্ব) ও
প্রকাশনা অফিসার (সা. দা.)

মো. জাহাঙ্গীর আলম
সাময়িক দায়িত্ব
বিক্রয় সহকারী

মো. সুমন মিয়া
অফিস সহকারী কাম-
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আফরিন নাহার শিখা
অফিস সহায়ক

শ্রুতিচিত্রণ শাখা

শ্রুতিচিত্রণ শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ১৯৮৬ সাল থেকে দেশের শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিয়ে জাদুঘরে অনুষ্ঠিত সকল অনুষ্ঠানের ভিডিওচিত্র এই শাখা ধারণ ও সংরক্ষণ করে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিথযশা বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের মাধ্যমে ধারণ ও সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এই শাখার একটি অন্যতম কাজ। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্মরণানুষ্ঠানে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে জাদুঘরের লবিতে প্রদর্শন করা হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

সেলিনা বেগম
অডিওভিজুয়াল প্রোগ্রাম অফিসার

ফেরদৌসী আক্তার
ফিল্ম এ্যাসিসট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান

সুবীর সিকদার
মুভি ক্যামেরাম্যান

মো. সাজ্জাদুল আরেফিন
কারিগরি সহকারী

শাহীন আলী
সাউন্ড রেকর্ডিস্ট

মো. কামরুল ইসলাম
ফিল্ম এডিটর (চলতি দায়িত্ব)

আম্বিয়া খাতুন
অফিস সহায়ক

মিলনায়তন শাখা

মিলনায়তন শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মিলনায়তন শাখার অধীনে রয়েছে তিনটি মিলনায়তন ও একটি প্রদর্শনী গ্যালারি। ১. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তন, ২. কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, ৩. সিনেপ্লেক্স মিলনায়তন, এবং ৪. নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি। সকল মিলনায়তন ও প্রদর্শনী গ্যালারিতে জাদুঘরের নিজস্ব অনুষ্ঠান ছাড়াও ভাড়ার বিনিময়ে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

সাইমা ফারজানা
অডিটরিয়াম ম্যানেজার

মো. ইমরুল কায়েস
সহকারী অডিটরিয়াম ম্যানেজার

মো: আমির হামজা
স্টেজ সহকারী

মো. আশরাফ আলী
চিলড্রেন অডিটরিয়াম এ্যাটেনডেন্ট

মো. কবির হোসেন মোল্লা
চিলড্রেন অডিটরিয়াম এ্যাটেনডেন্ট (চ. দা.)

সোফেদা বেগম
অফিস সহায়ক

লিটন চন্দ্র রায়
সাউন্ড অপারেটর (আউট সোর্সিং)

মো. সামসু উদ্দিন নূরী
লাইট অপারেটর (আউট সোর্সিং)

জয় দাস
এয়ারকন্ডিশন অপারেটর (আউট সোর্সিং)

মো. সালমান রহমান
সাউন্ড এসিসস্ট্যান্ড (আউট সোর্সিং)

মো. মাহবুবুর রহমান
সাউন্ড এসিসস্ট্যান্ড (আউট সোর্সিং)

মো. সুমন মিয়া
লাইট এসিসস্ট্যান্ড (আউট সোর্সিং)

আব্দুল্লাহ আহমেদ সাগর
লাইট এসিসস্ট্যান্ড (আউট সোর্সিং)

ফটোগ্রাফি শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগে সংগৃহীত নিদর্শনের আলোকচিত্র ধারন করে ফটোগ্রাফি শাখা সংরক্ষনের জন্য স্ব স্ব বিভাগে সরবরাহ করে। দেশি-বিদেশি অতিথি, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন, প্রদর্শনী, সেমিনার এবং শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানাদির আলোকচিত্র ধারণ করে ফটোগ্রাফি শাখায় সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও প্রকাশনার কাজের জন্য দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ, মসজিদ-মন্দির ও ঐতিহাসিক ইমারতাদির আলোকচিত্র ধারন করা হয়ে থাকে। নিদর্শনের সংরক্ষণের পূর্বে ও পরে আলোকচিত্র ধারণ করা হয় ও জাতীয় জাদুঘর থেকে বিভিন্ন জেলায় নিদর্শন সংগ্রহ করার সময় আলোকচিত্র ধারণ করা হয়ে থাকে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

মো. আছাদুজ্জামান
মাইক্রোফিল্ম-কাম-মাইক্রোফিস ফটোগ্রাফার

মো. আবির মাহমুদ
ফটোগ্রাফার

ডিসপ্লে শাখা

জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ডিসপ্লে শাখা নিদর্শন উপস্থাপনা ও গ্যালারি ব্যবস্থাপনার কাজ করে আসছে। জাদুঘরের কর্মপরিকল্পনার মূল ৫ টি নীতি বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের (নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন ও নিদর্শনের নিরাপত্তা) মধ্যে "প্রদর্শন" অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

নাছির উদ্দিন আহমেদ খান
ডিসপ্লে অফিসার

সুবাস আহমেদ
সহকারী প্রদর্শনী উপস্থাপক (জি.জা.)

মো. ওবায়দুর রহমান
লেবেল রাইটার (আ.ম.জা)

মো. আনোয়ার হোসেন
পেইন্টার

খন্দকার মোস্তাক আহমেদ
কাঠমিস্ত্রী

প্রশাসন শাখা

প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা করে। প্রতিমাসে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিভিন্ন চিঠিপত্র প্রেরণ, নথি উপস্থাপন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ইনক্রিমেন্ট, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, ছুটি সংক্রান্ত, পিআরএল ও অবসর, চাকরি থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত, সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন সংক্রান্ত কাজসহ অন্যান্য কাজ এই শাখা করে থাকে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

মো. আব্দুল কুদ্দুস
ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মো. জহিরুল হক
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মো. আব্দুল মান্নান
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)

মো. এমাদুল হক
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মো. মোবারক আলী
উচ্চমান সহকারী

মো. শাহ্ আলম
উচ্চমান সহকারী

সেলিমা সুলতানা
উচ্চমান সহকারী

মো. কামাল উদ্দীন
উচ্চমান সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মো. আনোয়ার হোসেন
উচ্চমান সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মো. আয়নুল হক
রেকর্ড কীপার

মিতু রানী
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মো. নয়ন মনি
স্টোর সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মো. শফিকুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোছা. মনিরা বেগম
অফিস সহায়ক

মো. আবুল বাশার
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. রমজান
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

হিসাব ও বাজেট শাখা

পৃথিবীর সভ্যতার ক্রম বিকাশের পেছনে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা অনস্বীকার্য। একজন পরিপূর্ণ মানুষের হৃৎযন্ত্র যেমন তাকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে তেমনি একটি অফিসের আর্থিক লেনদেন ঐ অফিসের হৃৎযন্ত্রস্বরূপ স্বাভাবিক ও উন্নয়নে হিসাব ও বাজেট শাখা সহায়তা করে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

সমীরন রায়
ঊর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার

এস. এম. নজরুল ইসলাম
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)

এস. এম. আজিজুর রহমান
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চ. দা.)

অরুন কুমার রায়
হিসাব রক্ষক

মো. এমদাদুল হক
রেজিস্ট্রেশন সহকারী

মো. গোলাম রশি
উচ্চমান সহকারী

অমল কৃষ্ণ হাওলাদার
হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মো. ওয়াহিদুর রহমান
বিক্রয় সহকারী

মাহফুজা সুলতানা
ক্যাশিয়ার

মিলন চন্দ্র বাঁশফোড়
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

ফেরদৌস আরা
বিক্রয় সহকারী

জুয়েল রানা
অডিটরিয়াম প্রজেকশন সহকারী

শামীম আহমেদ
অফিস সহায়ক

তৌহিদ ইসলাম আকাশ
অফিস সহায়ক

নিরাপত্তা শাখা

১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে 'ঢাকা যাদুঘর' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে 'ঢাকা যাদুঘর' ঢাকার নায়েব-নাজিম-এর নিমতলিস্থ প্রাসাদের বারদুয়ারী ও দেউরীতে স্থানান্তরিত হয়। নিমতলীতে অবস্থিত ঢাকা যাদুঘরে সর্বপ্রথম অতি স্বল্প পরিসরে নিরাপত্তা শাখার কার্যক্রম চালু হয়। অত:পর ১৯৮৩ সালে ঢাকাস্থ শাহবাগের নিজস্ব ভবনে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর'-এ নিরাপত্তা শাখার পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

মো. সুলতান মাহমুদ
ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা অফিসার

মো. আমিনুল ইসলাম
নিরাপত্তা অফিসার (চলতি দায়িত্ব)

মো. মহসীন হোসেন
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফিরোজ আলম খান
নিরাপত্তা পরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)

মো. নাসির উদ্দিন
সহকারী নিরাপত্তা পরিদর্শক

মো. আবুল কালাম আজাদ-২
সহকারী নিরাপত্তা পরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)

মো. আব্দুল বাতেন মন্ডল
সহকারী নিরাপত্তা পরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)

এ.এফ.এম. আহসান হাবিব
সহকারী নিরাপত্তা পরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)

মো. শামসুল হক-৩
নিরাপত্তা প্রহরী

মোহা. আব্দুর রাকিব
টিকেট চেকার

মো. নাজু মন্ডল
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. রাশিদুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মধুসুদন ঘোষ
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. বাদশা মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী (জি.জা.)

মো. জাহাঙ্গীর-২
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সহিদুল ইসলাম-১
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আমীর হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. ফারুক হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. শহিদুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আতাউর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আনার মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. শহিদুল ইসলাম-২
নিরাপত্তা প্রহরী

গৌতম চন্দ্র ঘোরামী
অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা প্রহরী (ও.জা.)

মো. আল আমিন হাজারী
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. কাওছার চাকলাদার
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. মনিরুজ্জামান
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. রাসেল রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী

এ.কে.এম কামরুল ইসলাম ভূঞা
নিরাপত্তা প্রহরী

মোছা. পেয়ারী বেগম
নিরাপত্তা প্রহরী

শান্তি মোহন চাকমা
নিরাপত্তা প্রহরী

জ্যোতি ময় চাকমা
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. খসরু ওয়াহিদ
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. তাইফুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. রিয়াজুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আব্দুল হাসেম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আব্দুর রশিদ-২
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. রবিউল আওয়াল
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সালাউদ্দিন মোল্যা
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. হাবিবুর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী

তৌহিদুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আলমগীর হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সামসুজ্জামান
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. ফরিদুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. ইসমাইল খান
নিরাপত্তা প্রহরী

সাহীদা আক্তার চম্পা
নিরাপত্তা প্রহরী

প্রসঞ্জিৎ মন্ডল
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. লিটন খন্দকার
নিরাপত্তা প্রহরী (জি.জা.)

মো. আব্দুল হাকিম
নিরাপত্তা প্রহরী (জি.জা.)

মো. তানভীর হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. শাহজাহান হোসেন
মালি (আ.ম.জা)

মো. শাহজাহান
নিরাপত্তা প্রহরী (শি.জ.স)

মো. আসলাম হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. বাবুল বেপারী
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

শ্রী শান্ত চৌহান
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. রাব্বু
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

তরুন অধিকারী
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

ডাবলু চন্দ্র রায়
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. আনারুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. আনিছুর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

শেখ শহিদুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মোছা. আকলিমা বেগম
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. আমির হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিক)

এক্সপ্লোরেশন এন্ড ব্রান্স মিউজিয়াম শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অন্যতম প্রধান কাজ হলো নিদর্শন সংগ্রহ করা। প্রতিদিনের জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ থেকে জাদুঘরে সংগ্রহযোগ্য নিদর্শনের তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা এবং উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুত নিদর্শন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ জাতিয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রাধীন শাখা জাদুঘরের প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্র শাখার থেকে সম্পন্ন করা হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

আবুল হাসানাত মো. ফজলে রাব্বি
গ্রন্থাগারিক (জি.জা), এক্সপ্লোরেশন অফিসার (সাময়িক দায়িত্ব)

জনাব ইসমত আরা রোজী
উচ্চমান সহকারী

মো. আলাউদ্দিন
এক্সপ্লোরেশন সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

আলমগীর হোসেন
অফিস সহায়ক (শি.জ.স)

নিবন্ধন ও নিদর্শন নিয়ন্ত্রণ শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রত্যেক কিউরেটোরিয়াল বিভাগের নিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস নিবন্ধন ও নিদর্শন নিয়ন্ত্রণ শাখা শাখায় সংরক্ষিত থাকে। নিবন্ধন ও নিদর্শন নিয়ন্ত্রণ শাখা সংগৃহীত নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ নম্বর প্রদান ও ডকুমেন্টসমূহ সংরক্ষণ করে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

মো. লিয়াকত হোসেন
রেজিস্ট্রেশন অফিসার (চলতি দায়িত্ব)

সৈয়দ সারোয়ার হোসেন
সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার

আঃ মোবিন
সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার

মো. মিজানুর রহমান খান
রেজিস্ট্রেশন সহকারী

হোসনে আরা বেগম
অফিস সহায়ক

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ /পর্ষদ শাখা

১৯১৩ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ সদস্য বিশিষ্ট প্রভিশনাল জেনারেল কমিটি গঠিত হয়। যা তৎকালীন কলকাতা গেজেটে ৫ মার্চ ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা মিউজিয়াম কমিটি পুনঃগঠন করা হয় যা ১৯৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

মো. আবুল বাশার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)

মো. জিয়াউল গণি
উচ্চমান সহকারী

মো. আনোয়ার হোসেন
রেকর্ড কীপার

মো. সুমন
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

রাইহান ইসলাম
অডিটরিয়াম এটেনডেন্ট (স্বা.জা) পর্ষদ শাখায় সংযুক্ত (আউট সোর্সিং)

আইসিটি শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আইসিটি শাখা গোড়াপত্তন হয় মূলত 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে (২০১০-২০১২ সাল)। এ সময়ে সার্ভার অবকাঠামো, নেটওয়ার্কিং ও ডাটাবেস সফ্টওয়্যার সংস্থাপিত হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

রাশেদুল আলম প্রদীপ
সহকারী কীপার (ও.জা.), আর্কাইভস ও আইসিটি শাখায় দায়িত্বরত

শান্তনু সরকার
কম্পিউটার অপারেটর

মো. তারেকুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মো. সাইদুর রহমান
হার্ডওয়্যার এ্যান্ড নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার

রিফাত রহমান খান
ওয়েব ডেভেলপার

মো. সাইমুম হাসান
ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার

মোহাম্মাদ আইয়ুব হোসেন
আইটি সার্ভিস ম্যানেজার

আরিফুর রহমান
আইটি এ্যাসিসটেন্ট

জয় চক্রবর্তী
আইটি এ্যাটেনডেন্ট

শামিমা আক্তার রিমা
আইটি এ্যাটেনডেন্ট

আর্কাইভস শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ০৬(ছয়) টি বিভাগ এবং ৩০(ত্রিশ) টি শাখার মধ্যে প্রকৌশল শাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রকৌশল শাখাটি জাদুঘরের বিবিধ ভবন-০১ এর ২য় তলায় অবস্থিত। শাখাটি সচিব মহোদয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রাশেদুল আলম প্রদীপ
আর্কাইভস শাখা প্রধান

প্রকৌশল শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ০৬(ছয়) টি বিভাগ এবং ৩০(ত্রিশ) টি শাখার মধ্যে প্রকৌশল শাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রকৌশল শাখাটি জাদুঘরের বিবিধ ভবন-০১ এর ২য় তলায় অবস্থিত। শাখাটি সচিব মহোদয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

সৈয়দা বিলকিস সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী

মো. নাদির হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (আ.ম.জা.)

মো. রুবেল মিঞা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)

খ. ইমরান রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)
(আ.ম.জা)

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) প্রেষণে কর্মরত

মো. তাজুল ইসলাম
সাব-স্ট্রেশন মেকানিক

মো. দুলাল মিঞা
উচ্চমান সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মো. নাজির হোসেন
লিফ্ট অপারেটর

মো. জয়নাল আবেদিন
লিফ্ট অপারেটর

মো. আরিফ হোসেন
এয়ারকন্ডিশনিং মেকানিক (সাময়িক দায়িত্ব)

মো. সবুজ মিয়া
অফিস সহায়ক

মো. সবুজ
পাম্প অপারেটর (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. স্বপন
প্লাম্বার (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. বেলাল হোসেন
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কোষ

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩৫৭টি পদ নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো সরকার অনুমোদন করে। উক্ত কাঠামোতে প্রকল্প প্রণয়ন ও তত্ত্বধানের জন্য কোন সেল বা জনবল রাখা হয়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উন্নয়ন খাতের প্রকল্পগুলোর ডিপিপি,পিসিআর, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখাটি সৃষ্টি করা হয়। এ শাখার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন, এডিপি/আরএডিপি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

ছালেহা খাতুন
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার

নুসরাত সুলতানা
অফিস সহায়ক

মো. জিয়া উদ্দিন সরকার
অভ্যর্থনাকারী (শি.জ.স)

সাধারণ সেবা শাখা

সাধারণ সেবা শাখার মাধ্যমে পরিবহণ সংক্রান্ত কাজ, শাখা জাদুঘর সমূহে বিভিন্ন স্টেশনারী আইটেম প্রেরণ, চিঠিপত্র বিতরণ ডেসপাস সংক্রান্ত কাজসহ নানবিধ কাজ সম্পন্ন হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবি

কাজী ফরিদ আহমেদ
উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক

মো. গোলাম মোস্তফা
কেয়ারটেকার

ফেরদৌস আরা
প্রধান সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মো. মকিবুর রহমান
ড্রাইভার

মো. ইসহাক মিয়া
ড্রাইভার

মো. আব্দুল হাকিম
ড্রাইভার (আ.ম.জা)

মনোয়ারা বেগম
অফিস সহায়ক

মো. নাজির হোসেন
ড্রাইভার

শামসুন্নাহার
অভ্যর্থনাকারী

মো. আব্দুল করিম
বাবুর্চি (শি.জ.স)

মোসাম্মৎ রাহিলা বেগম
উচ্চমান সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মো. শাহীন মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন
লিফট অপারেটর

মো. মোস্তাফিজ আলম
ডেসপ্যাচ রাইডার

মো. আব্দুল জাব্বার
হেলপার

গণেশ রাম
মালি

শরাফত হোসেন
মালি

মো. মেহেদী হাসান
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. খন্দকার আবুল কাইয়ুম
মালি

মো. মোস্তফা কামাল
মালি

মো. রুবেল মিয়া
মালি

মো. আবিদ আলী
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. হান্নান মিয়া
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. সিদ্দিক মিয়া
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. মঙ্গল মিয়া
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

শ্যামল চন্দ্র দাস
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

উত্তম কুমার কর্মকার
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

সন্যাসী দাস
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. শাহ আলম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. শহিদ মিয়া-২
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

হালিমা বেগম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মোসাম্মৎ মিঠু
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. শিল্পী খাতুন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মোছা. উম্মে কুলসুম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মো. আলামিন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী (সা. কা. হরি. স্মৃতি জা, কুষ্টিয়া) (আউট সোর্সিং)

শারমিন বেগম
অফিস সহায়ক (দৈনিক ভিত্তিক)

মো. জিয়াউর রহমান
ড্রাইভার (আউট সোসিং)

মো. আমিনুল ইসলাম
অফিস সহায়ক
(দৈনিক ভিত্তিক)

মো. শাহাদৎ
পরিচ্ছন্নতা কর্মী
(দৈনিক ভিত্তিক)

মো. রবিন রায়
মালি (দৈনিক ভিত্তিক)

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

১. ১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, খুলনা

স্বাধীনতার পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। সঠিক ও জাতির গৌরবউজ্জ্বল ইতিহাস রচনা, প্রামাণ্য দলিল ,গণহত্যা-নির্যাতনের তীব্রতা,স্থায়িত্ব,জনসংখ্যা সব মিলিয়ে গণহত্যায় কত জন নিহত হয়েছিল তা জানা যেমন জরুরি তেমনি কত জন মানুষকে দেশের কতটি স্থানে কি কি উপায়ে নির্যাতন করা হয়েছে তার ধরন-স্বরূপ জানা প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন-ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানি, আর্মেনিয়ায় সঙ্গটিত হয়েছে গণহত্যা। সেই সকল দেশ যুদ্ধ পরবর্তী জাতির সামনে সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন গণহত্যা জাদুঘর। কিন্ত বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারি-বেসরকারি ভাবে এ ধরণে কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না বলে তার অভাব পূরণকল্পে খুলনায় ১৭ মে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গণহত্যা-নির্যাতন বিষয়ক জাদুঘর- '১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাদুঘরটি গড়ে তোলার জন্য গত শতকের ষাটের দশকের একটি পরিত্যক্ত বাড়িসহ ১২.৫২ কাঠা জমি প্রদান করেছেন, যেখানে বর্তমানে জাদুঘরটি গড়ে তুলা হয়েছে। জাদুঘর ভবনটি অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে উপস্থাপন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধকালে ঘটে যাওয়া গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি,গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা দেশি ও বিদেশি দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি জাদুঘর ভবন নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন এর প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

১৯৩১ সালে ব্রিটিশ আমলের নব্য ধনী ব্যবসায়ী জনাব ঋষিকেশ দাস ঢাকা শহরের টিকাটুলি এলাকায় একটি দৃষ্টিনন্দন বাগান বাড়ি তৈরি করেন। বাগানে অনেক গোলাপ থাকায় এটি রোজ গার্ডেন প্রাসাদ যা সংক্ষেপে রোজ গার্ডেন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটি রাজধানী ঢাকার বিংশ শতাব্দির একটি ঐতিহাসিক ভবন এবং অন্যতম স্থাবর ঐতিহ্য। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলীর কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেস 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ' প্রতিষ্ঠা হয়। ভবনটির সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০১৮ সালে ভবনটি ৩৩১,৭০,০২,৯০০.০০ টাকায় ক্রয় করে সরকারি মালিকানায় আনা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২০ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সমন্বয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। রোজ গার্ডেন চত্বরে বিদ্যমান তিন তলা ভবন সংস্কার করে ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপনের কাজটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাস্তবায়ন করছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও অবকাঠামগত সুবিধা সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস,সংস্কৃতি,সভ্যতা,ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের উপাদান, উপকরণ ও দলিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রদর্শনের কাজ করে থাকে। এ সব নিয়মিত কাজের পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যকে দেশবাসী ও বিদেশিদের কাছে তুলে ধরার জন্য এবং নতুন প্রজন্মকে জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করার জন্যও জাতীয় জাদুঘর বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার তৎকালিন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ৩৭৯ টি নিদর্শন সমৃদ্ধ জাদুঘরটি দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয় ২৫ আগস্ট ১৯১৪ সালে। ১৯১৪ সালে নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রথম কিউরেটর হিসেবে যোগদান করেন। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকার নায়েব নাজিমের নিমতলিস্থ প্রাসাদের বারোদুয়ারীতে 'ঢাকা জাদুঘর' স্থানান্তর করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান বৃহৎ আকারে একটি জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরো চেয়েছিলেন জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালের প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পকর্মের প্রদর্শন ছাড়াও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাঙালির সংগ্রাম এর সমস্ত পর্যায় চিত্রিত হবে।

১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনটি ৪তলা বিশিষ্ট যার তলার মোট ক্ষেত্রফল ২,০২,১১৬ বর্গফুট। ১৯১৩ সালে একটি কক্ষ থেকে শুরু করা সংগ্রহশালাটি আজ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম জাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

এই চারতলা বিশিষ্ট অবকাঠামোতে অফিসসহ ২টি অডিটরিয়াম, ১টি অস্থায়ী প্রদর্শনী গ্যালারি, ১৫টি নিদর্শন স্টোর ও অন্যান্য স্টোর, ল্যাবরেটরিসহ ৪৫টি গ্যালারি রয়েছে। গ্যালারিগুলোতে প্রায় ৫,০০০ নিদর্শন দর্শকদের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে। বাকি নিদর্শনগুলো প্রদর্শনের জায়গার স্বল্পতার কারণে স্টোরে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এছাড়া স্টোরগুলো অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় বিরুপ পরিবেশের কারণে নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ হাজার দর্শক জাদুঘর পরিদর্শনে আসে যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। কোনও কোনও বিশেষ দিনে এই দর্শক সংখ্যা ০৫ থেকে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। জাদুঘরের প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রায় ৯৪,০০০ নিদর্শন রয়েছে। অপর্যাপ্ত গ্যালারির কারণে মহামূল্যবান নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের জন্য বিদ্যমান ভবনের অভ্যন্তরীণ গ্যালারি সম্প্রসারণ এবং নতুন ভবন নির্মাণ করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

জাদুঘরের কর্ম-পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাদুঘরের প্রধান ভবন থেকে অফিস, নিদর্শন স্টোর প্রস্তাবিত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হলে জাদুঘরের গ্যালারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এতে সংরক্ষিত নিদর্শনগুলো প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আরো ব্যাপক পরিসরে ও দৃষ্টিনন্দনভাবে প্রদর্শন করার সুযোগ তৈরি হবে এবং জাদুঘরের প্রশাসনিক কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

২. 'জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার নতুন ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পধারার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। তিনি ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সৃজনশীল ভূমিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণের শিল্পভাবনাকে উৎসাহিত করতে এবং চিত্রকলার আন্দোলনকে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে জয়নুল তাঁর মনের ক্যানভাসের আর্ট গ্যালারিটি শৈশবের স্মৃতিঘেরা শহর ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের

১৫ এপ্রিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম জয়নুল সংগ্রহশালাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশ তথা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিল্পকলা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাছাই করা ৭০টি শিল্পকর্ম দিয়ে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় গুণীজনদের সমন্বয়ে জয়নুল সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংগ্রহশালাটির মূল ভবনটি শতবর্ষী পুরাতন। ভবনটিতে অত্যধিক আর্দ্রতা মোটেই চিত্রকর্ম প্রদর্শন উপযোগী না হওয়ায় শিল্পকর্মের ভীষণ ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। সেখানে শিল্পাচার্যের ইচ্ছানুযায়ী শিশুদের চারুকলা চর্চার জন্য জয়নুল শিশু চারুপীঠ নামে একটি স্কুলও স্থাপন করা হয়েছে। পুরাতন ভবনটিতে স্কুল পরিচালনার কোন উপযুক্ত কক্ষ বা জায়গা নেই। তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর চারুকলা চর্চায় ভীষণ অসুবিধা হয়। এ কারণে সংগ্রহশালাটির আধুনিকায়ন, জয়নুল শিশু চারুপীঠের শিক্ষার্থীদের চারুকলা চর্চা সম্প্রসারণ এবং সংগ্রহশালা কেন্দ্রিক একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডর নির্মাণের লক্ষ্যে ময়মনসিংহস্থ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. 'জাতীয় চারনেতা স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

৩রা নভেম্বর বাঙালি জাতির জন্য একটি কলঙ্কময় দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সহচর জাতীয় ৪ বর্ষীয়ান নেতাকে বন্দী অবস্থায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করে দেশীয় একদল বিপথগামী, ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর ও ঘৃণিত সৈনিক। এরাই একই বছরের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুকে। একটি জাতির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এই দেশ প্রেমিক ৪ মহান নেতা ১৯৭১ সালে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠন করে এবং ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস বাঙালির কান্ডারি হিসেবে ভুমিকা পালন করেছিলেন।

জাতীয় চার নেতার স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় চার নেতার নিজ জেলায় যথাক্রমে (১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মৃতিকেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ (২) তাজউদ্দিন আহমেদ স্মৃতিকেন্দ্র, গাজীপুর (৩) আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কামরুজ্জামান স্মৃতিকেন্দ্র, রাজশাহী এবং (৪) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী স্মৃতিকেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ নির্মাণ।

জাদুঘর স্থাপনের মাধ্যমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এইচএম কামরুজ্জামান এর স্মৃতি সংরক্ষণ এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ও সাহসী ভূমিকা নব প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা।

৪টি জেলায় চার নেতার স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ হলে স্থানীয় দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে। নব প্রজন্মের শিক্ষিত জনগণের জন্য জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে।

৪. 'তাদাও অ্যান্দো আর্কিটেক্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'র মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে একটি বিশ্বমানের শিশু লাইব্রেরি নির্মাণ।

বৃহস্পতিবার (২৭ এপ্রিল ২০২৩) স্থানীয় সময় বিকেলে টোকিও-তে জাপানের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আকাসাকা প্যালেসে জাপান সফররত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে স্থপতি তাদাও অ্যান্দোর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ঢাকায় বিশ্বমানের একটি শিশু লাইব্রেরি স্থাপনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং তাদাও অ্যান্দো আর্কিটেক্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। সমঝোতা স্মারকে সই করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান এবং স্থপতি তাদাও অ্যান্দো। এই শিশু লাইব্রেরি নির্মাণে বাংলাদেশকে অনুদান দেবে জাপান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন প্রমুখ।

৫. বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা

ভূমিকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন ২০২২ এবং জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬ অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক বিভাগে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলন ঘটিয়ে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ক) দেশের ০৮ (আট) টি বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে ০৮ (আট) টি বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

(খ) বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এছাড়াও একাদশ জাতীয় সংসদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্টে রংপুর ও সিলেট বিভাগীয় জাদুঘর ০২ (দুই) টি সুপারিশ/সিদ্ধান্ত রয়েছে। উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হতে রংপুর ও সিলেট বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হবে:

(ক) জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে উপস্থাপন করা।

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর জ্ঞান অর্জন ও গবেষণা চর্চা করা।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনগণের নিজস্ব ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণা দেয়া।

(ঙ) মহান মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জনগণের অবদান তুলে ধরা।

(চ) পাঠাগার ও সেমিনার হল এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা।

প্রস্তাবিত বিভাগীয় জাদুঘরগুলোর জন্য ভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় সদরে এমন জায়গায় জমি নির্বাচন করা হবে যাতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হয়। এক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বড় কলেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকার পাশ্ববর্তী জমিকে গুরুত্ব প্রদান হবে।

শাখা জাদুঘর পরিচিতি

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে পুরনো ঢাকার ইসলামপুর এলাকায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘর অবস্থিত। এটি ব্রিটিশ ভারতের উপাধিপ্রাপ্ত ঢাকার নওয়াব পরিবারের বাসভবন ও সদর কাচারি ছিল। ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের বহু স্মরণীয় ঘটনাসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের স্মৃতি বিজড়িত প্রাসাদ ভবন 'আহসান মঞ্জিল'।

ওসমানী জাদুঘর

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি (সি.ইন.সি.) ছিলেন বঙ্গবীর জেনারেল মহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুর পর সিলেটে 'নূর মঞ্জিল' বাড়িটি তাঁরই নামে "ওসমানী জাদুঘর" নামকরণ করা হয়। ওসমানী জাদুঘরে ০৩ (তিন) টি গ্যালারি ও স্টোরসহ বর্তমানে নিদর্শন সংখ্যা ৪৭৮টি।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা

সাধারণের শিল্প ভাবনাকে উৎসাহিত করতে এবং চিত্রকলার আন্দোলনকে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে স্বপ্রনোদিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, গুণীজন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন সম্মিলিতভাবে সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ০১ বৈশাখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ (১৫ এপ্রিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) "শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা"-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে কাজির দেউড়ি নামক স্থানে এক অনুচ্চ টিলার ওপর ৩.১৭ একর জায়গা নিয়ে জিয়া স্মৃতি জাদুঘরটির অবস্থান। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশরাজ তথা ভারত সম্রাট ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিনন্দন ইমারতটি নির্মাণ করেন। বৃটিশ আমলে এটি 'লাট সাহেবের কুঠি' নামে পরিচিত ছিলো। স্থাপত্যশৈলির দিক দিয়ে চট্টগ্রামের এই পুরনো সার্কিট হাউসটি (জিয়া স্মৃতি জাদুঘর) এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা। ফরিদপুর সদর উপজেলার অম্বিকাপুর গ্রামে পল্লীকবি জসীম উদদীন এর বাড়ী সংলগ্ন কুমার নদ এর তীরে অবস্থিত। উক্ত প্রকল্পটির কাজ ২০০৬ সালে আরম্ভ হয়ে ২০১৪ সালে শেষ হয় এবং ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর কর্তৃক ১৬/১০/২০১৯ তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করেন। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রি: শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন।

সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার একজন উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত মানুষের মধ্যে অন্যতম। তার জীবদ্দশায় কর্মকান্ড বিজড়িত স্মৃতি ধরে রাখার একান্ত প্রয়াসে কুষ্টিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাদুঘরটি উদ্ভোধন করেন।

স্বাধীনতা জাদুঘর

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইতিহাসের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয়। স্বাধীনতার এই ঐতিহ্য চেতনাকে চিরন্তনভাবে লালনকরার প্রয়াসেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভূ-গর্ভে স্থাপিত হয় 'স্বাধীনতা জাদুঘর' বা Museum of Independence।